তাজাল্লিয়াতে সফদার

তাজাল্লিয়াতে সফদার

ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও পর্যালোচনা

(প্রথম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নুরুজ্জামান

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

তাজাল্লিয়াতে সফদার (প্রথম খণ্ড)
মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা :
মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৯৩০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-০-৮

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের

দোয়া ও অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম!

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, তিনি অধঃপতনের যুগেও মহান কিছু সংস্কারক উম্মতের কল্যাণকামনায় প্রেরণ করেছেন। তারা দুনিয়ায় এসে দীনের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল-ধারণা, কুসংস্কার ও বিদআতকে নির্মূল করেন। অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা, অপরিমেয় সহনশীলতা ও অনন্য সাহসিকতা প্রদর্শন করে তারা দীনের মূল কাঠামোকে অবিকৃত রেখেছেন। উম্মত যুগ যুগ ধরে তাদের স্মরণ করে আসছে, আগামীতেও করে যাবে। স্মরণে রাখা ও স্মরণীয়দের এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

হযরত মাওলানা আমীন সফদার রহ. বিগত শতকের এক ক্ষণজন্মা মনীষী ছিলেন। বিভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদের খণ্ডনে সঁপে দিয়েছিলেন নিজের সবকিছু। সাধারণ স্কুল শিক্ষক থেকে অসামান্য এক বিতার্কিক পণ্ডিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি আপন মেধা, যোগ্যতা ও কবুলিয়াতের মাধ্যমে।

আমাদের সৌভাগ্য, হযরত আমিরে আহলে সুন্নতের সান্নিধ্য ও সৌরভ কিছু সময়ের জন্য গ্রহণের সুযোগ আমাদের হয়েছে। তার চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি বিস্তারে মারকাজ আহলুস সুন্নাহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা, এমন মাকবুল মনীষীদের নেক দোয়া ও রণহানি তাওয়াজ্জুহের বরকতেই মারকাজের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়াব্যাপী। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, বরকত ও বিস্তারের এই ধারা শেষদিন পর্যন্ত বহমান থাকুক।

আনন্দের সংবাদ, আমির আহলে সুন্নতের কাজ, চিন্তা ও কর্মধারা পৃথিবীর নানা ভাষার মুসলমানদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলা ভাষাতেও বাঙালি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তার কাজগুলো এক মলাটে প্রকাশিত হয়েছে। বিরাট কলেবরের এই সিরিজ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ইত্তিহাদ পাবলিকেশন নামের স্বনামধন্য একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। দোয়া করি, কবুল হোক তাদের সকল প্রচেষ্টা ও প্রকল্প। আমার শাগরিদ ও মুরিদের নিকট থেকে এই সংবাদ

জানলাম। আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি আমিও একটি অনুরোধ রাখব তাদের প্রতি। আশা করি তা গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হবে। আমির আহলে সুন্নতের কাজগুলো যুগোপযোগী করে তোলায় মারকাজ অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। আমার ইচ্ছা, এই কাজগুলোও দ্রুততার সাথে বাঙালি মুসলমানের সামনে প্রকাশ করা হোক। হযরতের ইলম ও রুহানিয়াতের ঝরনাধারা থেকে তৃষ্ণা মেটানোর পানের সুযোগ সকল মুসলমানের ভাগ্যে নসিব হোক, এই দোয়া ও আশাবাদ রাখি।

ওয়াস সালাম

মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান
ইস্তানবুল, তুর্কিয়ে
৭ই জিলহজ, ১৪৪৩ হিজরি
৭ই জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক মহাসচিব, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারির মুহতারাম সহকারী পরিচালক ও শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.-এর

অভিমত ও দোয়া

হক ও বাতিলের লীলাভূমি এই পৃথিবী। দিন দিন ইসলাম যতই উন্নতি লাভ করেছে, সাথে সাথে বিভিন্ন সময় বহু বাতিলেরও আবির্ভাব ঘটেছে। তবে সব যুগেই হকের ঝান্ডা ছিল সমুন্নত। বাতিল কখনোই টিকতে পারেনি বেশি দিন। যখনই কোনো বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, হক্কানি রাব্বানি ওলামায়ে কেরাম ক্ষুরধার লিখনী, জোরালো বয়ান ও বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে রুখে দিয়েছেন।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী যেসকল ইসলাম বিরোধী বাতিলগোষ্ঠীরা কৌশলে তাদের মতবাদ প্রচার করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে, তাদের মধ্যে খ্রিষ্টান, কাদিয়ানি, শিয়া, বেরেলবি, তথাকথিত আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত বাতিল ফিরকাগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে নামধারী আহলে হাদিস ফিরকা। এরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। এদের মূল টার্গেট হচ্ছে, হানাফি মাযহাব অবলম্বী মুসলমান।

এসকল বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়া এবং ইসলামের সর্বজনীনতা সকলের সামনে তুলে ধরা সময়ের দাবি। এই দাবি পূরণের লক্ষ্যে বিরল ভূমিকা পালন করেছেন পাকিস্তানের খ্যাতমান আলেমে দীন, বিশ্ব নন্দিত তার্কিক আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.। তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে। তারই সারাজীবনের শ্রমসাধনার ফসল হচ্ছে 'তাজাল্লিয়াতে সফদার'। ছয় খণ্ডের মুদ্রিত প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার এই বিশাল কিতাবের মধ্যে উপর্যুক্ত সকল বাতিল ফিরকার মুখোশ উন্মোচন করেছেন লেখক। শরিয়তের শক্তিশালী দলিলের আলোকে খণ্ডন করেছেন বাতিলের সকল ভ্রান্তি। চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন ইসলামের সঠিক বিবরণ। নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালা-উদ্ধৃতি দ্বারা সজ্জিত করেছেন কিতাবের আদ্যোপান্ত।

মূল কিতাবটি যেহেতু উরদু ভাষায় রচিত, তাই এটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন পূরণ করেছেন, আমার স্নেহভাজন একান্ত প্রিয় ছাত্র মাওলানা নুরুজ্জামান ও মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী এবং বিশিষ্ট আলেম কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক জাযাকুমুল্লাহ আহসানাল জাযা। কিতাবটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আমি মনে করি।

অবশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করি, হে আল্লাহ, তুমি বইয়ের মূল লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশককে কবুল করো। এটা তাদের নাজাতের উসিলা বানাও। অনুবাদকদের দীনের আরো খেদমত করার তাওফিক দান করো। যেই প্রকাশনা থেকে কিতাবটি প্রকাশ করা হচ্ছে সেটাও তুমি কবুল করো। আমিন॥ ইয়া রাব্বাল আলামিন॥

২৮/১/১৯

অবতরণিকা

আলহামদুলিল্লাহ, বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর 'তাজাল্লিয়াতের সফদার' কিতাবটির পূর্ণ অনুবাদ পাঠক বন্ধুদের হাতে পৌঁছতে যাচ্ছে। এটা মহান রাব্বুল আলামিনের অপার কৃপা। তার একান্ত করুণা ছাড়া কখনোই সম্ভব ছিল না। তিনি যে এত বড় মহান এক কাজের তাওফিক দান করলেন, তাই আবারো বলছি 'আলহামদুলিল্লাহ'।

'তাজাল্লিয়াতে সফদার' কিতাবের সাথে পাঠকবৃন্দ প্রায় সকলেই কম-বেশি পরিচিত। তবে যারা উরদু ভাষায় পারদর্শী নন তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি হয়তো ভিন্ন। তাই শুরুতে সংক্ষেপে এর পরিচয় তুলে ধরছি।

আমরা সকলে অবগত আছি, শুরুলগ্ন থেকে ইসলাম যেমন ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে, তেমনই ইসলামবিরোধী শক্তিও ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। অনেক জাতিগোষ্ঠী তো সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিরোধিতা করে আসছে। আর অনেকে ইসলামের বন্ধু বা পক্ষের লোক সেজে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান কুরে কুরে খাচ্ছে। উভয় শ্রেণি ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। 'চোরের মায়ের বড় গলা' এই প্রবাদবাক্যের বাস্তবরূপ তাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকে একথা জোর গলায় বলছে, 'তারাই হক ও মুক্তিপ্রাপ্ত'। তাই এই বাতিল দলগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তাদের মুখোশ উন্মোচন করা সময়ের দাবি।

আলহামদুলিল্লাহ, বাতিল যতই শক্তিশালী, হক্কানি রাব্বানি ওলামায়ে কেরামও সর্বযুগে ওদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। হক্কানি ওলামায়ে কেরাম থেকে কোনো বাতিল আজ পর্যন্ত রেহাই পায়নি। বর্তমান সারা বিশ্বে যে সকল বাতিল ফিরকা ইসলামের বিরোধিতা করে যাচ্ছে এবং মুসলমানদের ঈমানের উপর চরমভাবে আঘাত হানছে, তাদের মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টান, কাদিয়ানি, শিয়া, বেরেলবি, তথাকথিত আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস। এরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। এদের চক্রান্তের শিকার হয়ে বহু সরলমনা মুসলমান ঈমান হারিয়ে ফেলছে অথবা ভ্রান্তিমূলক আকিদা ও আমলে জড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ তায়ালা সকলের ঈমান-আকিদা ও আমল রক্ষা করুন।

ভারতের বংশোদ্ভূত পাকিস্তানের অধিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.-কে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। তিনিও জীবনের প্রথমে এমন এক বাতিল ফিরকার খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর অশেষ দয়ায় সেই বাতিল ফিরকা থেকে ফিরে এসে, উপরিউক্ত সকল বাতিল ফিরকার জন্য 'যম' হয়ে দাঁড়ালেন। এই প্রথিতযশা আলেমের জীবনকাহিনি অনেকটা আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ইমাম তহাবি রহ. এর জীবনের সাথে মিলে যায়। তার স্বহস্তে লিখিত জীবনী (যা এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ছাপা হয়েছে) অধ্যয়ন করলেই বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারব। তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ এমনকি ভ্রান্ত জাতির ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তার জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন এই সকল বাতিল প্রতিহত করার নিমিত্তে। ক্ষুরধার লেখনী, বয়ান-বক্তৃতা, তর্ক-মুনাযারা, প্রাইভেট আলোচনা, চিঠিপত্র এমনকি তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্পও ছিল এই সকল বাতিলের প্রতিবাদে। তার এই মেহনতের দ্বারা ফিরে পেয়েছে বহু মানুষ আলোর দিশা। আবার হেদায়াত থেকে বঞ্চিত বহু বাতিল পণ্ডিতকে হার মানতে হয়েছে তার দালিলিক ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার সামনে। তিনি উপর্যুক্ত সকল বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন ও কলম ধরেছেন। তার সেসকল আলোচনা, বয়ান-বক্তৃতা, তর্ক-মুনাযারা, লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো প্রকাশ করা হয়েছে 'তাজাল্লিয়াতে সফদার' নামে। উপরিউক্ত বাতিল ফিরকাগুলোর সকল ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তার দাঁতভাঙা জবাবের জন্য আমি মনে করি এই কিতাবটিই যথেষ্ট। যে-কেউ এই কিতাব আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করলে, আশা করি তার অন্তরের সকল সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। সে হানাফিদেরকে কুরআন-হাদিসবিহীন কিয়াসি মনে করবে না। কোনো বাতিল ফিরকার প্রতি ন্যূনতম দুর্বলতা থাকবে না। নতুন নতুন যত বাতিল ফিরকারই জন্ম হোক না কেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে থেকে আশ্বস্ত থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন প্রখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক মুফতি কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক এবং সুযোগ্য গ্রন্থকার ও প্রসিদ্ধ অনুবাদক মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী। সাথে ছিলাম আমি অধম আবু আফ্ফান নুরুজ্জামান। এত বড় বইয়ের সম্পূর্ণ অনুবাদ করা বা সম্পাদনা করার কথা ছিল আগে উল্লিখিত লেখকদ্বয়ের। কিন্তু তাদের অন্যান্য ব্যস্ততা ও সময় সংকীর্ণতার কারণে এই বিশাল দায়িত্বের সিংহভাগ এসে পড়ে এই অধমের (নুরুজ্জামান) কাঁধে।

শিক্ষাগত অযোগ্যতা ও লেখালেখির অদক্ষতা সত্ত্বেও দীনের খেদমত হিসেবে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছি মাথা পেতে। চিন্তা করেছি, এর দ্বারা একটি মানুষও যদি সঠিক পথের দিশা পায়, সেটা আমার নাজাতের যরিয়া হতে পারে।

এই মুহূর্তে স্মরণ করছি, ইত্তিহাদ পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী মুফতি ইসহাক হামিদিকে। আল্লাহ তায়ালা তার হিম্মত ও সাহস আরো বাড়িয়ে দিন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমই এই কিতাব প্রকাশের মূল চাবিকাঠি।

তাজাল্লিয়াতে সফদার মূল উরদু সংস্করণ দুইভাবে ছাপা হয়েছে। একটি ৭ খণ্ডে, আরেকটি ৬ খণ্ডে। ৬ খণ্ডের ছাপাটির ব্যাপক প্রচলন থাকায় আমরা সেটারই অনুবাদ করেছি।

কিতাবটির উরদু সংস্করণ যেহেতু দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন সময়ের বয়ান ও লেখার সংকলন, তাই তাতে বিষয়বস্তুর বিন্যাসের প্রতি লক্ষ রাখা হয়নি। যখন যেই বিষয়টি সামনে এসেছে সেটা সেভাবেই ছেপে দিয়েছেন। কিন্তু পাঠকবৃন্দের সহজতার দিকে লক্ষ করে বাংলা অনুবাদে বিন্যাসকে পরিবর্তন করা হয়েছে। একই বিষয়ের লেখাগুলো একত্রে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যার কারণে অনুবাদের বিন্যাস মূল কিতাবের বিন্যাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মূল শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে। আশা করি এতে কিতাবের আকর্ষণ ও সৌন্দর্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কিতাবের অভ্যন্তরীণ সকল লেখা সম্পূর্ণ অক্ষত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

টীকা সংযোজন অনেকটাই লেখকের নিজের। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদকের পক্ষ থেকে দু-একটি টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

প্রতি খণ্ডে দুই ধরনের সূচি রাখা হয়েছে। শুরুতে মূল শিরোনামগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সূচি লেখা হয়েছে। এরপর একটি বিস্তারিত সূচি লেখা হয়েছে।

বইয়ের বানানরীতির ক্ষেত্রে সাধারণ প্রচলিত বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। তবে অনুবাদক একাধিক হওয়ায় কোনো কোনো শব্দের একাধিক বানানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে এক লেখায় যথাসম্ভব এক ধরনের বানান রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

যেকোনো কাজে মানুষ থেকে ভুল হওয়া বা ভুল করা স্বাভাবিক। তবে অন্যদের তা ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখা মুসলিম জাতির বড় বৈশিষ্ট্য। এই বিশাল কাজেও অনুবাদক ও সম্পাদকের শত চেষ্টার পরও বহু ভুল-বিচ্যুতি

ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ সকল ভুল-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখবেন। পরামর্শের বিষয় হলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পরিশেষে এই কিতাবের মূল ব্যক্তি মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ. এর জন্য আল্লাহর দরবারে আমরা আবারো মনভরে দোয়া করছি এবং সকলকে দোয়ার আবেদন করছি, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করেন। পাশাপাশি আমরা অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকবৃন্দ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আরজি পেশ করছি, তিনি যেন আমাদের মেহনতের সকল ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে, কবুল করেন। যে যেভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। এই কিতাবকে পাঠকমহলে যেন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। আমিন।

বিনীত

আবু আফ্ফান নুরুজ্জামান

সূচিপত্র

লেখকের কলমে লেখকের জীবনী ৩১
নাম ও বংশ পরিচয় ৩১
আমার পড়াশোনা ৩২
একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ও বাইয়াত ৩২
বিভিন্ন বাতিল ফিরকার সাথে মুনাযারা ৩৫
দীনের উপর টিকে থাকার সহজ পন্থা ৩৫
দাওয়াহ বিভাগে খিদমাতের সূচনা ৩৬
আত্মজীবনী লেখার কারণ ৩৭
আমি আহলে হাদিস থেকে যেভাবে হানাফি হলাম ৩৮
পাঠদান পদ্ধতি ৩৮
মতবিরোধ কোথায়? ৩৯
ইলমে হাদিস ৪০
একশত শহিদের সওয়াব ৪১
হাকিকাতুল ফিকহ ৪১
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ৪১
ছয় উসুল ৪২
স্থানান্তর ৪৪
খতমে নবুওয়াত আন্দোলন ৪৪
বিতর্কের আকাঙ্ক্ষা ৪৫
ঈদগাহ ময়দানে ৪৫
নিয়ত ৪৬
প্রমাণ পেশ করা কার দায়িত্ব? ৪৬
বিশেষ দলিল চাওয়া ৪৮
ঈমান নবীর উপর নাকি শর্তের উপর? ৪৯
একটি প্রশ্ন ৫০

প্রত্যাবর্তন ৫০
আরো একটি প্রশ্ন ৫১
দ্বিতীয়বার হযরতের কাছে গমন ৫২
শেষবার গমন ৫৩
একটি মজার ঘটনা ৫৪

[ফিকহ ও ফিকহে হানাফি পর্ব]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি পরিচয় ও প্রোপাগান্ডা ৫৮
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হলো নাজাতপ্রাপ্ত দল ৫৮
আহলে সুন্নাতের পরিচয় ৫৯
ওয়াল জামাআতের পরিচয় ৬০
দীন পরিপূর্ণ ৬১
দীন প্রতিষ্ঠিত ৬২
দীনের সংকলন ও ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. ৬২
ইমাম আবু হানিফা আন-নুমান ও নুমান শব্দের অর্থ ৬৫
তিনি ইমামে আযম ৬৬
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি-পরিচয়ের মর্ম ৬৬
'হানাফি' পরিচয় সম্পর্কে কথিত আহলে হাদিসের মন্তব্য ৬৮
পরিচয়টা 'মুসলিম' না হয়ে 'হানাফি' হলো কেন? ৬৯
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (হানাফি) ৭১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামের উৎস ৭১
শরিয়তের চার দলিল ৭৩
ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফ কেন? ৭৩
ইমাম আযম রহ. এর বৈশিষ্ট্য ৭৫
আল-খইরাতুল হিসান কিতাবের পরিচয় ৭৫
ইমাম আযমের বংশীয় মর্যাদা ৭৫
শুরু ও শেষ ৭৬
মুকাল্লিদের প্রাচুর্য ৭৭
বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা ৭৮
ইমাম আযম উপাধি ৭৯
উপনাম আবু হানিফা কেন? ৮০
বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮০
আল খায়রাতুল হিসান কিতাবের বৈশিষ্ট্য ৮২

ফিকহে হানাফির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ৮৫
ফিকহে হানাফির উসুল ও শাখাগত মাসআলার ভিত্তি ৮৫
শ্রেষ্ঠ ফকিহ সাহাবি কে? ৮৬
কুফাতে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ৮৭
হানাফি মাযহাব সম্পর্কে রাসুলের স্বীকৃতি ৮৮
হানাফিদের জিহাদি ভূমিকা ৯২
পাক ও হিন্দের দুর্দিনে হানাফিদের ভূমিকা ৯২
দীনি মাসআলায় মত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত ৯৩
দীনি বিষয়ে যাচাইকরণের আবশ্যকতা ৯৩
মত প্রকাশের উপযুক্ত ব্যক্তি ৯৪
ইস্তিম্বাত শব্দ দ্বারা কুরআনে কী বুঝানো হয়েছে? ৯৫
মুজতাহিদ মাসআলা বের করেন, সৃষ্টি করেন না ৯৬
মূল আলোচনায় আসি! ৯৭
দীনি মাসাইল বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাকাম ৯৮
আহলে কুরআন পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ ৯৮
শরয়ি মাসাইল বর্ণনার ক্ষেত্রে মুজতাহিদের মাকাম ৯৯
দীনি মাসাইল বর্ণনার ক্ষেত্রে অযোগ্যের মাকাম ১০১
মুজতাহিদের বিরোধিতার নাম গবেষণা? ১০৩
অযোগ্যের ইজতিহাদের প্রতিদান সওয়াব না গুনাহ? ১০৪
কথিত গবেষণার পরিণতি মুক্তি না ধ্বংস? ১০৫
অন্ধ তাকলিদ কাকে বলে? ১০৬
কুরআন-হাদিসের আলোকে ফিকহের গুরুত্ব ১০৮
ফিকহের পরিচয় ১০৮
ফিকহের আলোচ্য বিষয় ১০৮
ইলমে ফিকহের উৎস ১০৮
ফিকহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১০৯
ফিকহের সনদ ১০৯
ফিকহগ্রন্থ ১০৯
ফিকহের মাসাইল ১০৯
ফিকহি মাসাইলের বর্ণনা ১১০
হানাফি মাযহাব ১১০
ভুল হয়ে যাওয়া এবং ভুলের উপর চলতে থাকা ১১২

ফিকহ বর্জন করব, যদি আয়াত বা হাদিস দেখাতে পারো ১১৩
ফিকাহ বিরোধী তো কুরআনেরই বিরোধী ১১৩
ফিকহ অর্জন করার নির্দেশ এবং ফকিহর বুঝ গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল ১১৪
ফকিহের বুঝ দলিল হওয়ার পক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ১১৬
সমাধান পেশ করার অধিকার শুধু রাসুল ও মুজতাহিদের ১১৭
ফিকহের উপমা ১২১
ফিকহের ফযিলত ১২২
দুই মজলিসের মাঝে উত্তম মজলিস ১২৪
হাদিসের আলোকে ফিকহ ও ফকিহর গুরুত্ব ও মর্যাদা ১২৪
অন্যদের দৃষ্টিতে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. ১২৭
মাওলানা দাউদ গযনবির বক্তব্য ১২৭
ফিকহে হানাফির উপর আরোপিত পূর্বযুগীয় কিছু সমালোচনার পর্যালোচনা ১৩৫
সুন্নাত মানার পরিপূর্ণ সওয়াব পাওয়ার জন্য এক মাযহাব মানাই যথেষ্ট ১৩৫
রাসুলের সুন্নাতের বড় প্রচারক আবু হানিফা রহ. ১৩৬
আবু হানিফা বিরোধী সমালোচনার নেপথ্য কারণ ১৩৬
আবু হানিফা রহ. এর কিছু সমালোচনা এবং আমাদের পর্যালোচনা নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ ১৩৭
ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ রহ. ১৩৯
খতিব বাগদাদি রহ. ১৪২
উপমহাদেশে কাদের মাধ্যমে ইসলাম এসেছে? ১৪৫
দীনে মুহাম্মাদ সর্বকালের ফুল ১৪৫
দীনে মুহাম্মাদ সর্বব্যাপী সূর্য ১৪৫
মুজতাহিদ, মুকাল্লিদ ও গাইরে মুকাল্লিদ ১৪৬
নবুওয়াতের যমানায় শাখাগত মাসআলা সমাধানের পদ্ধতি ১৪৬
সাহাবিদের যমানায় শাখাগত মাসআলা সমাধানের পদ্ধতি ১৪৭
হানাফি মাযহাবের বিশ্বজনীনতা ১৪৭
গবেষণার স্থান, গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গবেষক ১৫৩
১. তাওয়াতুরে তবকা ১৫৩
২. তাওয়াতুরে তাআমুল ১৫৪
৩. তাওয়াতুরে ইসনাদি ১৫৪
৪. তাওয়াতুরে মানাভি বা তাওয়াতুরে কদরে মুশতাকি ১৫৪
দীনের দ্বিতীয় অংশ ১৫৫

খাইরুল কুরুন বা স্বর্ণযুগের সীমা ১৫৬
মাসাইলের তৃতীয় অংশ ১৫৬
তাহকিকের বিধান ১৫৭
তাহকিকের সোপান ১৫৭
ইমাম আযম রহ. ও তাহকিক ১৫৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ১৫৯
শেষ আমল ১৬১
অপূর্ণ তাহকিক ১৬১

[তাকলিদ পর্ব]

তাকলিদ ও ইত্তিবা ১৬৪
তাকলিদ ও ইত্তিবার পার্থক্য ১৬৪
একটি বাস্তবতা ১৬৫
তাকলিদের মাসআলা ১৬৬
তাকলিদ শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ ১৬৬
তাকলিদের সংজ্ঞা ১৬৬
মারেফাতে দলিলের ব্যাখ্যা ১৬৭
তাকলিদের বণ্টন ও হুকুম ১৬৭
তাকলিদের সংজ্ঞা মিয়া নযির হুসাইনের মুখে ১৬৮
উদাহরণ ১৬৯
একটি প্রশ্ন ১৬৯
সাধারণ তাকলিদ ১৬৯
বাস্তবতা ১৭০
আমাদের দাবি ১৭১
কাযি আবদুল আহাদ খানপুরি সাহেবের সাক্ষ্য ১৭১
মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভির সাক্ষ্য ১৭২
গাইরে মুকাল্লিদদের হাদিসের সনদ ১৭৩
তাকলিদের মাসআলা ১৭৪
কুরআনের আলোকে তাকলিদ ১৭৪
ইতাআত বনাম তাকলিদ ১৭৫
শাসকগণ ১৭৬
তাদের মধ্যে তো ইখতিলাফ, আমরা কী করব? ১৭৬
যোগ্য ও অযোগ্যের পার্থক্য ১৭৭

উলিল আমর বা ইখতিয়ারধারী কারা ১৭৭
উলিল আমরকে মানার বিধান ১৭৮
সমন্বয় ১৭৮
আবেদন ১৭৯
সাহাবি ও তাবেয়িগণ তাকলিদ করতেন ১৭৯
না জানার চিকিৎসা প্রশ্ন করা ১৮০
ডাক্তার ও পণ্ডিত ১৮০
অজ্ঞতার কথা ১৮৪
ইজতিহাদ ও তাকলিদ ১৮৫
কুরআনের আলোকে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ ১৮৫
কার অনুসরণ (তাকলিদ) করবে ১৮৬
আল্লাহর সৃষ্টি ১৮৭
ইজমা ১৮৮
তাকলিদের মাসআলা ১৮৯
তাকলিদের ব্যাখ্যা ১৮৯
তাকলিদ কে করবে? ১৮৯
কোন মাসআলায় তাকলিদ করা হবে? ১৯০
তাকলিদ কি এক মুজতাহিদের করা হবে? ১৯০
আমরা কেন ইমাম আযমের তাকলিদ করি? ১৯১
গ্রহণযোগ্য মুজতাহিদের তাকলিদ করার শরয়ি বিধান ১৯৫
ইজতিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৯৫
দলিলে তাফসিলির ব্যাখ্যা ১৯৬
ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ১৯৬
ইজতিহাদ ও কিয়াসের পক্ষে নকলি দলিল ১৯৭
ইজতিহাদ ও কিয়াসের পক্ষে দ্বিতীয় দলিল ১৯৮
তাকলিদ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. এর বাণী ২০০
তাকলিদ ত্যাগের পরিণাম দীন ত্যাগ : প্রথম স্বীকারোক্তি ২০১
তাকলিদ ত্যাগের পরিণাম দীন ত্যাগ : দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি ২০২
তাকলিদ ত্যাগের পরিণাম দীন ত্যাগ : তৃতীয় স্বীকারোক্তি ২০২
আহলে হাদিসের স্বীকারোক্তি ও আমাদের পর্যালোচনা ২০৩
তৃতীয় আয়াত ২০৩

শরিয়তের চার দলিলের স্তর নিরূপণের সহজবোধ্য উপমা ২০৪
মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-এর হাদিস ২০৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় শাখাগত মাসআলা তিন তরিকায় সমাধান করা হতো ২০৬
সাহাবায়ে কেরামের যুগ ২০৮
তাবেয়িদের যুগে ২০৯
একটি ঘটনা ২১০
ইজতিহাদের শর্ত ২১২
আগে ইজতিহাদের শর্ত পূর্ণ করো, এরপর তাকলিদ অস্বীকার করো ২১৩
ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অসিয়ত ২১৪
ইজতিহাদ করা যার-তার কাজ নয় ২১৫
ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহ সংকলন ও মাসআলা সমাধান পদ্ধতি ২১৭
ইজতিহাদের গণ্ডি ও ইজতিহাদি মাসাইল ২১৮
তাকলিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২২২
তাকলিদের মধ্যে ইখতিলাফ ২২৬
তাকলিদের প্রকার ২২৬
প্রথম প্রকার ২২৭
দ্বিতীয় প্রকার ২২৭
তৃতীয় প্রকার ২২৭
চতুর্থ প্রকার ২২৭
জরুরি নোট ২২৮
নোট ২২৮
ইজতিহাদ, মাযহাব, তাকলিদ ও আহলে হাদিস সম্পর্কে ইংল্যান্ড থেকে আসা কিছু প্রশ্নের উত্তর ২৩১
ইজতিহাদি মাসআলার পরিচয় ২৩১
মুকাল্লিদের পরিচয় ২৩৩
গাইরে মুকাল্লিদের পরিচয় ২৩৪
গাইরে মুজতাহিদের উপর তাকলিদ করা ওয়াজিব ২৩৪

আহলে হাদিস ফিরকাপর্ব

ফিকহ অস্বীকারকারীকে কি রাসুল আহলে হাদিস বলেছেন? ২৫৪
আহলে কুরআন ও আহলে হাদিসের জন্ম ইংরেজ আমলে ২৫৪
সিহাহ সিত্তাহ আহলে হাদিসের হলে কুরআন কাদের কিতাব? ২৫৫

ইজতিহাদি মাসআলার পরিচয় এবং হাদিস সংকলকদের তাকলিদ ২৫৬
ব্রিটিশপূর্ব কিতাবে 'আহলে হাদিস' শব্দ থাকার দ্বারা কী প্রমাণিত হয়? ২৫৯
প্রাচীন কিতাবে 'আহলুল হাদিস' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? ২৬০
ফিকহ, রায় ও কিয়াস এবং আহলে হাদিস ২৬১
হাদিস থেকে হাদিসের সংজ্ঞা দেখাতে অপারগতা ২৬২
কুরআন ও হাদিস মানার পদ্ধতি কি এক না ভিন্ন ভিন্ন? ২৬৩
হাদিসের প্রকারগুলো কুরআন থেকে নেয়া না হাদিস থেকে? ২৬৪
পুনরায় আগমন ও হাদিস পেশ করে 'আহলে হাদিস' নাম প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা ২৬৫
দ্বিতীয় হাদিস ২৬৭
তৃতীয় হাদিস ২৬৮
সাহাবির উক্তি দ্বারা 'আহলে হাদিস' নাম প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা ২৬৮
স্বপ্ন পেশ করে 'আহলে হাদিস' নাম প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা ২৬৮
বাঁচার সর্বশেষ চেষ্টা এবং ছয়টি প্রশ্নে আটকে যাওয়া ২৭০
নাস্তিক্যবাদ ও বিদআত ২৭২
মূলনীতি ২৭২
ইলহাদ বা নাস্তিক্যবাদ ২৭২
ইস্তিম্বাত বা উদ্ভাবন ২৭৩
উদাহরণ ২৭৩
ইজমা ২৭৪
গোমরাহির দ্বিতীয় ভিত্তি ২৭৫
মধ্যম পন্থা ২৭৫
ভয়াবহ গুনাহ ২৭৬
বিচার ২৭৬
একটি দৃষ্টান্ত ২৭৭
বরকতময় মাস ২৭৮
দীন ও মাযহাব ২৭৯
সকল নবীর দীন একই ২৭৯
নবিদের শরিয়তে ভিন্নতা ছিল ২৮০
আহলে হাদিস বন্ধুদের সাংঘাতিক পদস্খলন ২৮১
ইখতিলাফের শ্রেণি-বিন্যাস ২৮১
এক : ইসলাম ও কুফরের ইখতিলাফ ২৮১
দুই : সুন্নাত ও বিদআতের ইখতিলাফ ২৮২

তিন : ইজতিহাদি ইখতিলাফ ২৮৩
তিন ইখতিলাফের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৮৫
মাযহাব চারটি কেন? ২৮৭
আল্লামা শারানি রহ. এর অনন্য কাশফ ২৮৮
ঐতিহাসিক বাস্তবতা ২৮৯
আহলে হাদিসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ২৯০
তাকলিদ অস্বীকারকারীর বিধান ২৯০
নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের অকপট স্বীকারোক্তি ২৯২
'মুহাম্মাদি পরিচয়-ধারী' এক নব্য লা-মাযহাবির ঘটনা ২৯৩
বাপ-মা বিহীন ফিরকা ২৯৫
লাগামহীন ফিরকা ২৯৬
চার মাযহাব থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিণতি ২৯৭
শেষকথা ২৯৭
আহলে হাদিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ফিকহে হানাফির উপর তাদের আপত্তির কারণ ২৯৯
হানাফি মাযহাবের বিস্তৃতি ও হিন্দুস্তানে হানাফি মাযহাব ২৯৯
আহলে হাদিসের জন্ম, বেড়ে ওঠা ও হানাফি বিরোধিতা ৩০২
ফিকহে হানাফিকে নির্মূল করার জন্য নতুন ফিকহ সংকলন ৩০৬
ফিকহে হানাফির উপর আক্রমনের সূচনা ৩০৭
অবাস্তব অভিযোগ ও অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল ৩০৭
তারা যদি শুধু নামাযের মাসআলাগুলোই প্রমাণ করে দেখাতে পারত! ৩০৮
পাকড়াও এবং পলায়ন ৩০৯
সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ৩০৯
শেষকথা ৩১০
আহলে হাদিসের প্রাচীনত্ব ৩১১
গাইরে মুকাল্লিদবাদী ৩১১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিবাদী ৩১১
এক আহলে হাদিসের আর্তনাদ ৩১৫
তোমাদের মাযহাব সনদবিহীন ৩১৫
নামাযের সকল মাসআলার সনদ শোনাও ৩১৫
আহলে হাদিস মাযহাব ও কুরআনের মর্যাদা ৩১৭
তাকলিদের সূচনা ও প্রয়োজনীয়তা ৩১৭

শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও মিঞা নযির হুসাইন রহ. এর দৃষ্টিতে তাকলিদ.....৩১৮
হাদিস মতে আমল করার জন্য আহলে হাদিসের শর্ত ও ফলাফল.....৩১৯
কুরআন-সংক্রান্ত মাসাইল এবং হানাফি ও আহলে হাদিস মাযহাব.....৩২২
নিরুপায় অবস্থায় হারাম বস্তু আহার করার বর্ণনা.....৩২৪
নিরুপায় অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার বর্ণনা.....৩২৫
ঝাড়ফুঁক ও আমলের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা.....৩২৭
শেষকথা.....৩২৯
ফাযায়েলে আমাল ও আমালে আহনাফ সম্পর্কে এক আহলে হাদিসের সত্যানুসন্ধান.....৩৩০
তাবলিগওয়ালার সাথে পরিচয় ৩৩০
জীবনে আমূল পরিবর্তন.....৩৩০
আহলে হাদিসের সাথে পরিচয় ৩৩১
আহলে হাদিসের ফাঁদ ৩৩১
বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা.....৩৩১
একের পর এক অভিযোগ ও অসহায় আত্মসমর্পণ.....৩৩২
অভিযোগ : 'ফাযায়েলে আমাল' হাওয়ালাহীন কিতাব.....৩৩২
খণ্ডন : 'ফাযায়েলে আমালে'র সব হাদিসই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হাওয়ালাযুক্ত.....৩৩৩
হাওয়ালাহীন 'সালাতুর রাসুল' ও আরেক আহলে হাদিসের উপহাস.....৩৩৩
পাল্টা অভিযোগ : 'সালাতুর রাসুল' সিহাহ সিত্তাহর ভুল হাওয়ালাসমৃদ্ধ৩৩৪
অভিযোগ : 'ফাযায়েলে আমাল' যঈফ হাদিসে ভরপুর ৩৩৫
খণ্ডন : এমন অভিযোগ মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি বিরোধী ৩৩৫
যঈফ হাদিস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মূলনীতির বিস্তারিত বিবরণ.....৩৩৫
পাল্টা অভিযোগ : 'সালাতুর রাসুলে' তো মাসআলার ক্ষেত্রেও নিতান্ত যঈফ হাদিস রয়েছে.....৩৩৭
অভিযোগ : 'ফাযায়েলে আমাল' মানুষকে শিরক শিক্ষা দেয় ৩৩৮
খণ্ডন : কারামাতকে খ্রিষ্টীয় নজর দিয়ে দেখলে তো শিরকই মনে হবে.....৩৩৯
অভিযোগ : কারামাত হিসাবে যা বলা হয়, তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় ৩৪০
খণ্ডন : যদিও মাখলুক থেকে সম্ভব নয়, তবে খালিক থেকে অবশ্যই সম্ভব.....৩৪০
অভিযোগ : কারামাতের ঘটনাবলি, বানানো কিচ্ছা-কাহিনি ৩৪১
খণ্ডন : ভেজালের কারণে আসল বর্জন করা যায় না.....৩৪১
অভিযোগ : ওলিদের ক্ষেত্রে কীভাবে এমন কিছু ঘটবে, যা নবী ও সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ঘটেনি? বুঝে আসে না.....৩৪১

খণ্ডন : কারামাত আল্লাহর ইচ্ছাধীন, কারো আকলের অধীন নয় ৩৪১
প্রশ্ন : অন্ধ তাকলিদনির্ভর নামায কি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়? ৩৪৩
পাল্টা প্রশ্ন ও পুরস্কার ঘোষণা ৩৪৩
হাদিস দেখানোর প্রতিশ্রুতি ও প্রস্থান ৩৪৪
আগমন ও অপারগতা প্রকাশ ৩৪৪
মুক্তাদির সুরা ফাতিহা না পড়া প্রসঙ্গে আহলে হাদিসের প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন ৩৪৫
অভিযোগ : হানাফিদের রফয়ে ইয়াদাইনবিহীন নামায সুন্নাতবিরোধী ৩৪৬
পাল্টা প্রশ্ন ও হাদিস তলব ৩৪৬
আহলে হাদিসের দাবি : গোটা উম্মতের ইজমা, সুরা ফাতিহা ব্যতীত মুক্তাদির নামায হয় না ৩৪৬
খণ্ডন : গোটা খাইরুল কুরুনে এ দাবির পক্ষে একজনও ছিলেন না ৩৪৭
মাসআলায়ে কিরাআত খালফাল ইমাম : দায়িত্বশীল আহলে হাদিসরাও উগ্র আহলে হাদিসদের সাথে নেই ৩৪৭
আহলে হাদিস গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায় ৩৪৮
অভিযোগ : সালাফিদের বিরোধিতার জন্য হানাফিরা হিদায়ারও বিরোধিতা করছে ৩৪৯
খণ্ডন : হিদায়ার নামে জঘন্য মিথ্যাচার ৩৪৯
হানাফিদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ আহলে হাদিসকে কোথায় নিয়ে গেছে! ৩৫১
আহলে হাদিসের এহইয়ায়ে সুন্নাত কিবলামুখী করে ইস্তেঞ্জাখানা নির্মাণ ৩৫২
অভিযোগ : হানাফিরা রাসুলের হাদিসের বিরোধিতা করে ৩৫৩
খণ্ডন ও সঠিক সমাধান ৩৫৩
অভিযোগ : হেকায়াতে সাহাবায় পরস্পরবিরোধী ঘটনা রয়েছে ৩৫৪
খণ্ডন : এই হানযালা আর ওই হানযালা এক ব্যক্তি নয় ৩৫৪
মোক্ষম হাতিয়ার হাতছাড়া হওয়ার স্বীকারোক্তি ৩৫৫
অভিযোগ : 'হেকায়াতে সাহাবা'য় কুরআনবিরোধী ঘটনা রয়েছে ৩৫৫
খণ্ডন : হাদিসের ঘটনাদ্বয় কুরআনের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ৩৫৫
এসব কোনো ইলমি প্রশ্ন নয়, বরং বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা ৩৫৭
অভিযোগ : হেকায়াতে সাহাবায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফাযলাহ পাক বলা হয়েছে ৩৫৭
খণ্ডন : নবীকে উম্মতের উপর কিয়াস করাই এ প্রশ্নের জন্মদাতা ৩৫৮
সত্যানুধাবন ও হানাফি মাযহাবে প্রত্যাবর্তন ৩৫৯

[উসুলে হাদিস পর্ব]

উসুলে হাদিস ৩৬২
জারাহ ও তাদিল ৩৬২
বিধি-বিধান ৩৬৩
জারাহ ও তাদিলের শব্দসমূহ ৩৬৭
উসুলে হাদিসের আলোচনা ৩৭২
শরিয়তের চার দলিল ৩৭২
বিদআত ৩৭৫
সুন্নাহ ৩৭৬
মুতাওয়াতির ৩৭৬
হাদিসে মাশহুর ৩৭৭
খবরে ওয়াহেদ ৩৭৮
স্বর্ণযুগ ৩৭৮
একটি ঘটনা ৩৭৯
খবরে ওয়াহেদ অনুযায়ী আমল করার শর্তসমূহ ৩৮১
কবিরা গুনাহ : যার কারণে আদালত নষ্ট হয় ৩৮১
হাদিস গ্রহণের শর্তসমূহ ৩৮২
তাকরিবুত তাহযিব ৩৮৩
জারাহের মূলনীতি ৩৮৪
হাদিসের রাবিদের ১২ তবকা বা স্তর ৩৮৪
অনিয়ম ৩৮৮
একটি ঘটনা ৩৮৯
মুহাদ্দিসগণের সমাধান ৩৯১
কুফাবাসীর আমল ৩৯৬
তাওয়াতুরে আমলি ৩৯৯
প্রচলিত আমল ও সনদ ৪০০
একটি দৃষ্টান্ত ৪০১
সিরাতে মুসতাকিম ৪০১
হাদিস গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাপকাঠি ৪০২
ইলমে উসুল ৪০৪
মুহাদ্দিসগণের মতামত ৪০৬
আসমাউল রিজাল ৪০৬
হাদিসসমূহের পারস্পরিক বৈপরীত্য ৪০৮
এক আহলে হাদিসের সাথে কথোপকথন ৪১১

ওই আহলে হাদিসের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় ৪১২
আলোচনার প্রথম বিষয় : আহলে হাদিস ও আহলে কুরআন ৪১২
আহলে হাদিস পরিচয়ের ভিত্তি এবং হাদিসের সংজ্ঞা-সংক্রান্ত প্রশ্ন ৪১৩
হানাফিদের নিকট হাদিস সহিহ ও যঈফ হওয়ার ভিত্তি ৪১৪
হাদিসের আরেকটি প্রকরণ ৪১৬
খেদমতে হাদিসের নামে আহলে হাদিসের না-জায়েয চাঁদা কালেকশন ৪১৭
কুফাবাসীর হাদিস-জ্ঞান ও আহলে হাদিসের অস্বীকার ৪১৮
'মাওলানা' বলা শিরক এবং আহলে হাদিসের অগণিত 'মাওলানা' ৪১৯
সহিহ হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করার আজিব ফরমুলা ৪২০
আহলে হাদিস মসজিদের ঘোষণাপত্র এবং কাদিয়ানি ধাঁচের শর্ত ৪২১
আহলে হাদিসের জিদ এবং মানসুখ হাদিস মতে আমল করার অনুমতি ৪২২
আহলে হাদিসের জিদের কিছু নমুনা ৪২৩
ফিকহের বিরোধিতা করা মানে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করা ৪২৫
আহলে কুরআনের দৃষ্টিতে আহলে হাদিসের মূল চেতনা ৪২৫
নামাযে ফাতিহা পড়া : হানাফিরা পূর্ণ হাদিস মানে, আহলে হাদিস মানে অর্ধেক ৪২৬
হানাফিরা ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ে না কেন? ৪২৮
মদিনার দীন : আহলে হাদিসের মুখে আহলে কুরআনের বুলি ৪৩০
আহলে হাদিসের কথায় মদিনাপ্রীতি ও কাজে মদিনার বিরোধিতা ৪৩০
হারামাইনের খাদেম ও মদিনার কিতাব এবং আহলে হাদিস ৪৩৪
মক্কা-মদিনায় আহলে হাদিস ও মাওলানা সানাউল্লাহর স্বীকারোক্তি ৪৩৫
ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক ও ফকিহগণের উপর মদ-সংক্রান্ত মিথ্যা অভিযোগ ৪৩৬
ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর কাযি হওয়ার জাল ইতিহাস ৪৩৯
ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর আল্লাহ-ভীতি ও উঁচু মর্যাদা ৪৪০
আবু ইউসুফ রহ.-এর বিরুদ্ধে কিছু অপবাদ এবং এর খণ্ডন ৪৪১
সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ ৪৪২
চার জায়নামাযই প্রমাণ করে আহলে হাদিস আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় ৪৪৩
ইমাম শাফেয়ি ও আবু ইউসুফ রহ. এর মধ্যকার কল্পিত মুনাযারা ৪৪৩
বিদায় ৪৪৫
খতিব বাগদাদি কর্তৃক রচিত শরফু আসহাবিল হাদিসের অনুবাদ ফাযায়েলে মুহাদ্দিসিন বা মুহাদ্দিসগণের মর্যাদা ৪৪৬
লেখকের জীবনী ৪৪৬
তারিখ তথা ইতিহাস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ৪৪৬

একটি বাস্তব আলোচনা ৪৪৭
অনুবাদকের আরয ৪৫০
নতুন ফিরকাসমূহ ৪৫৫
প্রথম অধ্যায় ৪৫৭
ইমাম মালেক রহ. এর বক্তব্য ৪৫৮
প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তব্য ৪৫৮
ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ. এর উক্তি ৪৫৯
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর বক্তব্য ৪৫৯
ইমাম মালেক রহ. ৪৫৯
ইমাম আওযায়ি রহ. এর বক্তব্য ৪৫৯
ইমাম ইয়াযিদ বিন যুরাই রহ. এর বক্তব্য ৪৫৯
ইমাম খতিব রহ. এর উক্তি ৪৫৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ৪৬০
ইমাম আলি বিন মাদিনি রহ. এর বক্তব্য ৪৬১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ৪৬১
আহমদ বিন সিনান রহ. এর কথা ৪৬১
রাসুলের নির্দেশ, উপস্থিতরা অনুপস্থিতের কাছে পৌঁছে দাও ৪৬২
যারা হাদিস শ্রবণ করে এবং প্রচার করে তাদের জন্য রাসুলের দোয়া ৪৬৪
চল্লিশ হাদিসের উপর রাসুলুল্লাহর উদ্বুদ্ধকরণ ৪৬৬
হাদিসের ছাত্রদেরকে সম্মান করার অসিয়ত ৪৬৬
বিরল লোক ৪৬৭
সত্তরের অধিক ফিরকা ৪৬৮
সাহায্যপ্রাপ্ত দল ৪৭০
মুহাদ্দিসগণের ন্যায়পরায়ণতার বিবরণ ৪৭১
মুহাদ্দিসগণ রাসুলুল্লাহর প্রতিনিধি ৪৭২
মুহাদ্দিসগণের ঈমানের প্রশংসা ৪৭৩
দরুদের আধিক্যের কারণে মুহাদ্দিসগণের নবীর নৈকট্য ৪৭৪
হাদিসের ছাত্রদেরকে মুত্তাসিল সনদের সুসংবাদ ৪৭৫
সনদ এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য ৪৭৫
সনদ শরয়ি বিধান জানার মাধ্যম ৪৭৬
ওলামায়ে শরিয়তের দুই স্তর ৪৭৭
মুহাদ্দিসগণ আমানতদার ৪৭৮
একটি ধোঁকা ৪৮০

দ্বিতীয় ধোঁকা ৪৮০
মুহাদ্দিসগণ দীনের রক্ষক ও সুন্নাতের উপর আরোপিত আপত্তি খণ্ডনকারী ৪৮০
মুহাদ্দিসগণ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিশ ৪৮১
মুহাদ্দিসগণ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দানকারী ৪৮২
মুহাদ্দিসগণ বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলি ৪৮৩
মুহাদ্দিসগণ না হলে দীন মিটে যেত ৪৮৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৮৬
মুহাদ্দিসগণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ৪৮৬
মুক্তির বেশি হকদার ৪৮৬
হাদিসের অন্বেষণে সফরের ফযিলত ৪৮৭
ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের সঞ্চয় ৪৮৮
সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা ৪৮৯
অল্প বয়স্ক ছাত্রদেরকে কাছে রাখা ৪৮৯
বাচ্চাদেরকে জোরপূর্বক হাদিস শুনতে উদ্বুদ্ধ করা ৪৯০
বাচ্চাদেরকে খুশি করে হাদিস শোনানো ৪৯০
হাদিস শ্রবণ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদেরকে ভর্ৎসনা ৪৯০
মৃত্যু পর্যন্ত হাদিস লেখার কাজে লিপ্ত থাকা ৪৯১
মজবুত প্রমাণধারীরা ৪৯৪
ইলমে হাদিসে আগ্রহ ও নিরাগ্রহ ৪৯৫
মুহাদ্দিসগণকে ভালোবাসা ৪৯৫
আহলে সুন্নাতের প্রশংসা ও বিদআতির তিরস্কার ৪৯৬
হাদিস সংরক্ষণের সাওয়াব ৪৯৯
ইলম ইবাদাত থেকে উত্তম ৫০০
তাসবিহের চেয়ে উত্তম ৫০১
দরসে কুরআন ৫০১
নামাযের সাথে তুলনা ৫০১
নফল নামাযের চেয়ে উত্তম ৫০১
নফল রোযা ৫০২
আরোগ্য লাভের আশা ৫০২
হযরত ওমর রা. এর সতর্কতা ৫০৩
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের হাদিস চর্চা ৫০৬

হানাফি খলিফাগণ ও হাদিস ৫০৮
মুহাদ্দিস ও হাদিসের ছাত্র ৫১০
তৃতীয় অধ্যায় ৫১২
বুযুর্গদের স্বপ্ন ৫১২
হাদিস ও মুহাদ্দিস ৫১৪
ইমাম মালেক, আবদুল্লাহ বিন ইদরিস, আবদুর রাযযাক ৫১৯
ইমাম আ'মশ রহ. ৫২০
আরেকটি ঘটনা ৫২১
ইমাম আবু বকর বিন আইয়াশ রহ. ৫২২
আরেকটি ঘটনা ৫২৩
জারাহ ও তাদিল ৫২৫
উম্মতের মাধ্যম ৫২৫
তাওয়াতুরের প্রকার ৫২৫
১. তাওয়াতুরে তবকা ৫২৫
তাওয়াতুরে খাস ৫২৮
২. তাওয়াতুরে তাআমুল ৫২৮
৩. তাওয়াতুরে ইসনাদি ৫২৮
৪. তাওয়াতুরে মা'নবি ও তাওয়াতুরে কদরে মুশতারাক ৫২৮
মাসআলার তৃতীয় অংশ ৫২৯
জারাহ-তাদিলের উৎস ৫২৯
রাবিগণের প্রকারভেদ ৫৩২
সমালোচকদের প্রকারভেদ ৫৩৩
সনদ ও ধারাবাহিক আমল ৫৪৩
ওলামায়ে কেরামের মতামত অন্য আলেমদের ব্যাপারে ৫৪৯
ইয়াহইয়া বিন মায়িনের সাক্ষ্য ৫৫১
স্পষ্ট সমালোচনা ৫৫৬
ধী-শক্তির সমালোচনা ৫৫৬
ইমাম আযমের সনদ ৫৫৬
ইমাম আযম রহ. এর স্মৃতিশক্তি ৫৫৭
একটি গল্প ৫৫৮
হুকুম ৫৬০

ন্যায়পরায়ণতার উপর সমালোচনা ৫৬১
গ্রহণযোগ্য সমালোচনা ৫৬২
জারাহ তাদিলের স্তর ৫৬২
উপকারিতা ৫৬৩
মাতরুক ৫৬৩
মিথ্যার সমালোচনা ৫৬৪
মতন ও সনদ ৫৬৬

তাজাল্লিয়াতে সফদার

তাজাল্লিয়াতে সফদার

ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও পর্যালোচনা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নুরুজ্জামান

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

তাজাল্লিয়াতে সফদার (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা :
মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৮৮০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-০-৮

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

সূচিপত্র

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পর্ব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ১৭
চার ইমাম ও দীনের খেদমত ১৯
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মতে শরিয়তের দলিল চারটি ২০
উদাহরণ ২০
রাসুলুল্লাহ সা.-এর যুগ ২৭
সিদ্দিকি যুগ ৩০
ফারুকি যুগ ৩০
উসমানি যুগ ৩১
আলি রা.-এর যুগ ৩১
সাহাবায়ে কেরাম রা. ৩১
আল্লামা আমদী ৩২
শায়খুস সফর বিন আবদুস সালাম ৩২
শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব রহ. ৩২
ইমামুল হারামাইন ৩৩
ইমাম মুযানি রহ. ৩৩
মক্কা-মুকাররমা ৩৩
মদিনা মুনাওয়ারা ৩৪
হারামাইন শরিফাইন ৩৪
কুফা ৩৫
বসরা ৩৫
সৌদি সরকার ও ইসলাম প্রচার ৪৫
পবিত্র কুরআন ৪৫
সুন্নাত ৪৬
আল্লামা শারানি রহ.-এর অন্তরদৃষ্টি ৪৭
আদমশুমারি ৪৮

সাহাবায়ে কেরাম ও মাযহাব ৪৮
বাস্তবতার স্বীকারোক্তি ৪৮
ভাই ভাই ৪৯
হারামাইন শরিফাইন ৫১
দীন প্রচার ৫২
আরেকটি অবদান ৫২
তারাবিহ ৫৩
কুরআন-প্রচার ৫৩
কুরআনের অনুবাদ প্রচার ৫৩
আরেকটি ষড়যন্ত্র ৫৪
শায়খ মুহাম্মাদ জুনাগড়ি ৫৪
সৌদি অবস্থান ৫৬
আশ্চর্য ধরনের নির্বাচন ৫৭
পূর্বসূরিদের প্রতি অসন্তুষ্টি ৫৭
ঔদ্ধত্য ৫৯
ফিরকায়ে আহলে হাদিসের হাকিকত ৬২
আহলে হাদিসের ছোট বড় সকলে ইংরেজ সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী ৬৩
কাফেরদের সাথে জিহাদ হারাম এবং মুসলিমদের মধ্যে ফাসাদ ও বিভক্তি ফরয ৬৫
রাণি ভিক্টোরিয়া সম্মানিতা রাণি ৬৫
ইংরেজ সরকার আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত ৬৬
গায়রে মুকাল্লিদের জেদ ও একগুঁয়েমী ৬৭
ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ৬৮
পীরযাল নারীকে তালাক ৬৯
গায়রে মুকাল্লিদদের লাগামহীন হয়ে যায় ৭২
তাকলিদে শাখসি মুবাহ ৭৪
সাহাবি যুগে তাকলিদ ৭৬
তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িদের যুগে তাকলিদে শাখসির অস্তিত্ব ৭৮
রানি ভিক্টোরিয়া আহলে কিতাব ছিল ৮০
তাকলিদ বিদআত ৮১
তাকলিদ বিদআত থেকে বাঁচায় ৮১
গায়রে মুকাল্লিদ মতবাদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হাই লক্ষ্মৌ ৮২

তাকলিদ ফিতনার কেন্দ্র ৮৩
আহলে হাদিস দলের ইলমী ও আমলী অবস্থা ৯০
গায়রে মুকাল্লিদদেরকে চিন্তা ও আমলের দাওয়াত ৯৪
তাকলিদের সংজ্ঞা ৯৪
দলিলের পরিচয় ৯৪
তাকলিদের বিধান ৯৫
নির্দিষ্ট তাকলিদের প্রমাণ ১০০
তিন তালাক ১০২
বিশ রাকাত তারাবিহ ১০২
তাকলিদ ১০২
নির্দিষ্ট তাকলিদ ১০৩
তাকলিদ কী? ১১০
গায়রে মুকাল্লিদদের ৫০টি প্রশ্নের জবাব ১১৩
তাকলিদের সংজ্ঞা ১১৪
ইজতিহাদ ও তাকলিদের প্রান্তসীমা ১১৫
ভূমিকা ১১৭
তাকলিদ ১১৮
গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ১২৩
গায়রে মুকাল্লিদদের অবদান! ১৪৫
সুন্নাতে নববীর সাথে গায়রে মুকাল্লিদদের প্রকাশ্য শত্রুতা ১৪৭
সুন্নাতে নববীর পদ্ধতি ১৪৮
এক হাজার টাকা পুরস্কার ১৪৯
হানাফি ফকিহদেরকে গালি ১৫০
এক পা নাপাকী চাটার জন্য? ১৫৩
কুকুরের লালা, পেশাব, পায়খানা ও রক্ত চারটি থেকে এক পেয়ালা করে আপনার জন্য হাদিয়া ১৫৪
নেফাস শুরু হওয়ার আগেই কি নামায মাফ? ১৫৫
গায়রে মুকাল্লিদদের সুন্নাতে নববীর সাথে স্পষ্ট শত্রুতা ১৫৫
আঞ্জুমানে আহলে হাদিস পাকিস্তানকে বানানো হয়েছে সুন্নাত মেটানোর জন্য ১৫৬
ঈদের নামায ও কুরবানির ক্ষেত্রে হানাফিদের উপর ঠাট্টামূলক জুলুম ১৫৭

আঞ্জুমানে আহলে হাদিস পাকিস্তান ইলমে হাদিস থেকে অন্ধ ১৫৭
গাধা ও শূকর লবণের স্তূপের মধ্যে পড়ে যদি লবণ হয়ে যায় তাহলে পাক ও হালাল ১৫৯
মাসআলার সমাধান ও জবাব তালাশ করবেন ১৫৯
অনাবৃতভাবে প্রবেশের পূর্বে গোসল ফরয হয় না ১৫৯
নামায পড়ার সময় এমন কুকুর ঘাড়ের উপর তুলে নিয়েছে যার লালা ঝরছে। তারপরও নামায জায়েয ১৬০
ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা ১৬১
ঘটনা ১৬১
হাদিস মতে আমলের দাবিদারদের আশ্চর্য মাসআলা ১৬৩
কোথায় আহলে হাদিস ১৭২
আর কোথায় ইত্তিবায়ে হাদিস ১৭২
ন্যায়বিচার ১৭৩
অ্যাডিশনের বিরোধ বা বিকৃতি ১৭৬
নামধারী আহলে হাদিসের চিন্তা-চেতনা ১৭৬
মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসারী ১৭৭
মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী ১৭৮
মৌলবী নূর হুসাইন গুরজাখী ১৭৯
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১৮০
মৌলবী আবদুর রহমান মোবারকপুরী ১৮২
প্রথম দম : কপিকারকের ভুল ১৮২
দ্বিতীয় দম ১৮৩
তৃতীয় দম ১৮৩
নিরসন ১৮৪
অ্যাডিশনের ভিন্নতার আরেকটি দৃষ্টান্ত ১৮৭
আবু দাউদ ১৮৭
এগারোটি প্রশ্নের জবাব ১৯০
সনদবিহীন আলোচনা (তা'লিকাত) ২০০
'জাদীদ হাশিয়ায়ে কুরআনে কারিম'-এর বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন ২১৫
উভয়টির মধ্যে পার্থক্য ২১৭
১. ইসরাইলী শাসন ২১৯

৩. রওযায়ে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২২১
৪. ফিকহী মাদরাসা ২২২
৫. চারটি নামাযের স্থান ২২৪
৬. বেরলভীদের সাথে গায়রে মুকাল্লিদদের গিঁটবাঁধা ২২৭
৭. দীনি বিষয়ে অন্যায়মূলক বাড়াবাড়ি জায়েয নেই ২২৮
৮. মাসীহ আ.-এর জন্ম ২২৯
৯. কাদিয়ানিদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি ২৩০
১০. হক্কানী আলেমদের দোষচর্চা ২৩১
আহলে হাদিস মাসলাক জিন্দাবাদ ২৩৪
বিভিন্ন ফিরকার উৎস কী? ২৩৪
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্য ২৩৪
এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ২৩৪
গায়রে মুকাল্লিদের কাছে কিছু প্রশ্ন ২৩৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যাচার কেন? (হাদিস কি এটা বলে) ২৩৮
সনদের তাহকিক সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে কিছু প্রশ্ন ২৪০
হাদিসের বিরোধিতা-সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ২৪৪
গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে কিছু প্রশ্ন ২৪৯
'সালাতুর রাসুল'-এর উপর বিশ্লেষণী মূল্যায়ন ২৫৩
নিবন্ধন ও সংকলন ২৫৪
চার মাযহাব ২৫৫
খাইরুল কুরুন ২৫৭
নতুন 'সালাতুর রাসুল' ২৫৮
ব্রিটিশ আমল ২৫৯
পরিপূর্ণ থেকে অপূর্ণের দিকে ২৫৯
নিশ্চয়তা থেকে সন্দেহের দিকে ২৬০
বৈধ ও অবৈধ তাকলিদ ২৬১
প্রথম আলোচনা (সাব্যস্ততা) ২৬২
দ্বিতীয় আলোচনা (সাব্যস্ততা) ২৬৩
তৃতীয় আলোচনা (হাদিস চয়ন) ২৬৩
উসুল থেকে বে-উসুলীর দিকে ২৬৪

সালাতুর রাসুল-এর উৎস ২৬৫
প্রামাণিকতা ও সাব্যস্ততা ২৬৭
তাহকীকের সময়কাল ২৬৮
পরিশুদ্ধির নমুনা ২৬৯
মজার ঘটনা ২৭০
নকল উদ্ধৃতি ২৭১
একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ২৭১
বাহাদুরী ২৭৩
ভুল হাওয়ালাসমূহ ২৭৩
জয়িফ হাদিসসমূহ ২৭৯
জয়িফ রাবি ২৮০
মাজহুল রাবিদের বর্ণনা ২৮৩
হাত সাফাইয়ের নমুনা ২৮৪
আরও একটি ধূর্ততা ২৮৬
'সালাতুর রাসুল'-এ মুদাল্লিসদের বর্ণনা ২৮৬
তাখরীজের ব্যাপারে কিছু কথা ২৮৯
আহকামের বর্ণনা ২৯১
হাদিসের অর্থ ২৯৬
শেষকথা ২৯৭
মুহাদ্দিসিন ২৯৮
কাওয়াইদ ও মূলনীতি ২৯৮
রফয়ে ইয়াদাইন-সংক্রান্ত মাসআলা ২৯৮
করা ও না-করা ৩০৪
গুরুত্ব ৩০৫
সাযুজ্য ৩০৫
থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে ৩০৭
প্রথম সাক্ষী ৩০৯
দ্বিতীয় সাক্ষী ৩১০
তৃতীয় সাক্ষী ৩১০
চতুর্থ সাক্ষী ৩১১
পঞ্চম সাক্ষী ৩১২
তাআরুয বা বৈপরীত্য ৩১২

উদাহরণ ৩১৩
রফয়ে ইয়াদাইন ৩১৪
সারমর্ম ৩১৮
কিতাবে দৃষ্টিভঙ্গি ৩২০
কিছু শিরোনাম লক্ষ করুন ৩২০
পরিশিষ্ট ৩২৩
এক নজরে 'কিতাবুর রসাইল' ৩২৪
ফিরকা ৩২৫
তাকলিদ ছেড়ে দেওয়া ৩২৬
চিত্তাকর্ষক উক্তি ৩২৭
একটি কিতাব ৩২৮
'আর-রাসায়িল' ৩৩১
রফয়ে ইয়াদাইন-এর অর্থ ৩৩২
মুআরিয নাকি গায়রে মুআরিয ৩৩৩
তাওয়াতুরে আমলী ৩৩৪
গণনা ৩৩৬
সুন্নাতের সংজ্ঞা ৩৩৭
প্রথম চ্যালেঞ্জ ৩৩৮
দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ৩৩৯
তৃতীয় চ্যালেঞ্জ ৩৪০
ফয়সালা কী হলো? ৩৪০
খুলাফায়ে রাশেদিন ৩৪২
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ৩৪২
হযরত উমর রা. ৩৪৩
মূলনীতি-পরিপন্থি বিষয়সমূহ ৩৪৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ৩৪৭
সিজদাতে রফয়ে ইয়াদাইন ৩৪৮
সিজদার মাঝে রফয়ে ইয়াদাইন ৩৪৮
আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা ৩৪৯
অস্তিত্ব ও ছেড়ে দেওয়া ৩৪৯
সারকথা ৩৫১

মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস মতে আমল করে না কেন? ৩৫৫
গায়রে মুকাল্লিদ ও হানাফির মাঝে চিত্তাকর্ষক কথোপকথন ৩৫৮
গায়রে মুকাল্লিদের কাছে পূর্ণ নামায শেখার আবেদন ৩৯৪
পূর্ণ নামাযের বিষয়ের উপর লিখিত পত্র ৩৯৮
কর্মপদ্ধতি ৩৯৮
নমুনা ৩৯৮
'আহলে হাদিস' নামের ব্যাপারে একটি হৃদয়স্পর্শী সাক্ষাৎকার ৪০০
কিয়াস ৪০৩
সিন্ধু সফর ৪০৪
শর্তাবলি ৪০৯
আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ ৪১০
তাদের আমল ৪১১
কিরাত খলফাল ইমাম ৪১১
আমিন এর মাসআলা ৪১২
রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা ৪১৪
একটি প্রশ্নের জবাব ৪১৬
নামায-সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ৪২১
একটি অভিযোগ-খণ্ডন ৪২৫
মৌলবী শামশাদ সালাফীর একটি বক্তৃতার পর্যালোচনা ৪২৮
আবদুর রহমান শাহীনের প্রতি খোলাচিঠি (১) ৪৩১
যরবুশ শাদীদ আলা আহলিত্ তাকলিদ কিতাবের উপর পর্যালোচনা ৪৩৪
সিরাজে মুহাম্মাদি বইয়ের উপর এক নজর ৪৪২
আহলে কুরআন ৪৪২
আহলে হাদিস ৪৪৩
সালাতুর রাসুল কিতাবের উল্লেখযোগ্য ১০১টি ভুল ৪৫৪
বিরোধপূর্ণ হাদিস ৪৫৬
'সিরাতে মুসতাকীম' পুস্তিকার ব্যাপারে কিছু কথা ৪৮০
পরীক্ষার ধরণ ৪৮৬
ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া ৪৮৭
আমিন ৪৮৮

রফয়ে ইয়াদাইন ৪৯০
বিতর নামায ৪৯২
সাহু সিজদা ৪৯৪
'চুরির ব্যাপারে আল্লাহর আইন ও হানাফি আইন' বই-সংক্রান্ত পর্যালোচনা ৪৯৭
জনাব যায়েদীজীর নামায সম্পর্কীয় পুস্তিকার জবাব ৫০৭
ইজতিহাদি ইখতিলাফ ৫১৪
দ্বিগুণ মূর্খতা ৫১৪
নবী অথবা ইমামের আনুগত্য ৫১৬
ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ ৫২২
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদিস ৫২৫
সালাতুর রাসুল ৫২৭
অবশেষে কুরআন ও হাদিসে এত পার্থক্য কেন? ৫৩০
খতমে বুখারি শরিফের বরকতময় অনুষ্ঠান থেকে ৫৩৩
সুন্নাত কাকে বলে? ৫৩৩
সুন্নাতের ভিত্তি ৫৩৩
এক শিখের ঘটনা ৫৩৫
'ফিকহ' হাদিস থেকে ভিন্ন নয় ৫৩৬
চার ইমাম ও চার মাযহাব সত্য ৫৩৮

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পর্ব

যারা কুরআন, হাদিস, সাহাবিদের ইজমা ও মুজতাহিদদের ইজতিহাদ এই চার দলিল মানে এবং এগুলোর আলোকে প্রমাণিত বিধানের উপর আমল করে, তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে। আর যারা এর কোনো একটি অস্বীকার করবে বা মানবে না, তারা ভ্রান্ত। -সম্পাদক

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ـ أما بعد.

ইজতিহাদি মাসআলায় যে ব্যক্তি নিজে ইজতিহাদ করতে পারে, তাকে মুজতাহিদ বলে। তার জন্য ইজতিহাদ করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি নিজে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না, তার জন্য তাকলিদ ওয়াজিব। তাকে মুকাল্লিদ বলে। যে ব্যক্তি ইজতিহাদের যোগ্যতাও রাখে না, তাকলিদও করে না, তার উপর শাস্তি ওয়াজিব। তাকে গায়রে মুকাল্লিদ বলে।

১৩২৫ হিজরিতে মক্কা-মদিনার উলামাগণ দেওবন্দি আলেমদের কাছে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। যার মধ্যে ৮ ও ৯ নং প্রশ্ন ছিল।

প্রশ্ন : সকল মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে চার ইমামের থেকে কোনো এক ইমামের মুকাল্লিদ হওয়া জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকলে মুসতাহাব, নাকি ওয়াজিব? তোমরা কোন ইমামের মুকাল্লিদ।

জবাব : বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জরুরি যে, চার ইমামের মধ্য থেকে কোনো একজনের তাকলিদ করা; বরং এটা ওয়াজিব। কারণ, আমরা অনুধাবন করেছি, ইমামদের তাকলিদ পরিহার করে যারা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী চলে তাদের পরিণতি হয়, নাস্তিকতা ও বদদীনির গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া। আল্লাহ হেফাযত করুন। এ কারণে আমরা এবং আমাদের মাশায়েখগণ মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলায় ইমামুল মুসলিমিন আবু হানিফার মুকাল্লিদ। আল্লাহ এর উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন এবং এই দলের সাথে আমাদের হাশর করুন।[১]

এর উপর আহলে সুন্নাত দেওবন্দের পূর্বেকার ২৪ জন আলেম ও পরবর্তী ৩৭ জন আলেমের স্বাক্ষর আছে। এই জবাবের উপর মক্কা, মদিনা, মিশর ও সিরিয়ার আলেমদের সত্যায়ন লিখা হয়েছে। সকলে দেওবন্দি আলেমকে আহলে সুন্নাত স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপরে মক্কা মদিনায় যখন সৌদি শাসন

---

১. আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, অর্থাৎ আহলে সুন্নাত দেওবন্দের উলামাদের আকিদাসমূহ : ৪৩

চালু হলো, এই শাসক ও তাকলিদ বিরোধী কোনো বিধান চালু করেননি। বরং হযরত ইমাম আবদুল্লাহ বিন শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রহ. মক্কা মুকাররমায় ঘোষণা করেন।

আমাদের মতাদর্শ : আমরা শাখাগত মাসআলায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর নীতির উপর আছি। যেহেতু চার ইমাম (আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ) রহ.-এর নীতি লিখিত আছে, তাই কোনোটিকে অস্বীকার করি না। তারা ব্যতীত অন্যান্য লোক যেমন, রাফেজি, যায়দিয়া ইমামিয়া প্রমুখদের মাযহাব লিখিত নেই তাই তাদেরকে মানি না। আমরা মানুষকে বাধ্য করি যে, চার ইমামের মধ্য থেকে কোনো একজনের তাকলিদ করবে।[১]

হারাম শরিফে যখন চারটি নামাযের স্থান ছিল, গায়রে মুকাল্লিদদের তখনও কোনো স্থান ছিল না। এখন যে একটি আছে সেটাও হাম্বলিদের, গায়রে মুকাল্লিদদের নয়। গায়রে মুকাল্লিদদের শাইখুল কুলের লিখিত মিইয়ারে হক (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১২৯৭ হি.) কিতাবে লেখা আছে, সাধারণের জন্য আহলে সুন্নাত মুজতাহিদের অনির্দিষ্ট তাকলিদ ওয়াজিব। নির্দিষ্ট জায়েয। (পৃ. ৪২)

মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী (১৩৩৮ হি.) ইশাআতুস সুন্নাহ কিতাবে, মাওলানা সানাউল্লাহ আমর তাসরী (১৯৪৮ ঈ.) আখবারে আহলে হাদিস কিতাবে, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহিম সিয়ালকুটী (১৯৫৬ ঈসায়ী) তারিখে আহলে হাদিস কিতাবে, মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনবী (১৯৬৩ ঈ.) দাউদ গযনবী কিতাবে এই কথা পুনরাবৃত্তি করেছেন। মোটামুটি ১৯৬৩ ঈসায়ী পর্যন্ত আহলে হাদিস জামাতের পাঁচ শীর্ষ ব্যক্তিত্ব অনির্দিষ্ট তাকলিদ ওয়াজিব হওয়া এবং নির্দিষ্ট তাকলিদ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। আমরা যেভাবে আমাদের মতাদর্শ আমাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছি, আপনিও আপনাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকলিদ সম্পর্কে লিখে পাঠিয়ে দিন। একথাও স্পষ্ট করে দেবেন যে, মক্কা-মদিনার যেসকল আলেম আল মুহান্নাদ কিতাবের উপর সত্যায়ন লিখেছেন, বর্তমান সৌদি সরকারের মতাদর্শ এবং উল্লিখিত আহলে হাদিস আলেমদের মতাদর্শ শিরকি কি না?

টীকা : অনির্দিষ্ট তাকলিদ ও নির্দিষ্ট তাকলিদ-সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদের কোনো লেখা নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।[২]

---

১. আল হাদিয়াতুস সুন্নিয়া, আল্লামা সুলাইমান বিন সালমান নজদীর উর্দু অনুবাদ তোহফায়ে ওহ্হাবিয়া ইসমাঈল গযনবী : ৬১

২. লেখাটি মূল কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৬০৭-৬১০ পৃষ্ঠায় আছে।

চার ইমাম ও দীনের খেদমত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم - أما بعد.

শ্রদ্ধাভাজন জনাব মাওলানা আতাউর রহমান সাহেব দা.বা.

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি ভালো আছেন। গতকাল একটি বিষয়ে আলোচনা চলছিল। আমি আলোচনাটি এই বলে শেষ করেছি যে, আমি একটি প্রশ্নপত্রের আলোকে বানুরি টাউন থেকে ইস্তেফতার মাধ্যমে সুপ্রামাণ্য আঙ্গিকে তার জবাব আপনাদের সমীপে পৌঁছিয়ে দেবো। সেই মতে ইস্তেফতার উদ্দেশ্যে পত্রটি প্রেরিত হলো–

১. রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইনতেকালের পর চার ইমামের মধ্যবর্তী সময়ের মুসলমানদের মাসলাক কী ছিল?

২. ওই সময়কালের পর ইমামদের প্রয়োজন কেন অনুভূত হলো?

৩. তাঁদেরকে ইমামের মর্যাদায় কে অভিসিক্ত করেছে?

৪. তাঁদেরকে ইমাম বলার নেপথ্য হেতু কি? তাদের পর ওই ইনস্টিটিউশন কেন শেষ হলো? অথচ তৎপূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনেক বিদগ্ধ আলেম গত হয়েছেন।

সাঈদ আবু সাঈদ বাচা
ডাইরেক্টর, প্রাইমারি অ্যাডুকেশন প্রজেক্ট ২.
৭৯, গুলবাহার, পেশোয়ার।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শ্রদ্ধেয়!

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ সাহেব দা.বা.-এর মাধ্যমে আপনার পত্রটি যথাযথ সম্মানের সাথে প্রাপ্ত হলাম। আপনি কিছু প্রশ্ন লিখেছেন। যেহেতু

এর কারণ হচ্ছে জানা ও জানানো, তাই শুরুতে বোঝার স্বার্থে কিছু ভূমিকা প্রদত্ত হলো–

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মতে শরিয়তের দলিল চারটি

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, শরয়ি দলিল ৪টি। ১. কিতাবুল্লাহ, ২. সুন্নাতে রাসুল, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াসে শরয়ি। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটিকে বলা হয় তাশরিয়ি দলিল অর্থাৎ বুনিয়াদি দলিল, আর পরের দুটিকে বলা হয় তাফরিয়ি দলিল, অর্থাৎ প্রথম দুটি থেকেই ইস্তেম্বাত বা চয়নকৃত। প্রথম দুটি মূল ভিত্তির ভূমিকা পালন করে আর পরবর্তী দুটি শাখা হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
>
> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর– তাদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[১]

উক্ত আয়াতে চার দলিলের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। أَطِيعُوا اللَّهَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, أَطِيعُوا الرَّسُولَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নাত আর أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইস্তেম্বাতে পারদর্শী মুজতাহিদগণ।[২]

মুজতাহিদগণের মাঝে যদি দ্বিমত ও মতপার্থক্য দেখা না দেয় এবং তারা ঐকমত্য পোষণ করেন, তাহলে সেটাকে বলা হয় ইজমা। অন্যথায় যদি এক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে প্রত্যেকের ইজতিহাদকে কিয়াসে শরয়ি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ

দেশে চলমান আইনের হিসেব ধরলে কুরআনের ভূমিকা হচ্ছে 'আইন'-এর এবং আইনের ধারাভাষ্যের। সুন্নাতের ভূমিকা হচ্ছে এমন– যেমন দেশের আইনবিশারদ অ্যাসেম্বেলি নিজেরা আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারার ব্যাখ্যা-

১. সুরা নিসা : ৫৯
২. সুরা নিসা : ৮৩

বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং তা গ্রহণযোগ্য হয়। এর বিপরীতে কারও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে মুজতাহিদের ভূমিকা শরিয়তপ্রণেতার মতো নয়; বরং শরিয়ত-বিশেষজ্ঞের মতো। যেমন, হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস সাহেব আইন তৈরি করেন না; বরং তিনি দেশের আইন-কানুন এত ভালো বোঝেন যে, তার ফয়সালা আইন মতেই হয়ে থাকে এবং তা পিএলডি বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। আদালতের অধীনের পিএলডি'র রেফারেন্সে ফয়সালা লেখা হয়।

অনুরূপভাবে চার ইমামের ফয়সালা উম্মতেরা দৃষ্টান্তস্বরূপ সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং মুফতি সাহেবরা 'আবু হানিফা রহ. বলেছেন'– এই রেফারেন্সে ফাতাওয়া লিখে থাকেন। যদি কোনো ফয়সালা চিফ জাস্টিস সাহেব আপিলবেঞ্চে পাঠায় তাহলে এটাকে সুপ্রিম কোর্ট বলা হয়ে থাকে। ইসলামি পরিভাষায় যখন চার ইমামের রায় অভিন্ন হয়, তখন সেটাকে 'ইজমা' বলা হয়। যেভাবে দেশ তার আইনের সম্মানের খাতিরে সুপ্রিম কোর্টের ফয়সালা অস্বীকারকারীকে বিদ্রোহী আখ্যা দেয়, তদ্রূপ ইজমায়ী ফয়সালা অস্বীকারকারীদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তান ও জাহান্নামি বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১] হাইকোর্টের ফয়সালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী যেমন আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত, অনুরূপভাবে হাদিসে ফিকহের বিরোধিতাকারীদেরকে শয়তান ও মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মতে দলিলের মতো মাসাইলও চার প্রকার :

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতানুসারে যেমনিভাবে দলিল চার প্রকার, তদ্রূপ মাসাইলও চার প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে– মানসুস ও গায়রে মানসুস। এরপর মানসুসা দু'প্রকার। মানসুসা মুতাআরেযা ও মানসুসা গায়রে মুতাআরেযা। অতঃপর মানসুসা গায়রে মুতাআরেযা আবার দুভাগে বিভক্ত। মুহকামাহ ও মুহতামালাহ। এভাবে মোট চার প্রকার হয়।

   ক. যেই মাসআলা মানসুস হবে, গায়রে মুতাআরেযও হবে এবং মুহকামও হবে তাতে মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদের সুযোগ থাকে না, গায়রে মুজতাহিদের জন্য তাকলিদেরও সুযোগ থাকে না। যেমন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। তাকবিরে তাহরিমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাত। পানি ইত্যাদিতে মাছি পড়ে গেলে তা বের করে ফেলে দিলে সে জিনিস পবিত্র থাকবে।

---

১. মিশকাত
২. মিশকাত

খ. দ্বিতীয় প্রকার গায়রে মানসুস মাসাইল। এ সকল মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ প্রথমে মানসুসাতের মধ্যে কোনো ইল্লাত এবং মূলনীতি খুঁজেন। এরপর ওই ইল্লাতের অধীনে গায়রে মানসুস মাসআলার বিধান কুরআন-হাদিস থেকেই খুঁজে নেয়। যেমন, পান করার বস্তুতে যদি মাছি পড়ে যায়, তাহলে তার মাসআলা পরিষ্কার হাদিসের মধ্যে আছে। কিন্তু ঝোলের মধ্যে পিঁপড়া, মশা, বোলতা, জোনাকি পড়ে গেলে কী করা হবে? কোনো আয়াত বা হাদিসে স্পষ্ট এই মাসআলা উল্লেখ নেই। এবার মুজতাহিদগণ চিন্তা করলেন, আমাদের দীন যখন পরিপূর্ণ, তাহলে তার বিধান কুরআন ও সুন্নাতে থাকবে। যদিও স্পষ্ট না থাকে। তবে কোনো মূলনীতির অধীনে থাকবে। মুজতাহিদ দেখলেন, কুরআনে প্রবাহিত রক্তকে হারাম বলা হয়েছে। এটা নাপাকও বটে। কিন্তু মাছিতে প্রবাহমান রক্ত নেই। এর থেকে একটি ইল্লাত ও মূলনীতি বানিয়ে নিলেন যে, যে সকল প্রাণীর শিরায় নাপাক প্রবাহমান রক্ত নেই, তার বিধান মাছির মতো হবে। তাই পিঁপড়া, মশা, বোলতা, জোনাকি ইত্যাদি প্রাণী যদি কোনো পান করার বস্তুর মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে সে বস্তু নাপাক হবে না। যে ব্যক্তি নিজে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না তারা কিতাব ও সুন্নাত থেকে উদ্‌ঘাটিত মাসআলায় মুজতাহিদের তাকলিদ করেছেন এবং মুজতাহিদের সহযোগিতায় কিতাব ও সুন্নাত থেকে উদ্‌ঘাটিত মাসআলার উপর আমল করেছেন।

গ. মাসায়েলে মানসুসা মুতাআরেযা। হাদিসের কিতাবে কিছু মাসআলা মানসুস আছে। কিন্তু মুতাআরেয তথা বিরোধপূর্ণ। যেমন, রুকু সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা বা না-করা। এ সকল হাদিসের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো সমাধান বিবৃত হয়নি যে, কোনটি সহিহ বা কোনটি জয়িফ। বা কোনটি রহিতকারী, কোনটি রহিত। ইখতিলাফের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরো। তাই হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. সে সকল হাদিসের উপর আমল করাকে প্রধান্য দিয়ে থাকেন, যেগুলোর উপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খুলাফায়ে রাশেদিন ও বড় সাহাবায়ে কেরামের আমল চালু রয়েছে। কারণ তারা সকলে সুন্নাতের আশেক ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নকশে কদমের উপর চলতেন। বিরোধপূর্ণ হাদিসগুলোর মধ্যে যেগুলোর উপর খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরামের আমল চালু নেই, তা

কখনো সুন্নাত হতে পারে না। সুতরাং খুলাফায়ে রাশেদিন ও আকাবির সাহাবায়ে কেরামের কোনো একজন থেকে নামাযের মধ্যে টাখনুর সাথে টাখনু লাগিয়ে দেওয়া প্রমাণিত নেই। তেমনইভাবে খুলাফায়ে রাশেদিন এবং আকাবির সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো একজন থেকেও কাপড় থাকা সত্ত্বেও খালি মাথায় নামায আদায় করা প্রমাণিত নেই। তাদের কেউ বুকের উপর হাত বাঁধেননি এবং উচ্চ আওয়াজে আমিন বলেননি। রুকুর সময় রফয়ে ইয়াদাইন করেননি। ইস্তিরাহাতের বৈঠক করেননি। উচ্চ আওয়াজে বিসমিল্লাহ বলেননি। খুলাফায়ে রাশেদিন ও আকাবির সাহাবায়ে কেরামের কারো থেকে একথা প্রমাণিত নেই, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়বে তার নামায হবে না। এমন বিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনার উপর আমল করে। মুকাল্লিদও তার দিক-নির্দেশনায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনার উপর আমল করে।

জরুরি নোট : যারা ইজতিহাদ ও কিয়াসকে শরিয়তের দলিল মানে না, তাদের কোনো হাদিসকে সহিহ বা জয়িফ বলার কোনো অধিকার নেই। কারণ হাদিস সহিহ বা জয়িফ যাচাই করার মূলনীতিগুলো মুহাদ্দিসগণ শুধু কিয়াস ও ব্যক্তিমত দ্বারা বানিয়েছেন। কোনো হাদিস সহিহ বা জয়িফ হওয়া কুরআন বা হাদিসে বর্ণিত নেই।

ঘ. চতুর্থ প্রকার মাসআলা হলো, হাদিসে শুধু এতটুকু এসেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত বেঁধেছেন। এখন কোনো মানুষ যদি নামাযে জেনে বুঝে হাত না বাঁধে বা ভুলে ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায বাতিল হবে কি না, পুনরায় পড়তে হবে? নাকি অপূর্ণ থাকবে যা সিজদায়ে সাহু দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। নাকি পুরো সহিহ থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে কয়েকটি সম্ভাবনা থাকে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, নফল, মুবাহ , রহিত, বিশেষ। অধিকাংশ হাদিসের মধ্যে এই বিধান উল্লেখ নেই। তাই সম্ভাবনা থাকে যে, এর বিধান কী হবে? মুজতাহিদ শরয়ি মূলনীতির আলোকে তার হুকুম বর্ণনা করেন। আর মুকাল্লিদ সেই বিধানে তার তাকলিদ করে।

মোটকথা, ইজতিহাদ ও তাকলিদের কার্যকারিতা তিন প্রকারের মাসআলার মধ্যে। গায়রে মানসুস, মানসুসে মুতাআরেয, মানসুসে মোহতামাল। এই ধরনের মাসআলাকে ইজতিহাদি মাসআলা বলে। দুটি বিষয় আলোচনা হলো, শরয়ি দলিলের প্রকার ও মাসাইলের প্রকার।

৩. মানুষের প্রকারভেদ। ইজতিহাদি মাসআলা হিসেবে বর্তমান যুগে মানুষ তিন প্রকার।

ক. মুজতাহিদ : ঘটমান সমস্যায় নিজে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে। আপনি যেহেতু অ্যাডুকেশনের সাথে জড়িত, তাই আপনার পরিবেশের উপযুক্ত উদাহরণ দিচ্ছি। গণিতের কিছু সূত্র থাকে। যে এই সূত্রগুলোতে দক্ষ হয়, তাকে গণিতবিদ বলে। এই গণিতবিদের জন্য কোনো জটিলতা নেই। আপনি বিশটি প্রশ্ন তার সামনে পেশ করুন। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে যে, এটা যোগের প্রশ্ন, এটা গড়ের প্রশ্ন, এটা মিশ্রণের প্রশ্ন ও এটা ভাগের প্রশ্ন। আর সূত্র অনুযায়ী সে সমাধান বের করে ফেলবে। এটাকে গণিতের সমাধানই বলা হবে। তার ব্যক্তিগত মত বলা হবে না। তেমনি মুজতাহিদ তাকে বলে যে, শরয়ি মূলনীতিতে দক্ষ হয়। আপনি তার সামনে শত প্রশ্ন করুন। সে সঙ্গে সঙ্গে শরয়ি মূলনীতির আলোকে তার হুকুম বলে দেবে। আর সেটা শরয়ি বিধান বলে বিবেচিত হবে, তার ব্যক্তিগত মত নয়।

খ. সাধারণ মানুষ : যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না। যেমন, যে ব্যক্তি নিজে গণিতের সূত্র জানে না। সে গণিতবিদ থেকে হিসাব করিয়ে নেয়। সে অনুযায়ী পরিশোধ করে। সে-ও গণিতের নিয়মই মানলো, তবে গণিতবিদের সহযোগিতায়। তেমনই যে ব্যক্তি ইজতিহাদি শরয়ি মাসআলার উপর মুজতাহিদের সহযোগিতায় আমল করে, তাকে পরিভাষায় মুজতাহিদের মুকাল্লিদ বলে।

গ. এক ব্যক্তি নিজে হিসাব সম্পর্কে পারদর্শী নয়, কোনো গণিতবিদ থেকেও হিসাব করায় না; বরং তার অপূর্ণ মেধা দিয়ে যা বুঝে তার উপর আমল করে। গুণের পরিবর্তে ভাগ করে বসে থাকে। ল.সা.গুর মধ্যে মিশ্রণের সূত্র প্রয়োগ করে। আর এমন বক্র বুঝ ও খারাপ বুঝের উপর উল্লাস করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইজতিহাদি মাসআলায় নিজে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না এবং মুজতাহিদকেও মানে না, ফুকাহায়ে কেরাম তাকে লা মাযহাবি বলে। সাধারণ পরিভাষায় তাকে গায়রে মুকাল্লিদ বলে। এমন ব্যক্তি মত গোমরাহি ও ধ্বংসের বার্তা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أما المهلكات فهوى متبع شح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن

'আর ধ্বংসাত্মক বস্তু তিনটি। প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করা, কৃপণতা ও লোভের আনুগত্য ও নিজের উপর আশ্বস্ত থাকা।'[১]

১. শুআবুল ঈমান-বায়হাকি

তাজাল্লিয়াতে সফদার

তাজাল্লিয়াতে সফদার

ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও পর্যালোচনা

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নুরুজ্জামান

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

তাজাল্লিয়াতে সফদার (তৃতীয় খণ্ড)
মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা :
মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৮২০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-০-৮

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

সূচিপত্র

গাইরে মুকাল্লিদদের কুরআন-হাদিসের দাওয়াত বেহেশতি জেওরের উপর আপত্তির পর্যালোচনা ১৭
ফিকাহের বিরোধীদের পাঁচটি চিহ্ন ২১
কুরআনের দাওয়াত ২৫
রাসুলের অনুসরণ ২৬
ইজমার অনুসরণ ২৬
আল্লাহমুখী মুজতাহিদের অনুসরণ ২৭
কুরআনের দাওয়াতের দ্বিতীয় ধাপ ২৮
উদাহরণের দ্বারা ব্যাখ্যা ৩০
তাবেয়িদের অনুসরণ ৩২
আখরিনা মিনহুম ৩২
আরেকটি আয়াতের বিশ্লেষণ ৩৩
গাইরে মুকাল্লিদদের হাদিসের দাওয়াত ৩৭
লশকরি : বেহেশতি যেওর নামে আপনাদের কোনো কিতাব আছে? ৪১
লশকরি : এই কিতাবের সকল মাসআলা ভুল এবং কুরআন ও হাদিসের বিপরীত ৪১
সুন্নতের সাথে শত্রুতা ৪৩
হাদিসের সাথে শত্রুতা ৪৩
খুলাফায়ে রাশেদের সাথে শত্রুতা ৪৪
সাহাবায়ে কেরামের সাথে শত্রুতা ৪৫
ইস্তিঞ্জার বিবরণ ৪৯
বেহেশতি গওহার ৬০
জামাআতুল মুসলিমিনের হাকিকত ৬৬
জন্ম ৬৬
দলের প্রতিষ্ঠাতা ৬৬
মাসউদ আহলে হাদিস ছিল ৬৬
হিযবুল্লাহ ও কুরআন ৬৬

জামাআতুল মুসলিমিনের নামের হাকিকত ৬৬
মুসলিমের অর্থ ৬৭
পবিত্র কুরআন ও মাসউদি ফেরকা ৬৮
চার ইমাম সত্য ৬৯
দীন, মাযহাব ও ফেরকা ৭০
বিরোধ দুই প্রকার ৭১
ইমাম আবু হানিফা ও মাসউদ আহমাদ ৭২
ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা ও হাদিস ৭৩
আকাবিরের উপর নির্ভরশীলতা ৭৩
অগভীর অধ্যয়ন ৭৪
ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা ও হাদিসের প্রকরণ ৭৪
আহলে হাদিসের নতুন রূপ মাসউদি ফেরকার জন্ম-ইতিহাস ও আকিদা-মাসলাক ৭৮
উপমহাদেশে ইসলাম ও রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী ৭৮
উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন ও কথিত আহলে হাদিসের গোড়াপত্তন ৭৮
আহলে হাদিসের অবদান : আগে মানুষ মুসলিম হতো, এখন ইসলাম ত্যাগ করে ৮০
জামাআতে গুরাবায়ে আহলে হাদিস ৮১
আহলে হাদিস মাসউদ আহমাদের 'জামাআতুল মুসলিমিন' প্রতিষ্ঠা ৮১
মুসলিম শব্দের নতুন অর্থ ও মুসলিম হওয়ার নতুন শর্ত ৮২
মাসউদি ফেরকার ঈমানের ভিত্তি ও তাদের দাওয়াতি মিশন ৮৩
নতুন দীনের নতুন মাসআলা ৮৪
চার ইমামের কারামাত ৮৭
মুজতাহিদ ইমামরা শরিয়ত ব্যাখ্যা করেন, শরিয়ত প্রণয়ন নয় ৮৮
হানাফি পরিচয়ের উপর আপত্তি মুর্খতা বৈ কিছুই নয় ৮৯
মাসউদি ফেরকা এবং কুরআন ৯০
মাসউদি ফেরকার প্রতিষ্ঠাতার কাছে আমাদের কিছু প্রশ্ন ৯১
অগভীর অধ্যয়ন ও কথিত ফকিহের তাকলিদের পরিণতি ৯৪
গাইরে মুকাল্লিদদের মাসউদি ফেরকার দৃষ্টিতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ৯৫
মাসউদ আহমাদের দৃষ্টিতে হাদিসের সংকলক ও রাবিদের অবস্থা ৯৭
ফেরকা প্রতিষ্ঠাতার মুখের দাবি ও কাজের নীতিতে স্পষ্ট বিরোধ ৯৮
এক হাদিসের ভুল অনুবাদ করে অন্য হাদিস অস্বীকার করার উদাহরণ ১০১
হাদিসের প্রামাণিকতা ও আহলে হাদিসের সুযোগবাদিতা ১০২

ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর মর্যাদা ও আহলে হাদিসের স্বীকারোক্তি ১০৩
কথিত আহলে হাদিসের ভ্রান্ত দল মাসউদি ফেরকার কিছু সংশয় নিরসন ১০৫
জবাব প্রদানে অপারগতা ও অজ্ঞতার স্বীকারোক্তি ১০৫
পাল্টা প্রশ্ন করার মাঝেই তাদের অজ্ঞতা ও অপারগতার স্বীকারোক্তি রয়েছে ১০৬
কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার আত্মস্বীকৃতি ১০৭
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত ও ফেরকা শব্দের ব্যবহার ১০৮
মাযহাব ও ফেরকার মধ্যকার পার্থক্য ১০৯
শরয়ি দলিল ১১০
আল্লাহ তায়ালার অনুসরণ ১১০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ১১১
ইজমায়ে উম্মত ১১১
ফায়দা ১১১
মুজতাহিদের অনুসরণ ১১১
সংশয় নিরসন ১১৩
সংশয়-১ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আহলে হাদিস, হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি বা হাম্বলি ছিলেন? ১১৩
চোর ধরা পড়েছে ১১৫
সংশয়-২ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মাযহাব মানার হুকুম দিয়েছেন? ১১৬
সংশয়-৩ : ঈসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার এসে কোন মাযহাব মতে আমল করবেন? ১১৬
সংশয়-৪ : ঈসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার আসার পর তাঁর পরিচয় কী হবে? ১১৭
সংশয়-৫ : আমাদের কি মুসলিম বলে নিজেদের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়? ১১৮
সংশয়-৬ : সবাই একই নবীর উম্মত, ভিন্ন পরিচয় কেন? ১২০
সংশয়-৭ : প্রচলিত পঞ্চ মাযহাব কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছিল? ১২০
সংশয়-৮ : স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক মাযহাবই কি পরিপূর্ণ ইসলাম? ১২০
সংশয়-৯ : এক মাযহাবের লোক অন্য মাযহাব মতে আমল করে না কেন? ১২১
সংশয়-১০ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কয়টি ইসলাম নাযিল হয়েছিল? ১২১
সংশয়-১১ : নওমুসলিম কোন মাযহাব মতে আমল করবে? ১২২

সংশয়-১২ : মাযহাব অস্বীকার করলে কেউ কি কাফের হয়ে যাবে? ১২২
সংশয়-১৩ : চার মাযহাবের মাঝে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি? ১২৩
সংশয়-১৪ : হানাফি-শাফেয়ি ইত্যাদি কি রাসুলের যমানায় ছিল? ১২৪
সংশয়-১৫ : কোন ফেরকার সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক ছিল? ১২৫
উভয় প্রকার ইখতিলাফের সহজবোধ্য উপমা : ১২৬
সংশয়-১৬ : হাদিসে বর্ণিত 'জামাআতুল মুসলিমিন' অর্থ কী? ১২৭
সংশয়-১৭ : বর্তমান দলগুলোর মাঝে কোনটি জামাআতুল মুসলিমিন? ১২৯
সংশয়-১৮ : জামাআতুল মুসলিমিনের সাথে সম্পর্ক না রাখার পরিণতি কী? ১৩০
সংশয়-১৯ : যে ফেরকা থেকে পৃথক নয়, সে কি হাদিস অমান্যকারী নয়? ১৩০
মাসউদি ফেরকার 'সালাতুল মুসলিমিন' বইয়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৩২
পরিচয় ১৩২
সালাতুল মুসলিমিন ১৩৩
মুতাওয়াতির নামায ১৩৪
মজার ঘটনা ১৩৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদ্রোহ ১৩৯
ইলমের দৈন্যতা ১৪১
মিথ্যা, শুধুই মিথ্যা ১৪১
দশ না কি সতেরো ১৪২
কল্পিত সেমিনার ১৪২
বিবিধ ১৪৩
মাসউদদি ফেরকার কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব ১৪৬
ডাক্তার ও ঔষধ বিক্রেতা ১৪৮
বিরোধপূর্ণ হাদিসসমূহ ১৫৫
হযরত ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৬৪
মাসজিদে নববিতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুতবা ১৬৫
দারা কুতনি না কি তালিকুল মুগনি ১৬৫
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৬৬
সাজদাতাইন না রাকাআতাইন ১৬৭
পঞ্চাশজন সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম ১৭০
ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় আগমন ১৭০
ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ ১৭১
আমিনের মাসআলা ১৭২

শরয়ি দলিলের আলোকে মাসউদি ফেরকার দলিলবিহীন প্রশ্নের জবাব ১৭৯
মাসউদি ফেরকার কাছে কিছু প্রশ্ন ১৮১
করাচির উসমানি ফেরকা ১৮৭
মুখের পরিচ্ছন্নতা ১৯১
ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ দুনিয়াবি চিকিৎসা পদ্ধতি ১৯৫
তথাকথিত আহলে হাদিস নিজেদের মাযহাবকেই বলি দিলো ২০২
ব্রিটিশ আমলে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ফেরকাসমূহ ২০৫
হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ির কুরআনি জ্ঞান ২০৮
নারীদের বিশেষ উপদেশ ২১৪
পির ঝাণ্ডার আহলে হাদিসের দায়মুক্তি ২১৬
পির বাদিউদ্দিন শাহ পির ঝাণ্ডার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২১৬
প্রথম সাক্ষাৎ ২১৮
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত ২১৯
আহলে হাদিস ২২০
আমার আলোচনা ২২০
আলেম পরিহারের দাওয়াত আহলে হাদিসের মধ্যে আছে ২২৪
ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা ২৩২
দেওবন্দের অনুষ্ঠান ও ইন্দিরাগান্ধি ২৩৬
ফিকহে হানাফির সংকলন ২৩৯
মক্কাবাসীর সাথে প্রতারণার ঘৃণিত দৃষ্টান্ত ২৪১
জওয়াবে বরআতে আহলে হাদিস পির ঝান্ডা ফিকহের উপর আপত্তির জবাব ২৫১
মুফতি আবদুর রহমানের খোলা চিঠির জবাব ২৭৬
ইজতিহাদি মাসআলা কোন কোনগুলো? ২৮১
তাকলিদ-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি ২৮৯
শুধু ইমাম আযমের তাকলিদ ৩০৯
প্রাধান্য প্রদানের কারণের মধ্যে সহজতা ও একতা ৩১১
হাদিসের সংখ্যা ৩৩৭
আহলে হাদিসের নামে খোলা চিঠি ৩৪৮
নাতীর খতনার সময় দাদার বিবাহের উপর আপত্তি ৩৪৮
আমরা তাড়াতে চাই না জোড়াতে চাই ৩৪৮

তিন শর্তের পূরণ চাই ৩৪৯
মুতাওয়াতির আমল সনদের মুখাপেক্ষী নয় ৩৫১
হাদিস অস্বীকারের নতুন রূপ ৩৫৯
আহলে কুরআন ৩৫৯
আহলে হাদিস ৩৬০
নোসখার ভিন্নতা ৩৬১
মুওয়াত্তা ইমাম মালেক রহ. ৩৬১
সহিহ বুখারি ৩৬১
একটি স্পষ্ট বিকৃতি ৩৬৩
মুসনাদুল হোমাইদি ৩৬৪
সহিহ মুসলিম ৩৬৬
পরিষ্কার বিকৃতি ৩৬৭
একটি বিরল দৃষ্টান্ত ৩৬৮
আরেকটি ধোঁকা ৩৬৮
সুনানে আবু দাউদ ৩৭০
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ৩৭১
স্পষ্ট বিকৃতি ৩৭১
আরেকটি অস্বীকার ৩৭২
‘আসারে খাইর’ কিতাবের ভূমিকা ৩৭৩
ইসলামের সত্যতা ৩৭৩
ইসলাম প্রচার ৩৭৩
ইসলামের বিজয় ৩৭৩
ইসলামের বাস্তবায়ন ৩৭৪
তাকলিদ বর্জন ৩৭৫
শাহজাহানপুরের বিতর্ক ৩৭৬
খাইরুল মাসাবিহ ৩৭৮
অসিলার মাসআলা ৩৭৮
ইসালে সাওয়াব ৩৭৯
খাইরুল বারাহীন ৩৭৯
সমন্বয় ৩৮০
হানাফি নামায ৩৮০
রচনা সমগ্র ৩৮১

ইনতিসারুল হক ফি একসাদি আবাতিলি মেইয়ারিল হক ৩৮২
মেইয়ারুল হক ৩৮৬
এনতেসারুল হক ৩৮৮
তাকলিদের মাসআলা ৩৮৮
প্রথম প্রকার ৩৮৮
জরুরি টীকা ৩৮৯
দ্বিতীয় প্রকার ৩৮৯
শাহ অলি উল্লাহ রহ. ৩৯০
তৃতীয় প্রকার ৩৯০
চতুর্থ প্রকার ৩৯১
মজার গল্প ৩৯১
বৃক্ষের পরিচয় ফলে ৩৯২
মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবির সাক্ষ্য ৩৯২
কাজি আবদুল আহাদ খানপুরির সাক্ষ্য ৩৯৩
তাকলিদের মাসআলা ৩৯৪
পরীক্ষা পদ্ধতি ৩৯৫
পরীক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতি ৩৯৬
পরীক্ষার তৃতীয় পদ্ধতি ৩৯৬
তাদের তাকলিদ ৩৯৭
রিজাল শাস্ত্র ৩৯৭
একটি প্রতারণা ৩৯৮
তাহকিকে আহলে কুরআন ৪০০
আহলে হাদিস গাইরে মুসলিম ৪০০
আজ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ গৃহীত হলো না ৪০১
কুরআনের তাফসিরের নাম কোকশাস্ত্র ৪০১
আহলে হাদিস মিথ্যুক ৪০২
আহলে হাদিসের আবিষ্কার ৪০২
ফিকাহ অস্বীকারকারীরা ৪০৩
গবেষণা, ইজতিহাদ ও তাকলিদ ৪০৩
স্বর্ণযুগে দলে দলে বিভক্ত ৪০৫
হাজার (পাথর) পূজা শিরক কিন্তু ইবনে হাজার পূজা তাওহিদ ৪০৫
গাইরে মুকাল্লিদ মতবাদ রেসালাতের পদে ৪০৬
মুকাল্লিদ পাট্টাধারী আর গাইরে মুকাল্লিদ পাট্টাহীন কুকুর হয়ে বসেছে ৪০৬

তাকলিদ কী ৪০৭
সুধারণার উপর তেলাওয়াত ৪০৮
গাইরে মুকাল্লিদদের তাকলিদি হজ ৪০৮
গাইরে মুকাল্লিদদের তাকলিদি জানাযা ও জানাযাবিহীন মাইয়িতকে কবরে ফেলে আসা ৪০৯
গাইরে মুকাল্লিদ মহিলা গোলামের সাথে মিলন ৪০৯
রোযা না রেখে ফিদিয়া দিয়ে দেওয়া ৪১০
কুরআনের অবস্থা ৪১০
দুনিয়ার সর্বপ্রথম গুনাহ ৪১১
সাহাবায়ে কেরাম কি মুশরিক হয়ে গেছেন ৪১১
হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাকলিদের প্রমাণ ৪১১
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাকলিদের প্রমাণ ৪১২
হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাকলিদের প্রমাণ ৪১৩
সাহাবিদের যুগে একজনও গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন না ৪১৩
গাইরে মুকাল্লিদরা লুকিয়ে তাকলিদ করে, কারণ তাকলিদ ছাড়া গতি নেই ৪১৪
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা ও সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা ৪১৮
গাইরে মুকাল্লিদদের তবাকাত ৪২১
গাইরে মুকাল্লিদ উকিলের কথা ৪২২
হাদিস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে ইমাম বুখারি রহ.-এর উপর কৃত আপত্তিসমূহের জবাব ৪২৭
হাদিস ও সুন্নত কী? ৪২৮
সুন্নতের হেফাযত ৪৩০
হাদিস লিপিবদ্ধ করণ ৪৩১
হাদিস অস্বীকারকারী আইয়ুব সাবেরের আলোচনার পর্যালোচনা ৪৪২
আরবি কুরআন ও অনারবি কুরআন ৪৪৭
মোজার উপর কি মাসাহ করা জায়েয আছে? ৪৫১
পুস্তিকার নাম ৪৫৫
তালিযুক্ত সভ্যতা ৪৫৬
বড় ও ছোট গাইরে মুকাল্লিদ ৪৫৭
মোজার প্রকারভেদ ৪৫৯
সাখিনাইন ৪৫৯

রকিক ৪৫৯
মোজাল্লাদ ৪৫৯
মোনাআল ৪৫৯
সাখিনাইনে মোজাল্লাদ ৪৬০
সাখিনাইনে মোনাআল ৪৬০
সাখিনাইনে সাদা ৪৬০
রকিক মোজাল্লাদ ৪৬০
রকিক সাদা ৪৬০
রকিক মোনাআল ৪৬০
মতবিরোধের ক্ষেত্র ৪৬১
গল্প ৪৬১
শাইখুল হাদিসের ইলমি পরিসীমা ৪৬২
কুরআনের জ্ঞান ৪৬৩
যুলুমের পর যুলুম ৪৬৪
চ্যালেঞ্জ ৪৬৫
কুরআনের উপর মিথ্যা অপবাদ ৪৬৫
পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ ৪৬৬
অযু ও কুরআন ৪৬৬
মোজার উপর মাসাহ ৪৬৭
মোজা ৪৬৭
পাতলা মোজা ৪৬৭
বিচ্ছিন্ন দল গাইরে মুকাল্লিদ ৪৬৭
গাইরে মুকাল্লিদরা কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদিসের বিরোধী ৪৬৮
টীকা ৪৬৮
আসল দায়িত্ব ৪৬৮
কুরআনের আয়াতে বিকৃতি ৪৬৮
চুরি চুরি সিনাজুরি ৪৬৯
সতর্কতা ৪৭০
হাদিসে নববিতে বিকৃতি ৪৭১
হাদিসের আলোচনা ৪৭২
চ্যালেঞ্জ ৪৭২
মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ৪৭২
লেখকের প্রতারণা ৪৭৪

সাখিনাইনের শর্ত ৪৭৪
উসুলে হাদিস ও শাইখুল হাদিস ৪৭৫
ডুবন্ত ব্যক্তির খড়কুটোর আশ্রয় ৪৭৫
একটি প্রশ্ন ৪৭৬
সোনায় সোহাগা ৪৭৬
সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ৪৭৭
চ্যালেঞ্জ ৪৭৮
গল্প ৪৭৮
সতর্কতা ৪৭৯
আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ৪৮০
দুর্বল হাদিস ৪৮০
ধোঁকা ৪৮০
মুখ দিয়ে সত্য কথা বের হয়েছে ৪৮০
মুরসাল হাদিস ৪৮১
জরুরি টীকা ৪৮১
ধোঁকা ৪৮১
আমরা উপস্থিত ৪৮১
ইমাম মুসলিম রহ. ৪৮২
চতুর্থ হাদিস এবং সনদের মধ্যে মারাত্মক জালিয়াতি ৪৮২
সনদের মধ্যে জালিয়াতি ৪৮৩
জিজ্ঞাসা ৪৮৩
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মোজা ৪৮৩
আশ্চর্য কথা ৪৮৪
উসুলে ফেকাহয় দক্ষতা ৪৮৪
পঞ্চম হাদিস ৪৮৫
দৃঢ় দলিল ৪৮৫
সারমর্ম ৪৮৫
চার ইমামের ফতোয়া ৪৮৬
ইমাম মালেক রহ. ৪৮৬
চ্যালেঞ্জ ৪৮৬
ইমাম শাফেয়ি রহ. ৪৮৬
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. ৪৮৬
হযরত ইমাম আযম রহ. ৪৮৭

আল্লামা সদরুশ শরিয়তের উপর অপবাদ ৪৮৭
মাওলানা আবদুল হাই রহ. ৪৮৭
হাদিসের মতনের মধ্যে মারাত্মক জালিয়াতি ৪৮৭
শেষ কথা ৪৮৮
মৌলবি সাহেব স্পষ্ট করুন ৪৮৮
কী বলে উলামায়ে দীন ৪৮৯
আকাবির আহলে হাদিসের ফতোয়া ৪৯০
গাইরে মুকাল্লিদের শাইখুল কুল মিয়া নযির হুসাইন দেহলবির ফতোয়া ৪৯০
প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আবু সাইদ শরফুদ্দিন দেহলবির ফতোয়া ৪৯০
প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আবদুর রহমান মুবারকপুরির ফতোয়া ৪৯০
গাইরে মুকাল্লিদদের নামায ৪৯১
ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে কিছু কথা ৪৯৩
হেদায়া শরিফ ৪৯৮
জবাব ৪৯৮
প্রথম জালিয়াতি ৪৯৯
দ্বিতীয় জালিয়াতি ৪৯৯
তৃতীয় জালিয়াতি ৪৯৯
শেষকথা ৫০০

গাইরে মুকাল্লিদদের কুরআন-হাদিসের দাওয়াত বেহেশতি জেওরের উপর আপত্তির পর্যালোচনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জুমার দিন সকাল আটটা। সাতজন মানুষ এলো। যাদের চারজন সুন্নি হানাফি ছিল, আর তিনজন লশকরি। অর্থাৎ লশকরে তাইয়িবা দলের। সুন্নিরা বলল, এরা জিহাদের নাম বলে আমাদের থেকে চাঁদা তুলে নিয়ে যায়। তারা বলে, আমরা কাশ্মীর গিয়ে হিন্দু ও কাফেরের সাথে জিহাদ করি। আমরা তো সেখানে তাদের সাথে যাইনি যে, তারা কি করে জানবো। কিন্তু এখানে আমরা যা দেখেছি তা হলো, কাফেরদের সাথে জিহাদ করার জন্য আমাদের থেকে চাঁদা নেয়। কিন্তু কাফেরদের পরিবর্তে আমাদের বিরুদ্ধে খরচ করে। সুতরাং ওই চাঁদা থেকে এই লিফলেট আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে বণ্টন করেছে। 'হানাফিদের জন্য গবেষণা ও আমলের দাওয়াত। বেহেশতি যেওর কামেলের মাসআলা। বেহেশতি যেওরের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করার পর "আহলে হাদিসের দাওয়াত" শিরোনাম দিয়েছে।' আহলে সুন্নতকে কুরআন ও হাদিসের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হানাফিদের কুরআন-হাদিস অস্বীকারকারী মনে করে? একজন লশকরি বলল, তাতে কি সন্দেহ আছে? দেখো, ওই লিফলেটে আমরা এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছি। দ্বিতীয় লশকরি বলল, হিন্দুদের সাথেও আমরা জিহাদ করি। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হচ্ছে, কুরআন-হাদিস অস্বীকারকারী নামধারী মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদিসের দাওয়াত দিয়ে সত্য মুসলমান বানানো। তৃতীয় লশকরি বলল, আমরা কখন গোপন করি? আমাদের প্রফেসর আবদুল্লাহর পুস্তিকা 'রসায়েলে ভাওয়ালপুরি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে অবস্থা লিখেছে, হানাফিদের চেয়ে খ্রিষ্টান ও মির্জায়ি ভালো। যারা নিজেদেরকে নবীর সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে। আর হানাফিরা নিজেদের সম্পর্ক নবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে উম্মতের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে।

এরপর পরিষ্কার লিখেছে যে, হানাফি বলা এমন, যেমন নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে পিতা বানিয়ে নেওয়া। হাদিস থেকে প্রমাণ করেছে যে, এমন ব্যক্তি পাক্কা জাহান্নামি।[১]

একজন সুন্নি বলল, আমরা তোমার হক কথার উপর সাবাশি তখনই দেবো যখন তোমরা তোমাদের কেন্দ্রীয় প্যাডে এ কথা লেখে দেবে যে, সৌদি আরবে হাম্বলি মাযহাবের শাসন চলে। ওই হাম্বলিদের চেয়ে খ্রিষ্টান ও মির্জায়িরা ভালো। যারা নিজেদের সম্পর্ক নবীর সাথে জুড়ে রেখেছে। আর ওই হাম্বলিরা নিজেদের সম্পর্ক নবী থেকে ছিন্ন করে ইমামের সাথে জুড়ে রেখেছে। দ্বিতীয় সুন্নি বলল, এটাও লেখো যে, তারা নিজেদের পিতার সন্তান নয়। তাদের অবস্থা জাহান্নামি। তৃতীয় সুন্নি বলল, এ কথাও লিখে দাও যে, তারাকাতে হানাফিয়া, মালেকিয়া, শাফিয়িয়া ও হানাবিলাতের যতগুলো মুহাদ্দিসের আলোচনা আসে, তাদের সকলের চেয়ে মির্জায়ি ও খ্রিষ্টান ভালো। তাদের কেউ পিতার সন্তান নয়। সকলেই জাহান্নামি। চতুর্থ সুন্নি বলল, তোমরা যখন আমাদেরকে খ্রিষ্টান ও মির্জায়ি থেকে খারাপ মনে করো, তাহলে জিহাদের নাম দিয়ে আমাদের থেকে টাকা নাও কেন? লশকরি বলল, আপনারা এটাকে জিহাদের চাঁদা বলেন। আমরা এটাকে ট্যাক্স মনে করি। সে বলল, এ কথাও লিখে দাও যে, আমরা সৌদির হানাবিলা ও শাফেয়িদের থেকে যেই টাকা পাই সেটা ট্যাক্স হিসেবে নিয়ে থাকি। আমরা শুধু মুকাল্লিদদের থেকে ট্যাক্স নিই। খ্রিষ্টান ও মির্জায়ি ও ইহুদিদের থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করা আমাদের ধর্মে জায়েয নেই। এবার লশকরিরা প্যাডে এ কথা লেখে দিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তর্ক ও আলোচনায় টাল-বাহানা শুরু করল। আর বলল যে, আমরা এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, বেহেশতি যেওর যেটা তোমাদের বড় গ্রহণযোগ্য কিতাব, যেটা তোমাদের ঘরে ঘরে আছে তার পুরোটা কুরআন-হাদিসের বিপরীত। তাতে এমন নোংরা মাসআলা আছে যা খ্রিষ্টান ও মির্জায়িদের কিতাবেও নেই। এই হইচই শুনে আরও কিছু লশকরি এসে সেখানে জড়ো হলো। কিছু আহলে সুন্নতও আসল। এই লশকরিরা এসেছে আগের লশকরিদের কথার উপর ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। যাতে তাদের প্যাডে এ কথা লেখে দিতে না হয় এবং চাঁদাবাজির ধান্দা বহাল থাকে। সুন্নিদের থেকে চাঁদা অর্থাৎ ট্যাক্স নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে খরচ করতে থাকবে।

ইতোমধ্যে তিনজন লশকরি মৌলবিও এসে উপস্থিত। তারা ধমকাতে শুরু

[১]. রসায়েলে ভাওয়ালপুরি, পৃ. ৩, ৪

করল যে, আলোচনা বন্ধ করো আলোচনা বন্ধ করো। লিফলেটের উপর কথা বলো। আহলে হাদিস আমাদের নাম। আমরা শুধু কুরআন-হাদিস মান্য করি। একজন সুন্নি বলল, আমি আমার সুন্নি ভাইদের বলছি, লশকরিদের সিদ্ধান্ত আপনারা শুনেছেন যে, হানাফি, মালেকি, হাম্বলি, শাফেয়ি সকলে মির্জায়ি ও খ্রিষ্টানদের চেয়ে খারাপ। আমাদেরও এই সিদ্ধান্তের অধিকার আছে যে, ওদেরকে যারা চাঁদা দেবে তারা বাস্তবে আত্মমর্যাদা বিরোধহীন এবং বেদীন। এর উপর সকল সুন্নিরা একমত হলো এবং কথা চলতে থাকল।

লশকরি : আমরা শুধুই কুরআন-হাদিস মানি। আমাদের নাম আহলে হাদিস। আহলে হাদিস বলা হয় হাদিস মান্যকারীদের।

সুন্নি : আপনাদের যে দাবি, আমরা শুধু কুরআন-হাদিস মানি। আপনাদের এই নাম কুরআন-হাদিস থেকে দেখিয়ে দিন যে, আল্লাহ অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেকাহের অস্বীকারকারীকে আহলে হাদিস বলা হবে। আপনাদের বড় ভাই আহলে কুরআন তো সিহাহ সিত্তার কিতাব থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দেখায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আহলে কুরআন, বিতির পড়ো। আর এ কথাও বলেছে যে, আহলে কুরআনই বিশেষ আহলুল্লাহ।

এই হাদিস দুটি ইবনে মাজাহ থেকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আহলে কুরআন বলে সম্বোধন করেছেন। কোনো একজন সাহাবিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে হাদিস বলে সম্বোধন করেছেন– এ কথা দেখিয়ে দাও। পবিত্র কুরআন ও সিহাহ সিত্তাহ সামনেই ছিল। কিন্তু কোনো লশকরি নিজের নাম কুরআন থেকে দেখাতে পারেনি। সিহাহ সিত্তার হাদিস থেকেও দেখাতে পারেনি। সকলে চিৎকার করে উঠলো যে, এরা কুরআন-হাদিসের নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলে।

লশকরি : আমি যদি কুরআন-হাদিস থেকে আমাদের নাম দেখাতে না পারি, তাহলে আপনিই কুরআন-হাদিস থেকে দেখিয়ে দিন যে, আহলে হাদিস নামে কী দোষ আছে?

সুন্নি : আপনিও কুরআন-হাদিস থেকে দেখিয়ে দিন যে, আহলে কুরআন নামে কী দোষ আছে যে, আপনারা নিজেদেরকে আহলে কুরআন বলেন না। অথবা লিখুন যে, আজ থেকে আমরা আহলে কুরআন। আপনাদের কেন্দ্রীয়

মসজিদের নাম আহলে কুরআন রাখবেন। আপনাদের মাদরাসাগুলোর নাম জামেয়া আহলে কুরআন রাখবেন। এ কথাও বলবেন যে, কুরআন ও হাদিসে আহমদি নামের কী দোষ বলেছে?

আপনারা নিজেদেরকে আহমদি বলেন না। আপনাদের মসজিদের নাম আহমদিয়া মসজিদ রাখেন না। মাদরাসার নাম জামেয়া আহমদিয়া রাখেন না। মাসউদি ফেরকা নিজেদের নাম জামাআতুল মুসলিমিন (মেডান করাচি মডেল ১৩৯৫ হি.) রেখেছে। তারা আপনাদেরকে মুসলিম মনে করে না। এই নামে কুরআন-হাদিসের বর্ণনা মতে কী দোষ আছে? ক্যাপ্টেন মাসউদ উদ্দিন ওসমানি নিজের দলের নাম হিযবুল্লাহ রেখেছে। যারা তার দল হিযবুল্লাহতে অংশ গ্রহণ করবে না তাদেরকে হিযবুশ শয়তান বলেছে। কুরআন-হাদিসের আলোকে হিযবুল্লাহ নামের দোষ বর্ণনা করুন, নতুবা উসমানির দল হিযবুল্লাহতে অংশ গ্রহণ করুন। আমরা তো ওই সকল দলকে প্রতারক মনে করি। যেভাবে মূর্তিপূজারী একটি মূর্তি বানিয়ে তার নাম ইবরাহীম রেখে দিলে ওই মূর্তির সাথে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কী সম্পর্ক? কোনো ইহুদি একটি কিতাব লেখে তার নাম তাওরাত রেখে দিলে তার সাথে আসল তাওরাতের কী সম্পর্ক? এভাবে ওই প্রতারকরা নতুন দল বানিয়ে কুরআন দেখে নাম রাখলে কুরআনি শব্দের সাথে তেমনি কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন মূর্তির সাথে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কোনো সম্পর্ক নেই। যেভাবে কাদিয়ানিদের রবওয়াহ-এর সাথে কুরআনি রবওয়াহ-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

লশকরি : আহলে কুরআন নামে কোনো দোষ নেই। তবে তারা কুরআনের নাম নিয়ে ধোঁকা দিয়ে হাদিস মানতে অস্বীকার করে। তাই আমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করি। আমরা এখন নিজেদেরকে আহলে কুরআন বললে মানুষ আমাদেরকেও হাদিস অস্বীকারকারী বুঝবে।

সুন্নি : এভাবে আহলে হাদিস, হাদিসের নাম নিয়ে ধোঁকা দিয়ে ফিকাহ অস্বীকার করে এবং ফিকাহ মতে আমল করতে বাধা দেয়। যেমন এখনো আপনারা এজন্যই এসেছেন। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিকাহকে কল্যাণের বস্তু বলেছেন। (বুখারি, মুসলিম) ফুকাহায়ে কেরামকে উত্তম জাতি বলেছেন। আর কল্যাণ থেকে বাধা প্রদানকারীকে কুরআন عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ বলেছেন। অর্থাৎ গোঁয়ার তার পরে খারাপ বংশধর। যখন কুরআন থেকে এগুলো সব দেখানো হলো, সকলে বলল এটাই হক, এটাই হক, এটাই হক।

এবার লশকরিকে বলা হলো, তোমরাও কুরআন থেকে দেখাও, কল্যাণ থেকে বাধা প্রদানকারীকে আহলে হাদিস বলা হয়েছে। কিন্তু তারা দেখাতে পারলো না। এরপর হাদিস থেকে দেখানো হলো যে, ফিকাহের বিরোধিতাকারীদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তান বলেছেন। (তিরমিযি) হাদিস দেখানো হলে–

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عا بد

তাকে বলা হলো, আপনিও সিহাহ সিত্তার কোনো কিতাব থেকে হাদিস দেখিয়ে দিন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিকাহের বিরোধীকে আহলে হাদিস বলেছেন। কিন্তু সে দেখাতে পারলো না। এরপর তাকে হাদিস থেকে দেখানো হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের মধ্যে দুটি জিনিস একত্রিত হয় না। উত্তম চরিত্র ও ফিকাহ (তিরমিযি)। এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিকাহের বিরোধীতাকারীকে খারাপ চরিত্র ও মুনাফিক বলেছেন।

লশকরিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরাও হাদিস দেখাও যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিকাহের বিরোধিতাকারীকে আহলে হাদিস বলেছে। কিন্তু তারা একেবারেই দেখাতে পারেনি। কুরআন-হাদিস মান্যকারীরা উচ্চ আওয়াজে বলছিল।

ফিকাহের বিরোধীদের পাঁচটি চিহ্ন

গোঁয়ার, কু-বংশধর, বদচরিত্র, মুনাফিক ও শয়তান। কেউ কেউ দৃঢ়তার জন্য বলছিল, হক যথাস্থানে পৌঁছেছে।

লশকরি : আহমদি নামে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বর্তমানে আহমদি মূলত মির্জা কাদিয়ানিকে বলা হয়। তার দিকে সম্পৃক্ত করে। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে আহমদি বলে। যাতে মানুষ বুঝে যে, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত।

সুন্নি : এভাবে বর্তমান তথাকথিত আহলে হাদিসকে জুনাগড়ের একজন গাইরে মুকাল্লিদ মৌলবি; যার নাম মুহাম্মাদ ছিল, তার দিকে সম্পৃক্ত করে নিজেদেরকে মুহাম্মাদি বলে। এরা অযু করে তার লেখা অযুয়ে মুহাম্মাদি কিতাবের অনুরূপ। নামায আদায় করে তার "মুহাম্মাদি নামায" কিতাবের অনুরূপ। বিবাহ করে তার লেখা "নেকাহে মুহাম্মাদি" কিতাবের অনুরূপ। তাদের আকিদা তার কিতাব আকায়েদে মুহাম্মাদির অনুরূপ। এরা মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মুহাম্মাদ জুনাগড়িকে বিচারক বানিয়ে তার উপর চাপিয়ে রেখেছে। সে যে হাদিস মতে আমল করতে বলে এরা সেই হাদিস মতে আমল করে। যে হাদিস সে প্রত্যাখ্যান করে এরাও সেই হাদিস প্রত্যাখ্যান করে। সরল মনের সুন্নি মুসলমানরা ধোঁকা খায় এই ভেবে যে, সম্ভবত আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বোধন করে তাদের মুহাম্মাদি বলা হয়। সুন্নিরা এ কথা শুনে আশ্চর্য হলো যে, মুহাম্মাদি ও আহমদি কীভাবে সরল প্রাণ মুসলমানকে ধোঁকা দিচ্ছে।

লশকরি : আমাদের নাম লশকরে তাইয়িবা। আমাদের সম্পর্ক মদিনা তাইয়িবার সাথে।

সুন্নি : আপনারা নাম রেখেছেন লশকরে তাইয়িবা। অথচ মদিনার অধিবাসী সাহাবায়ে কেরামও এই নাম রাখেননি। তা ছাড়া আপনাদের মদিনার সাথে কী সম্পর্ক? আপনাদের আকিদা হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযা যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নেই। আর মহিলারা যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা অভিশাপের কারণ।[১] যারা এর বিরোধিতা করে তারা ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত।[২]

দেখো, এই কিতাবের নামটাও লশকরে তাইয়িবার কাছে কত প্রিয়, عرف الجادى من حنان هدى الهادى। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতসমূহের যাফরানের সুগন্ধি। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, নাঅযুবিল্লাহ, যত মানুষ পবিত্র রওযায় যিয়ারতে যায়, তারা ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত, আর মহিলারা অভিশপ্ত হয়ে ফিরে আসে। বরং এ কথাও লিখেছে যে, নবীগণ ও অলিগণের কবর যিয়ারতের জন্য সফর করার কোনো প্রমাণ নেই। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করা প্রমাণিত আছে।[৩]

দেখো, বারবার রওযা পাকের যিয়ারত থেকে বাধা দিচ্ছে। সামনের কথা অন্তরের উপর হাত রেখে শোনো, কোনো লশকরি যদি সেখানে পৌঁছেও যায়, তাহলে মদিনা তাইয়িবা পৌঁছে তার দায়িত্ব হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযা ভেঙে জমিনের সমান করে দেওয়া ওয়াজিব।[৪]

লোকেরা বলে উঠলো, আমরা এই নামের ব্যাপারে ধোঁকার মধ্যে ছিলাম।

---

১. আরফুল জাদি, পৃ. ৫৭
২. আরফুল জাদি, পৃ. ১০৩
৩. আরফুল জাদি, পৃ. ৮৫
৪. আরফুল জাদি পৃ. ৬০ আর রওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/১৭৮

লশকরে তাইয়িবার লোকেরা মদিনা তাইয়িবার সাথে কতই-না মুহাব্বাত রাখে। কিন্তু এখানে তো ওই উপমা পূর্ণ প্রযোজ্য হচ্ছে, کار شیطان می کندنامش ولی অর্থাৎ শয়তানের কাজ করে কিন্তু নাম তার অলি।

লশকরি : আচ্ছা, আমাদের কোনো নাম কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণিত নয়। তোমরাও তোমাদের হানাফি নাম কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণ করে দেখাও।

সুন্নি : আমাদের নাম! আমরা কাফেরের বিরুদ্ধে আমাদের মুসলিম বলি। যা কুরআনে এসেছে هو سماكم المسلمين তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। বেদআতিদের বিরুদ্ধে আমাদের নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদআতি ফেরকার বিপরীতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন, ما أنا عليه وأصحابى যারা আমার সুন্নত ও আমার জামাতের তরিকাভুক্ত হবে।

লশকরি : এতে সুন্নত ও জামাআত শব্দ কোথায় আছে? এই হাদিস থেকে দেখাও, আর না হয় ব্যাখ্যা অন্য হাদিস থেকে দেখাও।

সুন্নি : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, عليكم بسنتى আমার সুন্নতকে আকড়ে ধরো। এ কথাও বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার দলের নয়। (বুখারি) তাই আমরা রাসুলের সুন্নতকে আকড়ে ধরেছি। নাম রেখেছি আহলে সুন্নত বলে। আমল করেছি সুন্নতের উপর।

এবার তাকে বললেন, আপনিও হাদিস থেকে দেখিয়ে দিন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে বলেছেন عليكم بحديثى। কিন্তু বার বার বলার পরও একেবারে দেখাতে পারেনি। এরপর তাকে বলা হলো, তুমি যখন দেখাতে পারলে না, আমরা যে হাদিস দেখিয়েছি, তা মেনে নাও এবং লিখে দাও যে, আমি আহলে হাদিস নাম পরিহার করছি।

এতদিন মিথ্যা বলেছি যে, এই নাম কুরআন-হাদিসে আছে। আমি এখন আহলে সুন্নত হয়েছি। কিন্তু এতেও তারা প্রস্তুত হলো না। এখন সকলে আশ্চর্য হলো যে, এরা যখন হাদিস অস্বীকারকারী তাহলে নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে সর্ব সাধারণকে ধোঁকা কেন দিচ্ছে?

এরপর সুন্নি আলেম বলল, আমাদের নামে দ্বিতীয় শব্দ আল জামাআত। এটাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। ফেরকাদের আলোচনা সম্বলিত হাদিসে আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম নাজাতপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেন هى الجاعة, অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, عليكم بالجماعة তোমরা জামাআতকে আঁকড়ে ধরো। এরপর খুব ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে, জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি শয়তানের লোকমায় পরিণত হবে এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি পাক্কা জাহান্নামি হবে।

এ সকল হাদিস বের করে তাদের সামনে রাখা হলো। বারবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা জামআত ছেড়ে শয়তানের লোকমায় পরিণত হয়েছো, আর মানুষকে প্রতারিত করার জন্য লশকরে তাইয়িবা নাম ধারণ করেছো। তোমরা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামি হয়েছো, আর নাম দিয়েছো আহলে হাদিস। অনেক লোক বুঝিয়েছে যে, এখনই হাদিসগুলো মেনে নাও এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতে ফিরে এসো। কিন্তু صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (বধির, বোবা, অন্ধ ফলে তারা ফিরে আসবে না), এর পূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রমাণ হলো। এরপর সুন্নি আলেম বলল, সুন্নতের উপর ঈমান ও আমল আমাদের গন্তব্য। জামাআত ওই গন্তব্যে পৌঁছার বিশ্ব রোড। আর হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি, ও হাম্বলি; এগুলো লোকাল রোড, যা চারদিক থেকে এসে বিশ্ব রোডের সাথে মিলিত হয়। এরপর গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। কুরআনের যেমন দশটি মুতাওয়াতির কেরাত রয়েছে। তার প্রত্যেক কেরাত তার তেলাওয়াতকারীকে জামাআতের সাথে মিলিয়ে দেয়। আর তা গন্তব্য সুন্নতের সাথে মিলায়। এভাবে সুন্নত মাফিক আমল করার চারটি পদ্ধতি ও মাযহাব আছে। তার মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি তার পথিককে জামাআত পর্যন্ত পৌঁছায়। আর তা সুন্নতের গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছায়। আর এই নাম সংকলকদের নামের উপর ভিত্তি করে রাখা হয়েছে। যেই কুরআন কারি আসেম সংকলন করেছেন তার নাম কেরাতে আসেম রাখা হয়েছে। যেসকল হাদিস ইমাম বুখারি রহ. সংকলন করেছেন তার নাম রাখা হয়েছে বুখারির হাদিস বলে। এভাবে যেই ফেকাহ ইমাম আযম রহ. সংকলন করেছেন, তার নাম ফিকহে হানাফি রাখা হয়েছে। সাহাবিদের যুগে যেমন আসেম কেরাত ছিল না, কিন্তু কারি আসেম রহ. সাহাবিদের কেরাতই সংকলন করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল-ালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও হাদিস বর্ণনা করে رواه البخارى (ইমাম বুখারি এটা বর্ণনা করেছেন) বলেননি, কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. রাসুল সাল-ালাহু আলাইহি ওয়াসালামের হাদিস সংকলন করেছেন। এভাবে কুরআন-সুন্নাহের ওই মাসআলাগুলোর নাম যদিও সাহাবি যুগে ফিকহে হানাফি ছিল

তাজাল্লিয়াতে সফদার

তাজাল্লিয়াতে সফদার

ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও পর্যালোচনা

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নুরুজ্জামান

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

তাজাল্লিয়াতে সফদার (চতুর্থ খণ্ড)
মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা :
মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৮৩০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-০-৮

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

সূচিপত্র

নিয়ত করা কি বিদআত? ১৩

রফয়ে ইয়াদাইন পর্ব

রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা ১৭
কিছু গুরুত্বপূর্ণ উসুল ২৫
হাদিস পেশ করার ক্ষেত্রে জালিয়াতি ৩৩
গালি ৩৯
রফয়ে ইয়াদাইন-সংক্রান্ত আলোচনা ৬৭
প্রথম মূলনীতি ৬৮
দ্বিতীয় মূলনীতি ৬৮
তৃতীয় মূলনীতি ৭১
আমাদের মূলনীতি ৭৩
মুনাযারা ৭৪
শর্ত ৭৫
নতুন শর্ত ৭৬
একটি মিথ্যাচার ৭৭
মূল মাসআলা ৭৮
সুন্নাতে মুআক্কাদা ৭৯
হাদিস ৭৯
আমার প্রশ্ন ৭৯
সাহাবায়ে কেরাম রা. ৮০
আয়িম্মায়ে কেরাম ৮১
কিছু অংশের প্রমাণ ৮১
নিষেধাজ্ঞা ৮১
নামায না হওয়া ৮২
নয় জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা ৮২

দশমওয়ালা হাদিস ৮৩
সনদের অবস্থা ৮৭
শেষজীবন পর্যন্ত ৮৯
সিহাহ সিত্তাহর সাথে দুশমনি ৯১
একটি আশ্চর্যজনক অভিযোগ ৯৩
বিরোধ ৯৫
রফয়ে ইয়াদাইন না করা ৯৮
বিতর্ক ১০৪
ইমাম মালিক রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ১০৫
ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ১০৫
ইমাম বুখারি রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ১০৬
হাত কতটুকু উঠাবে? ১০৯
রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন ১১২
দলিল কার জিম্মায়? ১১৩
সিজদার রফয়ে ইয়াদাইন ১১৪
আল্লামা আনোয়ার শাহ্ রহ. ও রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা ১১৬
তাওয়াতুরে ইসনাদি ১১৭
প্রথম উদাহরণ ১১৮
দ্বিতীয় উদাহরণ ১১৮
তাওয়াতুরে আমলি ১১৯
মক্কা-মুকাররমা ১১৯
মদিনা মুনাওয়ারা ১২০
শাম (সিরিয়া) ১২০
উদাহরণ ১২১
উপসংহার ১২১
রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে গাইরে মুকাল্লিদদের ফতোয়ার উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১২২
রফয়ে ইয়াদাইন অর্থ ১২৩
তাকবিরে তাহরিমার রফয়ে ইয়াদাইন ১২৩
ইখতিলাফি রফয়ে ইয়াদাইন ১২৩
‘ইখতিলাফি’ রফয়ে ইয়াদাইনের বিধান ১২৪
ইখতিলাফের সারমর্ম ১২৪
হুমাইদ বিন হেলাল ১৩২

জুযউ রফয়ে ইয়াদাইন ১৩৩
হযরত মোল্লা আলি কারি রহ. ১৩৭
ধোঁকা ও প্রতারণা ১৩৭
মাওলানা আবদুল হাই লখনভি রহ. ১৩৯
তিন ইমামের মাযহাব ১৪১
ইমাম সুয়ুতি রহ. ১৪২
ইমাম আবু দাউদ রহ. ১৪৫
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদিস ১৪৮
জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর হাদিস ১৫১
রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গ মুহাম্মাদ বিন জাবির রহ.-এর হাদিসের বিশ্লেষণ ১৫৩
হাফেয ইবনে হাজার রহ. ১৫৬
দারাকুতনি ১৫৬
সনদের পূর্ণতা ১৫৭
রহিত হওয়া ১৫৯
'রফয়ে ইয়াদাইন'-সংক্রান্ত ১৬২
চারটি হাদিসের বিশ্লেষণ ১৬২
জবাব ১৬৩
মূল্যায়ন ১৬৫
কিতাবের বর্ণনাকারী ১৬৬
আমাদের জিজ্ঞাসা ১৭০
জঘন্য মিথ্যাচার ১৭১
প্রকৃত হাদিস ১৭২
দ্বিতীয় হাদিস ১৭৪
তৃতীয় মাওকুফ রেওয়াআত ১৮৩
চতুর্থ রেওয়ায়াত কঙ্কর নিক্ষেপ করা ১৮৭
জুযউ রফইল ইয়াদাইন ১৮৯
জুযউ রফয়ে ইয়াদাইনের হাদিস ১৯৩
আরো একটি পাণ্ডিত্য ১৯৭
তাহরিফের দক্ষতা ১৯৭
ইমাম তিরমিযির দক্ষতা ১৯৮
দুই রাকআত নাকি দুই সিজদা ১৯৮
শব্দ পরিবর্তন করা ১৯৮

রাকাআতাইন এবং সিজদাতাইন ১৯৯
বিস্তারিত সমালোচনা ১৯৯
মদিনাবাসীর আমল ১৯৯
হযরত আলি রা.-এর আমল ১৯৯
আলি রা.-এর ছাত্ররা ২০০
ইমাম তহাবি রহ.-এর জবাব ২০০
কুফাবাসীর ইজমা ২০০
সাহাবিদের যমানায় ২০০
তাবেয়িদের যমানা ২০১
তাবে-তাবেয়িদের যমানা ২০১
আলি রা.-এর হাদিস ২০১
সাহাবায়ে কেরাম এবং রফয়ে ইয়াদাইন ২০৩
সুফিয়ান বিন উয়াইনা মক্কি রহ.-এর সনদ ২০৬
ইবনে ওমর রা.-এর হাদিস, সুফিয়ান রহ.-এর সনদ ২০৬
মক্কা-মুকাররমার আমল ২০৭
اذا قام من الركعتين এর ব্যাপারে আবশ্যিক ব্যাখ্যা ২০৮
আবু হুমাইদ রহ.-এর হাদিস ২০৮
একটি ভ্রান্তি ২১৭
আলি রা.-এর হাদিসের আলোচনা ২১৮
ইমাম মালেক রহ.-এর অভিমত ২২১
পাথর নিক্ষেপ করা ২২২
ওমর বিন আবদুল আযিয রহ. ২২৬
চার সাহাবি রা. ২২৭
হযরত আবু হুরায়রা রা. ২২৮
হযরত আনাস রা. ২২৮
হযরত ইবনে আব্বাস রা. ২২৯
হযরত ওয়ায়েল রা. ২২৯
হযরত উম্মে দারদা রা. ২৩১
মুহারিব বিন দিসার ২৩২
সনদবিহীন ব্যক্তি গণনা ২৩৪
আসেম বিন কুলাইব ২৩৪
হযরত তাউস রহ. ২৩৫
হযরত ইবনে ওমর রা. ২৩৬

তাহরিফ ২৩৭
সাহাবায়ে কেরাম ও রফয়ে ইয়াদাইন ২৩৮
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিস ২৪০
একটি উদাহরণ ২৪৩
হযরত বরা বিন আযিব রা.-এর হাদিস ২৪৩
সাহাবায়ে কেরামের নাম ২৫০
সৌন্দর্য ২৫১
সনদবিহীন আশ্চর্য সংখ্যাবৃদ্ধি ২৫২
হাসান ও ইবনে সিরিন রহ. ২৫৩
মূলনীতি ২৫৯
মালিক ইবনে হুয়াইরিস ২৬৪
সত্যের স্বীকারোক্তি ২৭৮
জরুরি নোট ২৮৫
খালিদ গুরজাখি রচিত 'জুযয়ে রফয়ে ইয়াদাইন' ৩০৪
খালিদ গুরজাখি রচিত 'জুযয়ে রফয়ে ইয়াদাইন' ৩১০
দাবির দুর্বলতা ৩১২
রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদিস অভিযোগ ও খণ্ডন ৩১৫
সনদ ও তাআমুল ৩১৮
স্মৃতিভ্রষ্টতা ৩২১
চিন্তার বিষয় ৩২১
ইসলামপন্থী ৩২২
যুবাইর আলিযাঈর গালিসমগ্রের জবাব ৩২৪
৩৮. রফয়ে ইয়াদাইন করা ও না-করার পার্থক্য ৩৩৩
মাসআলায়ে রফয়ে ইয়াদাইন ৩৩৭
রফয়ে ইয়াদাইন-সংক্রান্ত একটি বইয়ের পর্যালোচনা ৩৪০
শুধু তাকবিরাতে ইনতেকাল, না এর সাথে রফয়ে ইয়াদাইনও রাসুলের দায়েমি সুন্নাত কোনটি? ৩৪৪
মূল হাদিস ৩৫৫
রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা ৩৫৯
রফয়ে ইয়াদাইন-সংক্রান্ত মুনাযারা প্রতিপক্ষের কাছে কী লিখিত চাইবে? ৩৬৩
রফয়ে ইয়াদাইন-সংক্রান্ত মুনাযারা আহলে সুন্নাতের প্রশ্ন ও শর্ত ৩৬৫

যুবায়ের আলিযাঈর 'নুরুল কমরাইন'পোস্টমর্টেম ও পর্যালোচনা ৩৬৭
হাদিস ও গায়রে আহলে হাদিস ৩৬৮
দুঃশ্চিন্তা ৩৬৯
নুরুল কমরাইন ফি ইসবাতি রফয়িল ইয়াদাইন ৩৭০
থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে ৩৭১
সনদের আলোচনা ৩৭১
গায়রে মুকাল্লিদদের স্বীকারোক্তি ৩৭২
সনদের বাস্তবতা ৩৭৪
পর্যালোচনা ৩৭৪
ইবারত উদ্ধৃতকরণ ৩৭৬
সমালোচক ও প্রচারক ৩৭৬
ভিন্নদল নাকি তৃতীয়পক্ষ ৩৭৬
চার মাযহাব ৩৭৭
জবাব ৩৭৮
হাদিস ৩৭৮

নামাযে হাত বাঁধা পর্ব

নামাযে হাত বাঁধা ৩৮১
শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম ঠাঠুভি ৩৮২
ইবনে খুযায়মার বর্ণনা ৩৮৪
কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো ৩৮৫
হুলব আত তায়ির হাদিস ৩৮৭
শেষ আশ্রয় তাউসের মুরসাল ৩৮৯
ফায়েদা ৩৯২
কপিকারকের ভুল বাহানা ৩৯৩
নতুন চালাকি ৩৯৪
মিথ্যাই মিথ্যা ৩৯৫
আবদুর রহমান শাহীনের প্রতি খোলাচিঠি (২) ৩৯৭

তিন তালাক পর্ব

তিন তালাক এবং হালালা ৪০৬
হানাফি মাযহাব ৪০৮
তালাকের মাসআলা ৪০৯
কিয়াস ৪১২

তালাকের উত্তম পদ্ধতি ৪১২
গায়রে মুকল্লিদদের কুরআনের সাথে মতানৈক্য ৪১৩
হাদিস ৪১৩
গায়রে মুকাল্লিদদের কুরআন-হাদিসের সাথে শত্রুতা ৪১৪
১. লি'আনের হাদিস ৪১৪
২. হযরত আয়েশা রা.-এর হাদিস ৪১৫
৩. ইমাম হাসান বসরি রহ.-এর হাদিস ৪১৫
৪. হযরত ওবাদা রা. ৪১৬
৫.সুআঈদ বিন গফালা ৪১৬
৬. হযরত রুকানা রা.-এর হাদিস ৪১৭
৭. ইমাম আ'মশের হাদিস ৪১৭
৮. হযরত মাহমুদ বিন লাবিদের হাদিস ৪১৮
সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি ও ইমামগণের সাথে গায়রে মুকাল্লিদদের শত্রুতা ৪১৯
গায়রে মুকাল্লিদদের প্রথম দলিল ৪২৯
গায়রে মুকাল্লিদদের দ্বিতীয় দলিল ৪৩১
শরয়ি হালালা ৪৩৮
তিন তালাকের মাসআলা গায়রে মুকাল্লিদ মতবাদের খণ্ডন ৪৪১
তাহলিলের হাদিস ৪৬০
সুন্নাত পরিপন্থি তালাক ৪৬২
রাফেযিদের কিয়াস ৪৬২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি ৪৬৩

ঈদের মাসআলা পর্ব

ঈদের মাসায়েল ৪৬৬
নামকরণ ৪৬৬
ঈদের নামাযের বিধান ৪৬৬
সদকাতুল ফিতর ৪৬৭
নফল নামায ৪৬৮
সময় ৪৬৯
ঈদের নামাযের নিয়ম ৪৬৯
ফলাফল ৪৭২
খুতবা ৪৭৩

কিরাত ৪৭৩
সতর্কতা ৪৭৪
দুই ঈদের নামাযের তাকবির ৪৭৮
প্রতারণার নতুন রূপ ৪৮২
রাসুলুল্লাহর নির্দেশ ৪৮৩
উদাহরণ ৪৮৬
সারকথা ৪৮৮
দুই ঈদের নামায ৪৮৯
কুরবানি ইসলামের শিআর ৪৯৬
ইবরাহিম আ. এর কুরবানি ৪৯৭
তাওরাতে আলোচনা ৪৯৯
হযরত ইসমাইল আ. ৪৯৯
বসবাসস্থল ৫০০
সাধারণ কুরবানি ৫০২
আলইয়াসা নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ৫০৩
মূর্খ বন্ধু ৫০৫
সওয়াব ৫০৫
শিক্ষা ৫০৬
কুরবানির দিনগুলো ৫০৭
জন্তু কেমন হবে ৫০৭
কুরবানির অংশ ৫০৮
জন্তুর বয়স ৫০৮
একটি মজার গল্প ৫০৯
শেষকথা ৫১০

নিয়ত করা কি বিদআত?

بسم الله الرحمن الرحيم

১. মুহাদ্দিস আলবানি সাহেব নিয়ত সম্পর্কে লিখেছে,

والنية هي القصد فيحضر المصلى في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها(পৃ. ৭৬)

মুহাদ্দিস আলবানি নিয়তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যা লিখেছে তার পক্ষে সে কোনো হাদিস পেশ করতে পারেনি। বরং নিয়তের ব্যাখ্যা পূর্ণও লেখেনি। নামাযের অনেক বিষয় ইত্যাদির মধ্যে লুকিয়ে গেছে। তাই এই পরিপূর্ণ নিয়ত কোনো হাদিসের মধ্যে দেখানো হোক যে, অন্তরে নামাযের মূলের সাথে সাথে অমুক অমুক বিষয়ের নিয়ত করা হবে।

২. কী কারণ যে, সিহাহ সিত্তাহর মুসান্নিফগণের মধ্যে কেউ নামাযের অধ্যায়গুলোর মধ্যে নিয়তের অধ্যায় লেখেনি। তখন পর্যন্ত সকল মানুষ কি নিয়ত ছাড়া নামায আদায় করতো? এখনো কেউ নিয়ত ছাড়া নামায আদায় করলে তার নামায সহিহ হবে, না বাতিল হবে?

৩. নামাযি মনে মনে নামাযের নিয়ত করা ফরয, নাকি ওয়াজিব, নাকি সুন্নাত? মুহাজিরে উম্মে কইসের উপর যে হিজরত করা ফরয ছিলো, তার ফরয কি নিয়ত ছাড়া আদায় হয়ে গেছে, নাকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন যে, পুনরায় নিয়তের সাথে হিজরত করো?

৪. নামাযে ইমাম সাহেব ইমামতির এবং মুক্তাদি ইকতিদার নিয়ত মনে মনে করা ফরয, নাকি হারাম? হাদিস দ্বারা জবাব দিন।

৫. নামাযি মনে মনে এই নিয়ত করা যে, আমি ফরয পড়ছি, সুন্নাত পড়ছি, নফল পড়ছি। এটা ফরয, ওয়াজিব, নাকি সুন্নাত? হাদিস দ্বারা জবাব দিন।

৬. নামাযি মনে মনে এই নিয়ত করা যে, আমি যোহর পড়ছি, বা আসর পড়ছি বা মাগরিব পড়ছি, এটা ফরয, নাকি ওয়াজিব নাকি হারাম? হাদিস দ্বারা জবাব দিন।

৭. নামাযি মনে মনে এই নিয়ত করা যে, আমি ওয়াক্তি নামায পড়ছি, বা কাজা নামায পড়ছি। এটা ফরয, নাকি ওয়াজিব, নাকি হারাম? হাদিস দ্বারা জবাব দিন।

৮. হজের নিয়তের ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়তের সাথে মুখের নিয়ত ফরয, নাকি ওয়াজিব, নাকি হারাম?

৯. নামাযের ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়তের দৃঢ়তার জন্য মুখে নিয়ত করা কোনো আয়াত বা হাদিসে কি নিষেধ আছে?

১০. হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানি হাম্বলি রহ. গুনিয়াতুত তালেবিন কিতাবে বলেন, ওযু ও নামাযে অন্তরের নিয়তের সাথে মুখে নিয়ত করা ভালো ও উত্তম। এর বিরুদ্ধে আলবানি বলেন, বিদআতে গোমরাহি। কিতাব ও সুন্নাতের অস্বীকারকারী কে?

১১. কোনো ইবাদাতের দৃঢ়তা বা সহযোগিতার জন্য কোনো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা বিদআতে হাসানা, নাকি বিদআতে সায়্যিয়া? যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাসজিদ কাঁচা ছিলো। কোনো গোসলখানা, পেশাবখানা, পায়খানা, ওযুখানা, গালিচা, ফ্যান, মিনার কিছুই ছিলো না। গায়রে মুকাল্লিদের মসজিদে এগুলো সবকিছু আছে। এটা বিদআতে গোমরাহি। এমন মসজিদে নামায জায়েয কি না?

১২. কুরআনে ই'রাব লাগানো, ওয়াকফ লাগানো, ত্রিশ পারা, মঞ্জিল, রুকুর বণ্টন নববি যুগে ছিলো, নাকি বিদআত? এমন কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয কি না?

১৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মসজিদের নাম কী রেখেছেন? মসজিদে আহলে হাদিস, মসজিদে মুবারক, মসজিদে কুদুস, মসজিদে মুয্যাম্মিল, মসজিদে সিদ্দিকে আকবার। এই নামগুলো কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন। যদি বিদআত হয়, তাহলে এই মসজিদগুলোতে নামায জায়েয আছে কি না?

রফয়ে ইয়াদাইন পর্ব

রফয়ে ইয়াদাইন অর্থ নামাযে দুই হাত কান পর্যন্ত তোলা। তাকবিরে তাহরিমার সাথে একবার রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত। এ ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত নয়। নির্ভরযোগ্য দলিলের আলোকে এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো। -সম্পাদক

রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

بسم الله الرحمن الرحيم

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ভাইয়েরা, গায়রে মুকাল্লিদরা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করার মাসআলায় সারা দেশে নামাযিদেরকে বিরক্ত করছে যে, তোমাদের নামায হয় না। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ি। তোমরা রাসুলের বিপরীত নামায পড়ো। বক্তৃতা ও লেখালেখি পার করে চ্যালেঞ্জবাজি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। তাই আমরা চাচ্ছি, এই মাসআলায় গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে হবে। মুসলমানদের মাঝে ফাটল ও বিভাজনকে হাওয়া দিয়ে দীনের শত্রুদের হাতকে শক্ত করা যাবে না।

১. এই কথায় সকলে একমত যে, নামাযে একটি সুন্নাতে মুআক্কাদাও ছেড়ে দিলে সে নামাযকে সুন্নাত পরিপন্থি বলা হবে।

২. আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা চার রাকাআত নামাযে সর্বদা দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করে। আর এটাকে কমপক্ষে সুন্নাতে মুআক্কাদা বলে। আঠারো জায়গায় কখনো রফয়ে ইয়াদাইন করে না।

রফয়ে ইয়াদাইন করার দশ জায়গা হলো, প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের শুরু, চার রুকুর পূর্বে ও পরে। এই জায়গাগুলোর কোনো একটি জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দিলে নামায কমপক্ষে সুন্নাত পরিপন্থি হয়ে যাবে। রফয়ে ইয়াদাইন না করার আঠারো জায়গা হলো, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের শুরু। আর আট সিজদায় যাওয়ার সময় ও উঠার সময়। তারা এই আঠারো জায়গায় কখনো রফয়ে ইয়াদাইন করে না। এটা তাদের আমল।

৩. কোনো কোনো বর্ণনায় প্রত্যেক ওঠা বসায় রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা রয়েছে। সে অনুযায়ী চার রাকাতে আঠাশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত হবে। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদরা তার মধ্যে শুধু দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করে। আর আঠারো জায়াগায় সুন্নাত ছেড়ে দেয়। চার রাকাআত নামাযে আঠারোটি সুন্নাত ছেড়ে দিলে সেটা নববি নামায কীভাবে হবে?

৪. কোনো কোনো বর্ণনায় প্রত্যেক তাকবিরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা রয়েছে। আর চার রাকাআত নামাযে ২২টি তাকবির রয়েছে।[১] এরা ২২ তাকবিরের শুধু দুই তাকবিরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইন করে। আর বিশ তাকবিরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইন না করে সুন্নাত বর্জন করে।

৫. প্রকাশ থাকে যে, দাবি অনুযায়ী দলিল হবে। যার মধ্যে দাবির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সব উল্লেখ থাকবে। আমাদের টুটাফাটা অধ্যয়ন মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ ২৩ বছরের নববি জীবনে কোনো এক সাহাবিকে এই নির্দেশ দেননি যে, চার রাকাআত নামাযে দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করো ও আঠারো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করো না। তিনি যেহেতু এমন নির্দেশ দেননি, তাই গায়রে মুকাল্লিদরা বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে মানুষকে এমন নির্দেশ দেওয়া রাসুলের সরাসরি বিরোধিতা। তাদের গুনাহ থেকে মৌখিক তাওবা করে তাওবানামা প্রচার করা উচিত।

৬. পুরো হাদিসের ভান্ডারে একটিও এমন স্পষ্ট হাদিস পাওয়া যায়নি, যার মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চার রাকাআত নামাযে দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করবে না, অথবা আঠারো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করবে তার নামায সম্পূর্ণ সুন্নাত পরিপন্থি। তার নামায নববি নামায কখনো নয়। তাই গায়রে মুকাল্লিদরা এমন কথা বলা থেকেও তাওবা করা উচিত এবং তাওবানামা প্রচার করা উচিত।

৭. পুরো হাদিসের ভান্ডারে একটিও সহিহ স্পষ্ট হাদিস নেই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন এবং আঠারো জায়াগায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।

৮. ৫, ৬, ৭ নং কোনো একজন খলিফায়ে রাশেদ থেকে কোনো একটি সহিহ সনদ কোথায়, কোনো দুর্বল সনদেও প্রমাণিত নেই।

৯. ৫, ৬, ৭ নং আশারায়ে মুবাশশারা, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোনো একজন সাহাবি থেকেও কোনো সহিহ সনদ দূরের কথা দুর্বল সনদেও প্রমাণিত নেই।

১০. ৫, ৬, ৭ নং উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া কোনো একজন সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ি থেকেও বরং চার ইমামের কোনো একজন ইমাম থেকেও সহিহ বা দুর্বল সনদে প্রমাণিত নেই। দাবির পরিপূর্ণ ইতিবাচক ও

---

[১]. সহিহ বুখারি : ১/১০৮

নেতিবাচক দিকের উপর উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রমাণ পেশকারীদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নব যুবকদের পক্ষ থেকে তিন কোটি টাকার পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সকল গায়রে মুকাল্লিদ আজ পর্যন্ত প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ পারবেও না।

টীকা : এই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, গায়রে মুকাল্লিদদের দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছাড়া কারো কথা শরয়ি দলিল নয়। তাই তারা যেই হাদিস সহিহ বলবে, তা সহিহ হওয়াও আল্লাহ ও রাসুলের উক্তি থেকে প্রমাণ করবে। তেমনি যেই হাদিসকে যয়িফ বলবে, তা যয়িফ হওয়াও আল্লাহ এবং রাসুলের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করবে। কোনো উসুল বর্ণনা করলেও তা আল্লাহ এবং রাসুল থেকে বর্ণনা করবে। কোনো সমালোচনা করলেও তা আল্লাহ ও রাসুল থেকে দেখাবে। এ ছাড়া কিছু গ্রহণ করা হবে না।

১১. কোনো সময় গায়রে মুকাল্লিদ মুনাযির যখন তাদের দাবির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের উপর পরিপূর্ণ দলিল পেশ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বলে, আমরা দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা ও আঠারো জায়গায় না করার মৌখিক এবং সমর্থনমূলক হাদিস একেবারে দেখাতে পারবো না, তবে কর্মমূলক হাদিস দেখাবো। তবে শর্ত হলো তার সাথে সর্বদার শব্দ চাওয়া যাবে না। আঠারো জায়গায় না করার স্পষ্ট বিবরণ না চাইতে হবে। আর বলে, না করার স্পষ্ট বিবরণ দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমরা বলি, তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে ঝগড়া করো কেন? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত প্রথম তাকবিরের সময় রফয়ে ইয়াদাইন করে। এরপর কোনো জায়গায় করে না। এটাই তাদের পরিপূর্ণ মাসআলা। তার মধ্যে প্রথম তাকবিরের রফয়ে ইয়াদাইন আপনারাও করেন, বাকিগুলো না করার জন্য আপনারাই বলেছেন, হাদিস দেখানোর প্রয়োজন নেই। তাহলে আহলে সুন্নাতের মাসাআলা তো আপনারা মেনে নিয়েছেন। আর যদি আহলে সুন্নাতকে বাধ্য করা হয় যে, যেই জায়গায় আপনারা রফয়ে ইয়াদাইন করেন না, তার নিষিদ্ধতা ও রহিত হওয়ার হাদিস পেশ করুন এবং তিন লাখ টাকার পুরস্কার নিয়ে যান। তাহলে আহলে সুন্নাতও দাবি করবে যে, আপনারা আঠারো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন নিষেধ ও রহিত হওয়ার হাদিস দেখান এবং তিন কোটি টাকা পুরস্কার নিয়ে যান।

১২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরিধান করে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার উপর আমলও করেছেন। এই হাদিস

মুতাওয়াতির। যেমনটি আলবানি সাহেব তার কিতাব সিফাতু সলাতিন্নবির ৭০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন। এখন যারা জুতা খুলে নামায আদায় করে তাদের জন্যও কোনো নির্দেশ ও হাদিসে মুতাওয়াতির থাকলে তা কোথায়? সুন্নাতে মুতাওয়াতির কী?

১৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার রফয়ে ইয়াদাইন করা আলবানির উক্তি মতে দশজন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদি সেটাকে সুন্নাত বলেছেন। আলবানির উক্তি মতে ইমাম আহমাদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি রহ.ও এর প্রবক্তা ছিলেন।[১] কিন্তু বর্তমানে গায়রে মুকাল্লিদরা তার বিপরীত আমল করে চার রাকাতে ষোলোটি সুন্নাত পরিহার করে। আলবানির উক্তি মতে এই সুন্নাত তো দশ সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে। তার নিষেধ ও রহিত হওয়া কতজন সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে?

১৪. ইমাম বুখারি রহ. তার উস্তাদ হুমাইদি থেকে উদ্ধৃত করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু সালাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমলের উপর আমল করা হবে।[২]

ফতোয়ায়ে ওলামায়ে হাদিস (৪/৩০৬) কিতাবে সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লিখেছেন, এই রফয়ে ইয়াদাইন রহিত নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বয়সের কাজ। আর একথাও লিখেছেন, অবশ্যই যে এর উপর আমল করবে সে মৃত সুন্নাত জীবিতকারী হবে এবং একশত শহিদের সাওয়াবের যোগ্য হবে। অর্থাৎ সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত। যা মৃত হয়ে গেছে। এর জীবিতকারী শত শহিদের সওয়াব পাবে। কেমন যেন চার রাকাতে ২৬ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটাই শেষ আমল। কিন্তু ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নামাযের আলোচনা পর্যন্ত করেননি। আর গায়রে মুকাল্লিদরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নামায বর্জনকারী এবং সুন্নাতের বিপরীত নামায আদায় করে।

১৫. আল্লামা আলবানি প্রত্যেক তাকবিরের সময় রফয়ে ইয়াদাইন করাকে মেনে নিয়েছে। সে বলেছে, এই হাদিসও সহিহ। আর ইমাম ইবনে কায়্যিমের আল বাদায়ে ৪/৯৮ থেকে উদ্ধৃত করেছে যে, ইমাম আহমাদ রহ.ও এর প্রবক্তা ছিলেন।[৩] প্রত্যেক তাকবিরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদিস দ্বারা

---

১. সিফাতু সলাতিন্নবি : পৃ. ১৪৬, ১৪৭
২. বুখারি : ১/৯৬
৩. সিফাতু সালাতিন্নাবি : পৃ. ১৬১

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের সূচনাও যেহেতু তাকবির দিয়ে হয় তাই তখনও রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাত। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদরা ওই দুই রাকাতের শুরুতে তাকবিরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইন করে না। ওই দুই জায়াগায় রফয়ে ইয়াদাইন নিষেধ বা রহিত হওয়ার কোনো সহিহ হাদিস বা দুর্বল হাদিস কি দেখাতে পারে?

১৬-১৭. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাপড় পরে নামায আদায় করতেন। এই হাদিস মুত্তাফাক আলাইহিও, মুতাওয়াতিরও। ইমাম তহাবি রহ. এটাকে মুতাওয়াতির বলেন। (১/২৫৯) কাশফুন নেকাব কিতাবে হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেব প্রায় ৫৩ জন সাহাবি থেকে উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি এর এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যে, শুধু এক কাপড় পরে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুতাওয়াতির। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এক কাপড় পরেই নামায আদায় করতেন। জীবনে একটি নামাযও একাধিক কাপড় পরে নামায আদায় করেননি। যেই পুরুষ বা মহিলা একাধিক কাপড় পরে নামায আদায় করবে তার নামায মুতাওয়াতির সুন্নাতের বিপরীত। তার জন্য ফরয হলো, এটা নিষেধ বা রহিত হওয়ার পক্ষে সহিহ, স্পষ্ট, অপ্রত্যাখ্যাত মারফু হাদিস পেশ করে তিন লাখ টাকা পুরস্কার নিয়ে যাক। তাহলে এই উদ্দেশ্য কি সহিহ? বর্তমানে সকল গায়রে মুকাল্লিদ পুরুষ মহিলার নামায কি মুতাওয়াতির সুন্নাতের বিপরীত?

১৮. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিতেন, কাছে নিতেন, এক সঙ্গে অবস্থান করতেন। এই হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি।[১] মুতাওয়াতিরও।[২] এটা নিষেধ বা রহিত হওয়ার কোনো একটি হাদিস নেই। যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় এই কাজ করবে না, তার রোযা কি মুতাওয়াতির সুন্নাতের বিপরীত হবে? তার কী পরিমাণ গুনাহ হবে? তার উপর হাদিস অনুযায়ী কতগুলো বেত মারা হবে? গায়রে মুকাল্লিদরা এর উপর কত লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে?

১৯. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাতনিকে ঘাড়ে নিয়ে নামায আদায় করতেন। এই হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি।[৩] এটা নিষেধ বা রহিত হওয়ার মুত্তাফাক আলাইহি বা মুত্তাফাক আলাইহি নয় এমন কোনো হাদিস

---

১. সহিহ বুখারি : ১/২৫৮, সহিহ মুসলিম : ১/৩৫২
২. তহাবি : ১/৩৭৩
৩. বুখারি : ১/৭৪, মুসলিম : ১/২০৫

নেই। বর্তমানে যেসকল গায়রে মুকাল্লিদ পুরুষ মহিলা বাচ্চাদেরকে তুলে না নিয়ে নামায আদায় করে না, তাদের নামায বুখারি মুসলিমের হাদিসের বিপরীত হওয়ার কারণে সুন্নাতের বিপরীত হবে কি না? এটা নিষেধ ও রহিত হওয়ার উপর হাদিস পেশ করার উপর কত লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে?

২০. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। এই হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি। (বুখারি : ১/৩৫, মুসলিম : ১/১৩৩) এখন যে গায়রে মুকাল্লিদ পুরুষ মহিলা এই হাদিসের বিপরীত বসে পেশাব করে তার এই কাজ এই হাদিসের বিপরীত হওয়ার কারণে সুন্নাতের বিপরীত হবে কি না? তাদের থেকে আপনারা দাঁড়িয়ে পেশাব নিষেধ বা রহিত হওয়ার হাদিস কখনো জানতে চেয়েছেন কি? এর উপর তিন লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন কি?

২১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবিরে তাহরিমার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন।[১] তিনি কান পর্যন্ত হাত তুলতেন।[২] উভয় হাদিসের মধ্যে বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। কারণ উভয় হাদিস মানার উদ্দেশ্য এমন হবে যে, কখনো কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন, কখনো কান পর্যন্ত হাত তুলতেন। কিন্তু কেউ যদি প্রথম হাদিসের এই ভুল অনুবাদ করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন। জীবনে একবারও কান পর্যন্ত হাত তুলেনি। তাহলে এই অনুবাদ অবশ্যই ভুল। এক কারণ হলো, এটা অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা কথা। দ্বিতীয় তো অপর হাদিস এই অনুবাদের সাথে সাংঘর্ষিক। এখন তাকে কোনো একজন মানুষ বুঝালো, তুমি এই মিথ্যা অনুবাদ বাদ দাও। যার দ্বারা দুটি গুনাহ হবে। একটি হলো, রাসুলের উপর মিথ্যা আরোপ, দ্বিতীয় হলো, রাসুলের দ্বিতীয় হাদিস অস্বীকার। এই দুইটি বিষয় অনেক বড় গুনাহ। কিন্তু সে ব্যক্তি জেদের মধ্যে তার মিথ্যা অনুবাদ ছাড়লো না। বরং পুরো জোর দিয়ে এই হাদিসকে মিথ্যা বলল, যা তার মিথ্যা অনুবাদের বিপরীত। অন্য কোনো সহিহ হাদিসের বিপরীত নয়। তাহলে এটা কত বড় গুনাহ হবে। কিন্তু আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এই গুনাহের উপর অনেক দুঃসাহসী। তারা প্রথমে একটি হাদিসের পুরো ভুল ও মিথ্যা অনুবাদ করে।

---

[১] বুখারি : ১/১০২, মুসলিম : ১/২৬৯

[২] মুসলিম : ১/১৬৯

যা কোনো ইমামের নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সহিহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এরপর সে সকল হাদিস যা তাদের মিথ্যা অনুবাদের বিপরীত, তা মিথ্যা বলতে শুরু করে।

২২. এভাবে রফয়ে ইয়াদাইন কোথায় কোথায় করা হবে, সে বিষয়ে হাদিস বিভিন্ন রকম আছে। কিন্তু তার মধ্যে বাস্তবে বিরোধ নেই।

আলবানির উক্তি মতে দশজন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এক আধ হাদিসে আছে যে, করতেন না। আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের কথা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করেননি। সেই হাদিসের অনুবাদ তারা এমনভাবে করেছে যে, দশ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে। যখন তাদেরকে এই ভুল অনুবাদের উপর সতর্ক করা হলো, তারা তাদের সেই ভুলের উপর তাওবা করার পরিবর্তে, যা দশ হাদিসের বিপরীত ছিলো, সেই দশ হাদিসকে মিথ্যা বলে দিয়েছে। আর এই বলে হইচই শুরু করেছে যে, দশটির মধ্যে একটিও সহিহ নয়।

যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, দশটি হাদিসকে মিথ্যা বললে, আর একটি হাদিসকে সহিহ বললে, এরপর একটি হাদিসের এমন মিথ্যা অনুবাদ করলে যা দশ হাদিসের সাথে সাংর্ঘষিক হয়, এর কি কোনো দলিল আছে, নাকি মনের চাহিদা অনুযায়ী করলে? আপনাদের দলিল শুধু আল্লাহ ও রাসুলের কথা মানেন। আপনি আল্লাহ এবং রাসুল থেকে দেখিয়ে দিন যে, দশ হাদিস মিথ্যা এবং এক হাদিস সহিহ। একথাও আল্লাহ এবং রাসুল থেকে প্রমাণ করে দিন যে, এই এক হাদিসের সাথে দশ হাদিসের বাস্তব বিরোধ রয়েছে। আপনার অনুবাদ সত্যায়ন করিয়ে দিন। তাও করতে পারবে না। এটা তাদের মনের ইচ্ছা এবং মনের ইচ্ছা অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভুল অনুবাদ করে এবং আল্লাহর পবিত্র নবীর হাদিসের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে।

এর বিপরীত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে, হাদিসগুলোর মধ্যে বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। কারণ বিরোধ তো তখন হয়, যখন এক দিকে এভাবে থাকে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা শেষ বয়স পর্যন্ত সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। একটি নামাযও রফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া পড়েননি। আর অপর দিকে থাকবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করেননি অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। বরং পরিষ্কার কথা হলো, দশটি হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এটা সর্বদা করেছেন, বা ছেড়ে দিয়েছেন। এই দুই বিষয় থেকে দশ হাদিস নীরব।

হ্যাঁ, কিয়াসের একটি সর্বনিম্ন প্রকার আছে যেটাকে ইসতিসহাবে হাল বলে। তার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন করেছেন, তাহলে সর্বদা করেছেন। এটা কিয়াস নাকি হাদিস? তবে এই কিয়াসের বিপরীত একটি হাদিস পাওয়া গিয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই কিয়াসকে ছেড়ে দিয়েছে, যা এই হাদিসের বিপরীতে ছিলো। এখন যদি কোনো মানুষ সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করে, তাহলে তার কাছে সর্বদার জন্য হাদিস নেই, কিয়াস আছে। সে আহলে কিয়াস হবে, আহলে হাদিস নয়। আর যে ব্যক্তি সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করে না, সে এই কিয়াসকে বাদ দিয়ে হাদিসের উপর আমল করলো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে ছিলেন, যা দশজন সাহাবি বর্ণনা করেছে। বাকি পরে ছেড়ে দিয়েছেন, যা একজন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। কোনো ভুল অনুবাদ করতে হলো না, হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করতে হলো না।

এমনই অবস্থা প্রত্যেক তাকবিরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইন করার হাদিসের। তার কোনো একটিতে সর্বদা রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা স্পষ্ট নেই। তাই তা বর্জনের হাদিসের বিপরীত নয়। একই অবস্থা রুকুর সময়ে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদিসের।

মোটকথা, গায়রে মুকাল্লিদদের দাবি ও আমলের পক্ষে একটিও সহিহ স্পষ্ট হাদিস নেই, যার মধ্যে দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন সর্বদা করা ও আঠারো জায়গায় সর্বদা না করার কথা উল্লেখ থাকবে। তাই রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদিস সেই হাদিসের বিপরীত না যা গায়রে মুকাল্লিদরা পেশ করে। বরং তাদের মিথ্যা অনুবাদের বিপরীত। তারা যদি সর্বদা রফয়ে ইয়াদাইন করার মিথ্যা পরিহার করে, তাহলে হাদিসগুলোর মধ্যে বিরোধ দৃষ্টিগোচর হবে না।

২৩. জামপুরের গায়রে মুকাল্লিদরা 'ইসবাতে রফয়ে ইয়াদাইন' নামক একটি লিফলেট প্রচার করে এলাকার পরিবেশ দুর্গন্ধ করে ফেলেছে। অথচ তারা সেই লিফলেটে এমন একটি হাদিসও পেশ করতে পারেনি, যার মধ্যে তাদের আকিদা ও আমলের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক ৫, ৬, ৭ নম্বরের

তাজাল্লিয়াতে সফদার

তাজাল্লিয়াতে সফদার

ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও পর্যালোচনা

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন সফদার রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নুরুজ্জামান

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক

মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

তাজাল্লিয়াতে সফদার (পঞ্চম খণ্ড)
মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা :
মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৮৬০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-০-৮

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

সূচিপত্র

ফাতিহা পাঠপর্ব

নামাজে সুরা ফাতিহার বিধান ১৭
নামাযে কিরাত আলোচনা ১৯
একাকী নামায পড়ার পদ্ধতি ২২
জামাতে নামায আদায়ের পদ্ধতি ২৪
উদাহরণ ২৫
ইমামের পেছনে কিরাত পড়ার মাসআলা ৩১
দলিল ৩১
আলোচনার বিষয় ৩২
ফাতিহা কিরাত ৩৩
ইমামের কিরাত ৩৫
পূর্ণ হাদিস ৪৬
কামাল তথা পরিপূর্ণতার নাকচ ৪৯
মুক্তাদি ৫০
সাহাবির বুঝ ৫১
আবু দারদা রা.-এর হাদিস ৫৬
স্বর্ণযুগ ৫৭
নতুন মজলিস ৫৯
কিতাব ও সুন্নাত ৬০
ইমামের পেছনে আংশিক কিরাতের বিধান ৬৬
হযরত ইমাম বুখারি রহ. ৬৬
হাদিস শ্রবণ ৬৬
প্রথম দেশত্যাগ ৬৭
দ্বিতীয়বার দেশত্যাগ ৬৮
তৃতীয়বার দেশত্যাগ ৬৯
চতুর্থবার দেশত্যাগ ৬৯
দুটি পুস্তিকা ৬৯

ভূমিকা ৭১
নামাযির প্রকারভেদ ৭২
খায়রুল কালাম ফিল কিরাতি খলফাল ইমাম ৭৫
ইমাম ও মুক্তাদির জন্য কিরাত বিধান ও কিরাত সর্বনিম্ন পরিমাণ ৯৩
যে রুকু পেয়েছে ৯৮
কিয়াসই কিয়াস ১০৩
আরো কিছু সনদবিহীন উক্তি ১০৪
হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ১১৪
হযরত উমর রা. ১১৬
'খিদাজ'-সংক্রান্ত হাদিস ১২৭
হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর অভিমত ১৩৪
ইমামের পেছনে কি সুরা ফাতিহার অধিক পড়া যাবে? ১৩৮
ঝগড়া-সংক্রান্ত হাদিস ১৪৩
মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবি রহ. ১৫১
ভুল নামায আদায়কারীর ব্যাপারে হাদিস ১৫১
আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক ১৬৬
মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ১৬৮
জরাহ'র ক্ষেত্রে কঠোরতা ১৬৯
ফাতিহা উম্মুল কুরআন ১৭১
উবাদাহ রা.-এর হাদিস ১৭২
১৫০-১৫৪ পর্যন্ত বিশ্লেষণ ১৭৬
ইলযামী উত্তর ১৭৭
প্রকৃত অবস্থা ১৭৮
আরেকটি কিয়াস ১৭৮
সিদ্দিকি যুগ ১৮২
ফারুকি ও উসমানি যুগ ১৮২
আলি রা.-এর যুগ ১৮৩
ইবনে আব্বাস রা. ১৮৩
আরো একটি যুক্তি ১৮৪
আরো একটি স্বাতন্ত্র্য ১৮৪
লোকমার ওপর কিয়াস ১৯০
রুকুপ্রাপ্ত ব্যক্তির আলোচনা ১৯১
রাকাত পেলে নামাযও পাবে ১৯৫

রাকাত কখন পাবে? ১৯৬
প্রথম সমালোচনা ১৯৬
দ্বিতীয় সমালোচনা ১৯৬
বিরোধিতা বা অত্যুক্তি ১৯৭
উসুল ১৯৯
খিদাজের অর্থ ২০১
বিতর নামায ২০৩
আমিনের আলোচনা ২০৪
প্রত্যেক রাকাতে কিরাত ২০৭
তাসবিহর নামায ২০৯
প্রথম রাকাতকে দীর্ঘ করা ২১২
ফজরের জামাত ২১৩
ইমামের পেছনে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত না পড়া-সংক্রান্ত অধ্যায় ২১৫
হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ২১৫
হযরত আনাস রা.-এর হাদিস ২১৬
আবু কিলাবাহ রা.-এর হাদিস ২১৭
উবাদাহ ইবনে সামিত রা.-এর হাদিস ২১৮
ইমরান বিন হুসাইন রা.-এর হাদিস ২২০
হাদিসে খিদাজ ২২১
যে ইমামের উচ্চৈঃস্বরের কিরাত সাথে কাড়াকাড়ি করে, তাকে পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি-সংক্রান্ত অধ্যায় ২২২
মুনাযাআত-সংক্রান্ত হাদিস ২২২
চুপ থাকা-সংক্রান্ত হাদিস (আবু মুসা রা.) ২২২
চুপ থাকা-সংক্রান্ত হাদিস (আবু হুরাইরা রা.) ২২৬
একটি বিস্ময় ২২৮
ইমামের বিরতির সময় কিরাত পড়া, যখন ইমাম তাকবিরে তাহরিমার পর ও রুকুর পূর্বে বিরতি দেবে ২২৯
যোহরের চার রাকাতের প্রত্যের রাকাতে কিরাত পড়া চাই ২৩৪
ওবাদা বিন সামেত রা.-এর হাদিসের বিশ্লেষণ ২৩৯
এগারো রাকাতের মাসআলা ২৩৯
উচ্চ আওয়াজের নামায ২৪১
ওবাদা রা.-এর হাদিস ২৪২

নামায বাতেল নয় ২৪৩
বিপরীতমুখী বক্তব্য ২৪৪
দাবি ২৪৪
পরিপূর্ণ হাদিস ২৪৪
প্রথম কথা ২৪৫
ইমাম মালেক রহ. ২৪৬
ইমাম শাফেয়ি রহ. ২৪৭
ইমাম আহমাদ ২৪৭
সনদের আলোচনা ২৪৮
মাকহুল ২৪৮
মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ২৪৯
তাদলিস ২৫১
ইমাম বুখারি রহ. প্রমুখ ও এই হাদিস ২৫৩
ইমাম যুহুরি ২৫৩
আবদুল্লাহ বিন মুবারাক ২৫৪
হানাফি ওলামা ২৫৬
হানাফি উসুলের আশ্রয় ২৫৬
খবরে ওয়াহেদ সম্পর্কে হানাফিদের উসুল ২৫৮
কুরআনের বিপরীত ২৫৮
প্রসিদ্ধ সুন্নাতের বিপরীত ২৫৯
প্রসিদ্ধ ঘটনা ২৫৯
ইমামগণের এড়িয়ে যাওয়া ২৬০
অর্থগত দিক ২৬০
ইসতিসনায়ী বা ব্যত্যয় বাক্য ২৬১
মুনাযাআত বা ধাক্কাধাক্কির অর্থ ২৬৩
কারণ বর্ণনামূলক বাক্য ২৬৪
বিরোধ নিরসন ২৬৫
প্রথম আয়াত ২৬৫
দ্বিতীয় আয়াত ২৬৬
তৃতীয় আয়াত ২৬৭
চতুর্থ আয়াত ২৬৭
মক্কা মুকাররমা ২৬৮
মদিনা মুনাওয়ারা ২৬৮

কুফা ২৬৯
বসরা ২৬৯
কাড়াকাড়ির হাদিস ২৭০
হুমকি ধমকি ২৭১
স্মরণীয় ২৭৩
এই বিদআত কবে শুরু হলো ২৭৫
কিরাত মাসআলা এবং চ্যালেঞ্জবাজি ২৭৭
বিসমিল্লাহ কি ফাতিহার অংশ? ২৮২
আবদুল মালিকের যুগ ২৮২
৯০ হিজরি ও ইমাম সাহেব রহ. ২৮৩
ইমাম যুহরি ও আবদুল মালিকের কথোপকথন ২৮৪
সিন্ধুর পর হিন্দ ২৮৫
বাস্তবতার স্বীকার ২৮৬
ইংরেজ শাসন ২৮৭
নামায ভুল ২৮৮
কুরআন ভুল ২৮৯
ইখতিলাফের অধিকার ২৯০
দুইশ'র মধ্যে শুধু একটি কেন? ২৯১
দাবির ব্যাখ্যা ২৯১
প্রথম দলিল ২৯৩
بسم الله উচ্চৈঃস্বরে না পড়া ২৯৪
হাদিসে কুদসি ২৯৬
বিদআত ২৯৭
আয়াতের হাওয়ালা ২৯৭
প্রত্যুত্তরের দৈন্যদশা ২৯৯
সামগ্রিক চিত্র ২৯৯
উম্মে সালামা রা.-এর রেওয়ায়াত ৩০১
সাইয়্যিদুনা মুআবিয়া রা. ৩০২
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ বিষয়ে লিখিত পত্র ৩০৪
'সুরায়ে ফাতিহা ও আহনাফ' পুস্তিকার ব্যাপারে কিছুকথা ৩০৭
সুরায়ে ফাতিহার ভূমিকা ৩০৯

রাসুলের হাদিসের সাথে গায়রে মুকাল্লিদদের ধোঁকা ৩১০
খিদাজ ৩১১
পরিভাষাসমূহ ৩১২

[আমিন পর্ব]

আমিনের মাসআলা ৩১৭
উচ্চ আওয়াজে আমিন বলার সূচনা ৩১৮
ফাখের ইলাহাবাদী ৩১৯
মাওলানা হুসাইন বাটালভী ৩২০
মজার গল্প ৩২৩
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে আমিনের মাসআলার উপর লিখিত পত্র ৩২৮

[তারাবিহর রাকাত পর্ব]

তারাবিহ নামাযের বিশ্লেষণী পর্যালোচনা ৩৩৩
তারাবিহ ৩৩৩
তারাবিহর অর্থ ৩৩৫
তারাবিহের রাকাত ৩৩৭
সাইয়্যিদুনা আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ ৩৩৮
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৩৩৮
আরও একটি দাবি ৩৪০
পাগলামির স্পর্ধা ৩৪১
দ্বিতীয় স্পর্ধা ৩৪১
তৃতীয় স্পর্ধা ৩৪২
চতুর্থ স্পর্ধা ৩৪২
আমাদের জিজ্ঞাসা ৩৪৩
ধূর্ততা ৩৪৪
ন্যায়ের ডাক দাও ৩৪৭
প্রগলভতা ৩৪৮
কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ৩৪৮
দলিলের উপর দৃষ্টি ৩৪৮
দাবি ৩৫০
রাবিদের আলোচনা ৩৫০
তারাবিহ নামায ও ‘সালাতুর রাসুল’ ৩৫২

১. 'তারাবিহ নামাযের বয়ান' ৩৫২
২. দলিল ছাড়া দাবি ৩৫২
৩. তারাবিহর অর্থ ৩৫২
৪. তারাবিহ নামাযের সংজ্ঞা ৩৫৩
৫. তিন রাতের তারাবিহ ৩৫৩
১৮. হযরত উমর রা.-এর নির্দেশ ৩৫৮
প্রমাণের দাবি ৩৬০
তারাবিহর মাসআলার বিশ্লেষণ ৩৬২
গোড়ার কথা ৩৬২
চালাকি ৩৬৪
বিস্ময় ৩৬৪
বিস্ময়ের পর বিস্ময় ৩৬৪
প্রারম্ভিকা ৩৬৬
দাবি ৩৭১
সুন্নাতের সংজ্ঞা ৩৭১
সমন্বয় ৩৭৪
তারাবিহ-এর মাসআলা ৩৭৫
বিশ রাকাত তারাবিহর হাদিস ৩৭৬
পার্থক্য ৩৮০
রাবির অবস্থা ৩৮০
নোট ৩৮১
ফারুকি ও উসমানি যুগ ৩৮৩
আলি রা.-এর শাসনামল ৩৯১
অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনদের আমল ৩৯৩
আইম্মায়ে আরবাআ ৩৯৬
উম্মতের ইজমা ৩৯৭
উদাহরণ ৩৯৯
বিশেষ দ্রষ্টব্য ৩৯৯
হযরত জাবির রা.-এর হাদিসের জবাব ৪০৩
উবাই ইবনে কাআব রা.-এর রেওয়ায়াতের জবাব ৪০৪
গায়রে মুকাল্লিদ ও রাসুলুল্লাহ সা.-এর বিরোধিতা ৪০৫
১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহিম মীর শিয়ালকোটীর সাক্ষ্য ৪০৮
২. আল্লামা ওয়াহীদুযযামানের সাক্ষ্য ৪০৮

উপদেশ ৪০৮
'সালাতুত তারাবিহ' একটি বিশ্লেষণী মূল্যায়ন ৪১৩
আলবানী ৪১৩
প্রকৃত বাস্তবতা ৪১৪
সালাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪১৫
তারাবিহ নামায ৪১৬
তারাবিহর জামাত ৪১৭
সুন্নাতের পরিচয় ৪১৯
তাহাজ্জুদ নামায ৪২১
রাকাত সংখ্যা ৪২২
হযরত আয়িশা রা.-এর হাদিস ৪২২
হযরত জাবির রা.-এর হাদিস ৪২৩
বিশ রাকাত তারাবিহের নির্দেশ ৪২৫
ইসতিগফারের উপমা ৪২৬
দুরুদ শরিফের উপমা ৪২৬
ফারুকি শাসনামল ৪২৭
গ্রহণ ও পরিত্যাগের মানদণ্ড ৪২৯
ইজমা ৪৩০
মতবিরোধের অধিকার ৪৩২
সুন্নাতের অনুসরণ ৪৩২
শেষকথা ৪৩২
সুন্নাতসম্মত তারাবিহর নামায ৪৩৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলনীতি ৪৩৪
হাদিস মতে আমল ৪৩৬
বিশ রাকাত তারাবিহ ৪৩৮
ফারুকি নির্দেশ ৪৩৯
ফারুকি যুগ ৪৩৯
উসমানি যুগ ৪৪০
মুরতাযাবি যুগ ৪৪০
জমহুর সাহাবায়ে কেরাম ৪৪২
তাবেয়িনে কেরাম ৪৪২
চার ইমাম ৪৪৩
আট রাকাত তারাবিহ ৪৪৪

কিছু বিভ্রান্তি ৪৪৪
তারাবিহ নামায ৪৪৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমযান ৪৪৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ দশক ৪৪৮
জামাতের সাথে তারাবিহ ৪৪৮
রিসালাতের যুগ ৪৫০
নোট ৪৫০
ফারুকি ও উসমানি যুগ ৪৫০
আলি আল মুরতাযাবি যুগ ৪৫১
বসরা ৪৫২
ইজমায়ে উম্মত ৪৫২
চার ইমাম রহ. ৪৫২
আট রাকাত তারাবির বিধান ৪৫৩
তারাবিহ-সংক্রান্ত একটি চিঠির জবাব ৪৫৫
সূচনা ৪৫৬
প্রথম বিজয় ৪৫৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৪৫৭
প্রথম পরাজয় ৪৫৮
গতকালের উৎপাদন ৪৫৯
তাকলিদ ৪৬০
সালাফি ৪৬২
আমাদের সঠিক নাম ৪৬৩
সহিহ হাদিস মতে আমল ৪৬৪
লজ্জার কথা ৪৬৭
ব্যাখ্যা ৪৭১
আহলে সুন্নাতের দলিলসমূহ ৪৭২
এখন দ্বিতীয় দিকটি দেখুন ৪৭২
বুখারি ও মুসলিমের রাবি ৪৭৩
আবু শায়বা ৪৭৪
উখাড়বীর পিছু ৪৭৬
রাসুলের সাথে বেআদবি ৪৭৭
মিথ্যা ও অপবাদ ৪৭৮
ফেরাড় ৪৭৯

বিরোধসমূহ ৪৭৯
দুইশত সাহাবির সাথে আতার সাক্ষাৎ ৪৮০
আরেকটি বিরোধ ৪৮০
লাডকানার মুনাযারা ৪৮১
তারাবির রাকাতসংখ্যা ৪৮১
ফায়েদা ৪৮২
সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ৪৮৩
তাকলিদ ৪৮৪
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ৪৮৬
মূলনীতি ৪৮৯
তাকলিদ ৪৮৯
তাকলিদে শাখসী বা নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলিদ ৪৯০
বিশ রাকাত তারাবিহ সম্পর্কে গবেষণামূলক লেখা ৪৯২
মুহাদ্দিস সাহেবের দাবির পোস্টমার্টেম ৪৯৫
হযরত জাবের রা.-এর বর্ণনা ৪৯৫
ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস ৪৯৬
ফারুকি যুগ ৪৯৮
মুহাদ্দিস সাহেবের যোগ্যতা ৪৯৮
হযরত আতা রহ.-এর সাক্ষ্য ৫০১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সকল হাদিসের উপর আমল করে ৫০৬
সারকথা ৫১১
তারাবির মাসআলা ৫১৪
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে তারাবিহর বিষয়ে লিখিত পত্র ৫২৫
কিয়ামের মাসআলা ৫২৫

ফাতিহা পাঠপর্ব

[অন্যান্য সুরার মতো সুরা ফাতিহাও কিরাত। ইমামের পেছনে নামায পড়াকালে ইমামের ফাতিহা মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট। মুক্তাদি ফাতিহা পাঠ না করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য এটাই। যারা বলে, মুক্তাদিকে সুরা ফাতিহা পড়তেই হবে, না পড়লে নামায হবে না; তারা একটি ইজতিহাদি মাসআলায় বাড়াবাড়ি করছে। যা প্রকারান্তেরে তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। -সম্পাদক]

নামাজে সুরা ফাতিহার বিধান

গায়রে মুকাল্লিদ আলেমরা তাদের সাধারণ মানুষকে একথা বলে রেখেছে যে, সুরা ফাতিহা কিরাত নয়, অথচ এটা স্পষ্ট হাদিসের অস্বীকার। কোনো গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়ের নসিবে যদি রাসুলের হাদিস মানার সৌভাগ্য হয়, এই আশায় আমরা কিছু হাদিস লিখে দিয়েছি। যদিও তাদের থেকে হাদিস মানার সম্ভাবনা খুবই কম।

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির দিয়ে নামায শুরু করতেন। আর الحمد لله رب العالمين দিয়ে কিরাত শুরু করতেন।'[১]

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত ওসমান রা. الحمد لله رب العالمين দিয়ে কিরাত শুরু করতেন।[২]

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بالحمد لله رب العالمين

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির দিয়ে নামায শুরু করতেন। আর الحمد لله رب العالمين দিয়ে কিরাত শুরু করতেন।[৩]

عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

---

১. সহিহ মুসলিম : ১/১৯৪
২. জামে তিরমিযি : ১/৫৭
৩. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩১

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা., হযরত উমর রা. الحمد لله رب العالمين দিয়ে কিরাত শুরু করতেন।[১]

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين .

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাত শুরু করতেন, الحمد لله رب العالمين দিয়ে।[২]

عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা., হযরত উমর রা. الحمد لله رب العالمين দিয়ে কিরাত শুরু করতেন।[৩]

عن أبى هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءةبالحمد لله رب العالمين

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الحمد لله رب العالمين দিয়ে কিরাত শুরু করতেন।[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির ও (الحمد) কিরাত মাঝে সানা পাঠ করতেন।[৫] [৬]

১. সুনানে নাসায়ি : ১/১৪৩
২. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৫৮, ৫৯
৩. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৫৯
৪. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৫৯
৫. সহিহ বুখারি : ১/১০৩
৬. লেখাটি মূল কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠায় আছে

নামাযে কিরাত আলোচনা

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। সপ্তাহের প্রথম সকাল। আমি ক্লাসে যাবার উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়েছি। দরজা খুলে দেখি, বাইরে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। খুব আদবের সাথে আমাকে সালাম দিলো। বিনয়ের সহিত আমার নাম জিজ্ঞেস করলো? তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। বলতে লাগল, হুজুর! আমি বহুত পেরেশানিতে আছি। আপনি একটু সময় বের করে আমার আবেদনটুকু একটু শুনুন।

আমি তাকে আমার সাথে দরসগাহে নিয়ে এলাম। সে তার কাহিনি বলতে শুরু করল– আমি খুব বদনসিব ও গুনাহগার মানুষ। আমি অমুসলিমদের এক কলেজে পড়তাম। সেখানে আমরা মাত্র ছয়জন ছিলাম মুসলমান। আমাদের মাঝে একজনের তাবলিগ জামাতের সাথে সম্পর্ক ছিল। তার দাওয়াতে আমরাও তাবলিগের যুক্ত হলাম। আল্লাহর রহমতে নামাযের পাবন্দি করতে শুরু করলাম। সব কাজ ফেলে জামাতে শরিক হবার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। এমনকি তাকবিরে উলার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতাম। নিজেদের ভাই-বোন এবং এলাকার বন্ধু-বান্ধবদেরও দাওয়াত দিতাম। এতে করে আল্লাহর রহমতে অনেক সফলতাও আসছিল। তাদের মাঝে অনেকে নামায পড়া শুরু করে দেয়। আমি সেই সাথে অতিক্রান্ত কাজা নামাযও আদায় করতে শুরু করে দেই। সবাই অতীত ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। তাওবা করতো অতীত গুনাহের।

এ সব বলতে বলতে যুবকের দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল। আমি যুবকটির কথা শুনে খুবই পেরেশান হচ্ছিলাম। মনে মনে দোয়া করছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমানের মনে তাঁর ইবাদতের এমন জযবা ও আগ্রহ মনে বসিয়ে দেন।

وما ذلك على الله بعزيز

যুবকটি বলতে লাগল, পরশু দিন আমরা গাড়িতে করে তাবলিগের মারকাযে যাচ্ছিলাম। গাড়িতে কিছু পুরাতন বন্ধুর সাথে দেখা হলো। মেডিকেলে আমরা

এক সাথে পড়তাম। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করল– কোথায় যাচ্ছিস? আমরা বললাম, তাবলিগের মারকাযে। আমরা বললাম, চলো আমাদের সাথে মারকাজে যাই। তারা বলতে লাগল, আরে তোমাদের নামাযই তো হয় না। আমরা বললাম, কেন? তারা বলল, তোমরা কি ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়? আমি বললাম, না, পড়ি না।

তারা পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে তাতে লিখল– 'তোমাদের আকিদা হলো ফাতিহা ছাড়া নামায হয়ে যায়।' এটা লেখার পর আমাকে বলল, এর উপর দস্তখত করে দাও। আমি তাতে দস্তখত করে দিলাম। সে আমাকে বলল, 'তুমি এমন হাদিস আনবে, যার অর্থ হলো ফাতিহা ছাড়া নামায হয়ে যায়। আর আমি সেসব হাদিস আনবো, যার অর্থ হবে ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না।"

এ কথোপকথনের পর আমি মারকাযে চলে গেলাম। বয়ান শুনলাম। তারপর কয়েকজন বড়দের এ কাগজটি দেখালাম। তাদের বললাম, এ কাগজের বক্তব্য অনুযায়ী একটি হাদিস লিখে দিতে। তারা আপনার নাম বলে বললেন যে, আপনার কাছে এসে এ মাসআলা বুঝে নিতে। আমি কাল জুমআর দিন আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি অন্য কোথায় যেন জুমআ পড়াতে চলে গিয়েছিলেন। আমি যখন জুমআর নামায পড়ে ঘরে আসলাম। তখন দেখি আমার সেই কলেজ সাথি আরো মৌলবি নিয়ে আমার বাসায় এসে বসে আছে। আমিও তাদের সাথে বসে গেলাম। এক মৌলবি সাহেব সালাম-কালাম ছাড়াই খুবই ভয়ানক উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগল, যদি কোন হানাফি একটি সহিহ স্পষ্ট, মারফু, গায়রে মাজরুহ হাদিস দেখাতে পারে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেছেন, তাহলে আমি ফাতিহার একেক হরফের উপর দশ টাকা করে পুরস্কার দিব। যার সংখ্যা হাজার টাকা হয়ে যাবে।

আরেক মৌলবি বলতে লাগল, একে তো তুমি প্রথমে নামাযই পড়তে না। বেনামাযি ছিলে। এখন নামায পড়ছো, কিন্তু সেই বেনামাযিই রয়ে গেলে। তোমাদের নামায বাতিল এবং বেকার। তোমাদের নামায আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। শুধু তোমাদের নামায নয়, তোমাদের ধর্মও সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। যদিও আমরা ও তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই নামায পড়ি। কিন্তু আমরা বলি, যার কালিমা পড়ো তার কথাই মান্য করো। আর তোমরা বলে থাক যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালিমা পড়ো। আর কথা মান ইমাম আবু হানিফার। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে,

ইমাম আবু হানিফা রহ. খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু ইলমে হাদিসে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন। এ জন্য কিয়াস করে মাসআলা বলতেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলে দিতেন যে, যখন সহিহ হাদিস পাওয়া যাবে, তখন আমার কিয়াসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের উপর আমল করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ হাদিস হলো, 'ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না।' এ হাদিস ইমাম আবু হানিফা রহ. পাননি। তাই তিনি কিয়াস করে বলে দিলেন যে, ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়বে না। এখন যেহেতু আমরা এ সহিহ হাদিস পেয়ে গেলাম, তখন এ সহিহ হাদিসের উপর আমল করার দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুশি হবেন, সেই সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ.-ও। আর যদি এ হাদিসের উপর আমল না করা হয়, তাহলে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই অসন্তুষ্ট হবেন না, ইমাম আবু হানিফা রহ.-ও অসন্তুষ্ট হবেন। কেননা তিনি বলে গেছেন, সহিহ হাদিস পেলে তার কথা ছেড়ে দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই যেন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু হানাফিদের অবস্থা হলো–

'না খোদা মিলেছে না মূর্তি মিলেছে,
না এই দিকে পথ না ওই দিকে।'

তোমাদের সারা জীবনের একটি নামাযও কবুল হয়নি। তোমাদের নামায দ্বারা আল্লাহও অসন্তুষ্ট, তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট ইমাম আবু হানিফা রহ.-ও। এখনো তাওবার পথ খোলা আছে। তাওবা করো।

যুবক ঘটনাটি শেষ করে বলতে লাগল, আসলেই কি আমরা নামায পড়া সত্ত্বেও নামাযি নই? আসলেই আমাদের নামাযের প্রতি আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট? আমার সকল নামাযই কি বরবাদ? একথা বলে যুবকটি আবার কাঁদতে শুরু করে দিল। বলতে লাগল, দুনিয়াব্যাপী অধিকাংশ নামাযি মুসলমানরা আসলেই কি বেনামাযি? আমার নামাযের কী হবে? আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এ মাসআলা বুঝিয়ে দিন।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আরে ভাই! এ মাসআলা এতো কঠিন নয়, যেমন তুমি মনে করছ। আসল কথা হলো, মাসআলা এক সুরার নয়, বরং পূর্ণ কুরআনের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু দীনে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে গেছেন। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ কুরআনের মাসআলা বুঝিয়ে গেছেন।

এটা তো আপনি জানেন যে, নামায পড়ার পদ্ধতি দুইটি। যথা– হয়তো আপনি একাকী নামায পড়বেন। যেমন সুন্নাত, নফল ইত্যাদি। অথবা আপনি জামাতের সাথে নামায পড়বেন। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, জুমআ, ঈদের নামায ইত্যাদি। এ ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি নেই।

একাকী নামায পড়ার পদ্ধতি

ইসলামের শুরুলগ্নে তাহাজ্জুদ নামায পড়া ফরয ছিল। তাহাজ্জুদ নামায লোকেরা ঘরে একা একা পড়ে নিত। সহিহ মুসলিমের হাদিস অনুপাতে এটি এক বছর ফরয ছিল। তারপর এর ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার বিধান অবতীর্ণ হলো–

فاقرؤ ما تيسر من القرآن

তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ মনে হয়, তা পাঠ করো।[১]

এ আয়াতে পূর্ণ কুরআন বিদ্যমান। পানির প্রতিটি ফোঁটাই যেমন পানি, তেমনই কুরআনের প্রতিটি আয়াতকেই কুরআন বলা হয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে সাধারণভাবে কুরআন পড়া ফরয। এ আয়াতে কোনো সুনির্দিষ্ট আয়াত বা সুরার কথা বলা হয়নি। কোথাও মজলিস হলে, কোনো কারি সাহেবকে যদি বলা হয়, আপনি কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করুন। কারি সাহেব যদি জিজ্ঞেস করে, কোত্থেকে পড়বো? তখন আপনি যদি বলেন, যেখান থেকে তোমার সহজ মনে হয়, সেখান থেকে পড়ো। তাহলে কারি সাহেব পূর্ণ কুরআনের যেখান থেকেই পড়ুক না কেন আপনার উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যাবে।

এবার খেয়াল করুন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা একা নামায পড়ার কী পদ্ধতি শিখিয়েছেন?

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ল। নামায শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিয়ে বললেন– তুমি ফিরে যাও! এবং আবার নামায পড়ো, কেননা তুমি আসলে নামায পড়নি। লোকটি ফিরে গেল, গিয়ে পূর্বের মতোই আবার নামায পড়লো। তারপর এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। রাসুল

১. সুরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ২০

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি ফিরে যাও! তুমি মূলত নামায পড়োনি। তিনবার এমন হওয়ার পর লোকটি বলল, ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে ভালোভাবে নামায আদায় করতে পারি না। আপনি আমাকে নামায শিখিয়ে দিন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তাকবির বলবে, তারপর তোমার কাছে কুরআনের যতটুকু সহজ মনে হবে, তাই তিলাওয়াত করবে। তারপর যতক্ষণ না নিজেকে রুকুকারী মনে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রুকু করবে। তারপর মাথা তুলবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। এরপর সিজদা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর পূর্ণ নামায আদায় করবে।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী নামায আদায়কারীর জন্য যেমন তাকবির, রুকু ও সিজদার হুকুম দিয়েছেন, তেমনই কুরআনে কারিম তিলাওয়াতেরও হুকুম দিয়েছেন। এ ঘটনাটি হযরত রেফাআ বিন রাফেজ রা.-ও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, তুমি যখন কিবলার দিকে মুখ করবে, তখন তাকবির বলবে, তারপর সুরা ফাতিহা পড়বে। তারপর (কুরআনুল কারিমের) যা জানো, তা পড়ো।[২]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমাদের আদেশ দেওয়া হলো যে, সুরা ফাতিহা ও (কুরআনে) যা কিছু সহজ, তা যেন তিলাওয়াত করি।[৩]

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন যে, মদিনায় ঘোষণা করে দাও যে, কুরআন পড়া ছাড়া নামায হয় না। অন্তত সুরা ফাতিহা ও তার সাথে আর কিছু অতিরিক্ত হোক।[৪]

হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নামাযে সুরায় ফাতিহা পড়া হয় না, তা অপূর্ণাঙ্গ, তবে যদি ইমামের পেছনে নামায পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা।[৫]

---

১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭৬০, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৯১১, সহিহ ইবনে হিব্বান : হাদিস নং ১৮৯০, সহিহ ইবনে খুজাইমা : হাদিস নং ৪৬১

২. মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩৪০

৩. মুসনাদে ইমামে আজম : ৫০, আবু দাউদ : ১/১১৮, মুসনাদে আহমাদ : ৩/৩০, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪/১৪০, মুসনাদে আবি ইয়ালা : ২/৪১৭

৪. মুসনাদে ইমামে আজম : ৫৮, আবু দাউদ : ১/১১৮, কিতাবুল কিরাত

৫. কিতাবুল কিরাত : ১৭১

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতিহার সাথে কুরআনের আরো কিছু অংশ তিলাওয়াত করে না, তার নামায হয় না।

এ হাদিসের রাবি ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন, এ হাদিসটি একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য।[১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, এ হাদিসটি একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য।[২]

উল্লিখিত হাদিসের আলোকে একাকী নামায আদায়কারীর বিষয়ে বোঝা গেল যে, নামাযে মুতলাকভাবে কুরআন পড়া ফরয। সুনির্দিষ্টভাবে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সুরা ফাতিহার পর কুরআনের আরো কিছু অংশ পড়াও ওয়াজিব।

জামাতে নামায আদায়ের পদ্ধতি

আল্লামা সুয়ুতী রহ. 'আল-ইতকান' কিতাবে লিখেছেন, সুরায়ে মুয্যাম্মিল তৃতীয় নম্বরে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা ফাতিহা সাত নম্বরে এবং সুরা আরাফ ঊনচল্লিশ নাম্বারে নাযিল হয়েছে। সুরায়ে আরাফের একটি আয়াত হলো–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাকো; যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।[৩]

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি জানো, নামায কীভাবে আদায় করবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জামাতের সাথে নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য) আলোচনা করলেন। আমাদের নামায শেখালেন। সুন্নাত শেখালেন। আমাদের (জামাতে) নামায আদায়ের পদ্ধতি শেখালেন। বললেন, এ হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা (জামাতে) নামায শুরু করো, তখন কাতার ভালোভাবে সোজা করে নাও। তারপর তোমাদের মাঝ থেকে একজনকে ইমাম বানাবে। তারপর ইমাম যখন তাকবির বলবে তখন তোমরাও তাকবির বলবে। আর যখন সে غير

১. আবু দাউদ : ১/১১৯
২. সুনানে তিরমিযি : ১/৫৮
৩. সুরা আরাফ : ২০৪

তাজাল্লিয়াতে সফদার

তাজাল্লিয়াতে সফদার

ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও পর্যালোচনা

(ষষ্ঠ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নুরুজ্জামান

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

তাজাল্লিয়াতে সফদার (ষষ্ঠ খণ্ড)
মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সফদার রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা :
মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাওলানা মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৮৮০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-০-৮

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

সূচিপত্র

কাদিয়ানি মতবাদ পর্ব

ভাই মুরাদ আলীর নামে মির্জাইয়াত-সংক্রান্ত খোলা চিঠি

ঈসা আ.-এর হায়াতের আকিদা ইজমায়ী আকিদা ১৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ১৯
কাদিয়ানি আকিদা ২০
দাবি ২২
হযরত মাসিহ আ.-সংক্রান্ত হাদিসে কাদিয়ানিদের আপত্তির জবাব ৩৯
আমরা ঈসা আ.-এর অবতরণকে অস্বীকার করি কেন? ৫৪
শরিয়ত নির্ধারিত জীবিকার পদ্ধতি বন্ধ হওয়া ৫৬
খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা আ.-কে খোদা মানে ৫৭

খ্রিষ্ট মতবাদের আলোচনা

খ্রিষ্ট মতবাদ ৫৯
আহাদনামা কাদীম ৫৯
আহাদনামা জাদীদ ৬১
আদম ও হাওয়া জান্নাত থেকে বের হওয়া এবং তাদের শাস্তি ৬৩
খোদার পিতা ৭৩
খোদাপিতার বংশ : বিবিগণ ৭৪
খোদার বিবিকে সম্বোধন ৭৪
পুরাতন আহাদনামা তাওহিদ ৭৮
মাসআলায়ে কাফফারা– ভিত্তি ৮২
ইঞ্জিল বার্নাবাসের ভূমিকা ৮৫
ইঞ্জিলের প্রচারক ৮৬
পতরাস ৮৬
পুলুস ৮৬
পুলুস মুনাফিক ছিল ৮৭

পবিত্র বার্নাবাস ৮৭
বার্নাবাসের ব্যক্তিত্ব ৮৮
বার্নাবাসের দ্বিতীয় সম্মানিত উপাধি ৮৮
বার্নাবাসের সম্মান ৮৮
খ্রিষ্ট মতবাদের শিক্ষক ৮৮
রুহুল কুদুস বার্নাবাসকে বিশেষায়িত করণ ৮৯
বার্নাবাসের ইঞ্জিলই আসল ইঞ্জিল ৮৯
বার্নাবাসের ইঞ্জিলের শুদ্ধতা ও সত্যতার উপর খ্রিষ্টানদের আপত্তি এবং তার জবাব ৯০
ইঞ্জিলের উপর প্রথম আপত্তি ৯০
বর্তমান ইঞ্জিলগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী আছে? ৯৫
মাসিহ আ.-এর নিজস্ব সাক্ষ্য ১০৩
দ্বিধা ও সন্দেহ ১০৪
জবাবের জবাব ১০৫
এখন এই ঘটনা সম্পর্কে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর বিরোধ দেখুন ১০৬
পুলুস ও লূকা ১০৮
পুলুসের স্পষ্ট মিথ্যা ১০৯
মাসিহ আ.-কে শূলে বিদ্ধ মানলে কী ক্ষতি? ১০৯
আমাদের আকিদা ১০৯
ইঞ্জিলের ভূমিকাসহ ১১১
বোনকে বিবাহ ১২৩
দুই বোনকে একত্রে বিবাহ ১২৩
ফুফুকে বিবাহ ১২৩
ইঞ্জিলের মুকাদ্দামা ১৪৫
আলোচনার মজলিস ১৬২
নববী সুসংবাদ ১৬৭
বাইবেলের বিপরীতমুখী বক্তব্য ১৬৯

[শিয়া মতবাদ পর্ব]

সাইয়্যেদুনা হুসাইন রা. ১৭২
বরকতময় বংশ ১৭২
জন্ম ১৭৩

সাহাবি হওয়ার মর্যাদা ১৭৪
শারীরিক গঠন ১৭৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে হযরত হুসাইন ১৭৪
জান্নাতের সরদারি ১৭৫
সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ১৭৫
উম্মতের দৃষ্টিতে ১৭৬
জীবনী ১৭৭
শাহাদাত ১৭৮
পরিস্থিতি ও ঘটনা ১৮০
সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.-এর অবস্থান ১৮২
মৌলবি জিয়াউর রহমান সিদ্দিকি হাযারবীর প্রতি খোলা চিঠি ১৮৩
ইয়াযিদের হাতে হাত ১৮৬
একটি আশ্চর্য বিষয় ১৮৯
ইয়াযিদের প্রথম নির্দেশ ১৮৯
দ্বিতীয় নির্দেশ ১৮৯
দারুল ইমারতে ১৯০
মক্কা মুকাররমায় ১৯০
ইয়াযিদের চিঠি ১৯১
ইয়াযিদের ইঙ্গিত ১৯১
ইয়াযিদের কান্না ১৯১
হযরত যাইনুল আবিদীনের সাথে আলোচনা ১৯২
হযরত ফাতেমা ও সাকিনা রা. ১৯২
দ্বিতীয় বর্ণনা ১৯৩
আবু রায়হান আবদুল গফুরের প্রতি খোলা চিঠি ১৯৬
ইয়াযিদ ২০১
একটি মাসআলা ২০২
ইয়াযিদের পক্ষে ওকালতি ২০৫
কাদিয়ানি তাকলিদ ২০৬
ইসলামের নামে ইয়াযিদের গদিতে আরোহনের বিপদ ২০৬
খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২০৬
ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ২০৬
লামেউদ দুরারি ২০৭
শায়েখের বক্তব্য ২০৭

নাসেবি মজলিস ২০৭
আলী রা.-এর সাথে শত্রুতা ২০৮
সত্য কথা ২০৮
ইয়াযিদের পাপাচার ও সাহাবায়ে কেরাম ২০৮
দেখা ও শোনা ২০৯
বিষয় থেকে সরে যাওয়া ২০৯
সাহাবিপুত্র ২০৯
আকাবিরদের সাথে শত্রুতা ২১০
কোহাট, শাহুদাম বাঙ্গু জামেয়া ইউসুফিয়ার মুহতামিম সাহেবের নামে খোলা চিঠি ২১২
মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সাহেব ও কযয়ী ২১৩
১. হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরি রহ. ২১৩
২. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. ২১৩
৩. শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. ২১৪
৪. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. ২১৪
৫. হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ. ২১৪
৬. কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. ২১৪
৭. হাকিমুল উম্মত মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ আলী থানবী রহ. ২১৫
৮. শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ২১৫
৯. আহলে সুন্নাতের ইমাম হযরত মাওলানা আবদুশ শাকুর লক্ষ্মৌ রহ. ২১৫
১০. হযরত হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব রহ. ২১৫
১১. মুফতি আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতি শফী রহ. ২১৬
ইবনে যিয়াদের সাক্ষ্য ২১৭
সাহাবিপুত্র ২১৭
তাবেয়ি হওয়ার মর্যাদা লাভকারী ২১৯
প্রতিশ্রুত ক্ষমাপ্রাপ্তির মর্যাদা লাভ ২১৯
নীরবতার রাস্তা ২২১
ইমাম মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া রহ. ২২২
মদিনাবাসীর প্রতিনিধি দল ২২৩
শেষ কথা ২২৫
মুতা সম্পর্কে স্বচ্ছ গবেষণা, বৈধতার পক্ষের লোকদের দালিলিক জবাব ২২৭
জবাব ২২৭

বিবাহ ২২৮
মুতা ২৩০
মুতার ফযিলত ২৩১
উচ্চ মর্যাদা ২৩৩
শিয়াদের দলিল ২৩৪
মুতা বাড়িতে নাকি সফরে? ২৩৮
মুতার অবৈধতার বারবার ঘোষণা ২৩৮
হযরত আলী রা. ২৩৯
ঘটনা ২৪১
সুস্থরুচি ২৪৩
বিতর্ক ও মুনাযারা ২৪৪
শেষ ভরসা ২৪৫
শিয়া নাওয়াজ তাবরায়ী, বেরেলবি তাদের আকিদার আয়নায় কারী ফয়যুল মোস্তফা বেরেলবির আসল চেহারা ২৪৮
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও কারী ফয়েয মোস্তফা আতিকীর প্রশ্নের জবাব ২৫০

[বেরেলবি মতবাদ পর্ব]

শাহ ইসমাঈল শহিদ রহ.-এর উপর আরোপিত আপত্তির জবাব ২৫৩
শাহ সাহেবের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব ২৫৪
হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. ২৬৪
একটি আশ্রয় ঘটনা ২৭০
আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম ২৭২
জানাযার নামাযের পরে দোয়া- দাবিদার বেরেলবিরা ২৭৪
জরুরি টীকা ২৭৪
সময় ২৭৫
পবিত্র কুরআন ২৭৫
হাদিস ২৭৬
হায়াতুন্নবীর মাসআলার পটভূমি ২৭৭
স্বাক্ষর থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ ২৭৮
হায়াতুন্নবীর সা. মাসআলা নিয়ে চার বছরব্যাপী ঝগড়ার সমাপ্তি ২৮০
হায়াতুন্নবীর মাসআলার সমাধান ২৮০

[বিবিধ পর্ব]

আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মাসলাক এবং কথিত আহলে হাদিসের প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচার ২৮৮
আকাবিরের গায়ে নিজেদের পোশাক জড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা ২৮৮
শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ফিকহি মাসলাক ২৮৮
গুনইয়াতুত তালেবীন : কথিত আহলে হাদিসের দৃষ্টিতে শাইখ জিলানী রহ. ২৮৯
তাকলিদবিদ্বেষী আহলে হাদিসের ইমাম বুখারির তাকলিদ ২৯০
ওয়াহদাতুল ওজুদের প্রবক্তা শাইখ জিলানীর সাথে আহলে হাদিসের কী সম্পর্ক? ২৯০
নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের দৃষ্টিতে তাসাউফের সারমর্ম ও পরামর্শ ২৯১
কথিত আহলে হাদিসের প্রিয় আলোচ্য বিষয় ২৯২
ওয়াহদাতুল ওজুদ সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের মন্তব্য ২৯৩
শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. ও মৃত ব্যক্তির শ্রবণ প্রসঙ্গ ২৯৩
শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. ও হায়াতুন্নবী সা. প্রসঙ্গ ২৯৩
শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর নামায ২৯৪
তিন তালাক : শাইখ জিলানী ও আহলে হাদিস ২৯৫
ইবলিসের কিছু বংশধরও 'আহলে হাদিস' ২৯৫
হযরত বড় পীর রহ. ও গায়রে মুকাল্লিদরা ২৯৭
আযাবের বিবরণ ২৯৯
আযাবের বর্ণনা ৩০০
হাদিয়ার বিবরণ ৩০০
'আকাবিরের চিন্তাধারা' পুস্তিকার উপর বিশ্লেষণ ৩০১
বেরেলবিদের দৃষ্টিতে দেওবন্দি ৩০১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও বেরেলবি ইখতিলাফের সীমা ৩০২
কাফের বলার মহোদ্যম ৩০২
কৌতুক ৩০২
হক্কানী আলেমদের কারামাত ৩০৩
আরো ইখতিলাফ ৩০৫
হানাফি-শাফেয়ী ইখতিলাফ ৩০৬
আমলের খণ্ডন ৩০৬
ফলাফল ৩০৭
কী হারালে আর কী পেলে ৩০৮

মাসলাক ও মত ৩০৮
হযরত শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকরিয়া রহ. ৩০৯
মুহাম্মাদ শফী উকাডবী ৩১০
সপ্ত মাসআলার গল্প ৩১১
মুকাশাফাত সম্পর্কে কিছু কথা ৩১২
বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের আলোকে দুই হাতে মুসাফাহা করাই সুন্নাত ৩১৪
প্রাককথন ৩১৪
ধর্ম প্রচার কখন ফিতনায় পরিণত হয় : একটি উদাহরণ ৩১৫
চার মাযহাব ও সাত কিরাআত : ইখতিলাফ ও করণীয় ৩১৫
হিন্দুস্তানের মুসলমানদের একতা নষ্টের নেপথ্য কারণ ৩১৬
এক হাতে মুসাফাহার সূচনা ৩১৭
এক হাতে মুসাফাহার হাদিস পেশ করতে আহলে হাদিসের অক্ষমতা ৩১৮
সুন্নাতের সংজ্ঞা এবং এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত না হওয়া ৩২০
এক হাতে মুসাফাহা করার কথিত দলিল ও খণ্ডন ৩২০
অভিধানের আশ্রয় নিয়ে এক হাতে মুসাফাহা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা ৩২৩
বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের আলোকে দুই হাতে মুসাফাহা করাই সুন্নাত ৩২৩
দুই হাতে মুসাফাহার স্পষ্ট হাদিস না মানার ঘৃণ্য বাহানা ৩২৫
রাসুল সা.-এর সাথে ইবনে মাসঊদ রা.-এর মুসাফাহার বর্ণনা ও যথার্থ ব্যাখ্যা ৩২৬
নামাযে কফফালের বাস্তবতা ৩২৭
‘খালি মাথায় নামায বৈধ’ বিষয়ক বিজ্ঞাপনেরো পর্যালোচনা ৩৪৬
দ্বিতীয় উত্তর ৩৫০
দাউদ গযনবীর উত্তর ৩৫০
মিয়া নযির হুসাইনের উত্তর ৩৫১
আবু সাঈদ মুহাম্মাদ শরফুদ্দীনের ফাতাওয়া ৩৫১
গাইরে মুকাল্লিদদের শাইখুল ইসলাম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ফাতাওয়া ৩৫১
জামেয়া আবু বকর করাচির প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবু বকর গযনবীর লেখা ৩৫২
আল্লাহ তায়ালার হুকুম ৩৫২
মুহাদ্দিসদের উক্তি ৩৫৩
মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর ফাতাওয়া ৩৫৪
জামাআতে গুরাবায়ে আহলে হাদিসের ফাতাওয়া ৩৫৪

গায়েবানা জানাযা ৩৫৫
নাজ্জাশীর জানাযা ৩৫৬
প্রস্তুতি গ্রহণের পর ৩৬১
মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নফলের বিধান ৩৬৭
নফলের সাওয়াব ৩৬৭
ফরয ও নফলের নৈকট্য ৩৬৮
স্বভাবের মতভিন্নতা ৩৬৯
তাকলিদে শাখসী ৩৭২
ইমাম গাযালী রহ.-এর উপদেশ ৩৭৫
সূর্য ডোবার পর দুই রাকাত ৩৭৬
১. ফরযের মতো গুরুত্ব ৩৭৬
২. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ৩৭৭
৩. মুসতাহাব ৩৭৮
রাসুলুল্লাহ কি নির্দেশ দিয়েছেন? ৩৭৯
আবদুল্লাহর আমল ৩৮০
রাসুলুল্লাহর আমল ৩৮১
প্রকৃত বাস্তবতা ৩৮১
রাসুলুল্লাহর সমর্থন ৩৮৪
ফকিহদের তাকলিদ ৩৮৫
গুনাহগার ৩৮৮
হযরত ঈসা ইবনে আবান ৩৮৮
ইমাম আযম রহ.-এর মূলনীতি ৩৮৯
গোড়ার কথায় ফিরে আসা ৩৯০
ইজতিহাদের মনোবাসনা ৩৯০
ফিতনা থেকে বিরত থাকুন ৩৯১
ঈসালে সাওয়াব ৩৯৩
গবেষণার আগ্রহ ৩৯৩
মতানৈক্যর প্রতি ঘৃণা ৩৯৩
আশ্চর্য ভিন্নতা ৩৯৪
মতবিরোধ বেড়ে গেছে ৩৯৫
পরস্পরের ইখতিলাফ ৩৯৭
মুহাম্মাদী কে? ৩৯৯
কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা ৩৯৯

আহলে কুরআন ৪০১
কুরআনের তেলাওয়াত ৪০১
ঈসালে সাওয়াব ৪০১
হাদিস অস্বীকার ৪০২
উদ্দেশ্যের মধ্যে কি একতা রয়েছে? ৪০৩
জান্নাত ও জাহান্নাম ৪০৩
ইখতিলাফের সীমা ৪০৪
উদাহরণ ৪০৫
ইখতিলাফ কোথায় আছে? ৪০৫
ঈসালে সাওয়াব ৪০৭
মুনাফিকরা বঞ্চিত ৪০৮
কাফেরের জানাযা পোড়ো না ৪০৯
জানাযাও ঈসালে সাওয়াব ৪০৯
কবরের উপর দোয়া ৪১০
ফায়েদা ৪১০
কবর যিয়ারতের দোয়া ৪১১
দুনিয়াবাসী ৪১১
পরবর্তী প্রজন্ম ৪১২
আসমানবাসী ৪১২
দয়াই দয়া ৪১৩
সদকায়ে জারিয়া ৪১৩
সদকার ঈসালে সাওয়াব ৪১৪
হজের ঈসালে সাওয়াব ৪১৫
কুরআন তেলাওয়াতের ঈসালে সাওয়াব ৪১৬
কুরবানির ঈসালে সাওয়াব ৪১৮
কুরআন বোঝার আগ্রহ ৪১৮
আল্লাহর অলিদের সাথে সম্পর্ক ৪১৯
ফরয ও নফল ৪২০
তাবিজ প্রসঙ্গ ৪২২
মাওলানা সখিদাদের কিতাব-পর্যালোচনা ৪২২
প্রথম কথা ৪২২
একটি ঘটনা ৪২৩
স্বচ্ছ কথা ৪২৫

দুনিয়াবি বিষয় ৪২৬
প্রথম উদাহরণ ৪২৬
দ্বিতীয় উদাহরণ ৪২৬
হুকুম কি পরিষ্কার হলো? ৪২৮
এই দুনিয়া উপকরণের জগৎ ৪২৮
উদাহরণ ৪২৯
তামিমা দ্বারা উদ্দেশ্য ৪৩০
তাবিজ ৪৩০
একটি নতুন বণ্টন ৪৩১
ঝাড়ফুঁক ৪৩২
অনুবাদের গুণ ৪৩২
ইজমা ৪৩৩
ইজমার শর্তাবলি ৪৩৩
ঝাড়ফুঁক ও চার মাযহাব ৪৩৩
হযরত ইমাম আযম রহ. ৪৩৪
দ্বিতীয় সন্দেহ ৪৩৬
তৃতীয় সন্দেহ ৪৩৬
চতুর্থ ও পঞ্চম সন্দেহ ৪৩৬
ষষ্ঠ সন্দেহ ৪৩৭
বিফলই বিফল ৪৩৭
হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি অসন্তুষ্টি ৪৩৭
ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ ৪৩৮
সারকথা ৪৪০
বৈধতার দলিল ৪৪১
কিতাবসমূহ ৪৪৪
হিরযে আবু দুজানা ৪৪৪
জীব-জন্তুর জন্য তাবিজ ৪৪৪
ইবনে সালাহ ৪৪৫
ভালোবাসার তাবিজ ৪৪৫
নুশরা ৪৪৫
কুদৃষ্টির একটি চিকিৎসা ৪৪৬
ব্যবহৃত পানি ৪৪৬
বিনিময়ের মাসআলা ৪৪৬

ফাতেহা পাঠ করে ফুঁ দিয়ে বিনিময় গ্রহণ ৪৪৭
আমাদের প্রশ্ন ৪৫৫
শরিয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে পুরস্কার ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জবাজী ৪৫৬
পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে এই কর্ম পদ্ধতির প্রথম অভিজ্ঞতা ৪৫৭
পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে এই কর্ম পদ্ধতির দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ৪৫৮
পুরস্কারের চ্যালেঞ্জের ভাষা ৪৬০
এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকার পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ ৪৬২
আদালতের ফয়সালা ৪৬২
ক্ষমা করিয়ে নাও ৪৬৩
পাল্টা চ্যালেঞ্জ ৪৬৩
দায়িত্বশীল ও দায়িত্বহীন ব্যক্তি ৪৬৪
আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি ৪৬৫
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি ও গায়রে মুকাল্লিদদের মাঝে বাহাসের শর্ত এক ৪৬৭
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি ও গায়রে মুকাল্লিদদের মাঝে বাহাসের শর্ত দুই ৪৬৯
মুনাযারার জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে লিখিত পত্র ৪৭৩
কর্মপদ্ধতি ৪৭৪
মুনাযারার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার লিখিত অঙ্গীকার ৪৭৬
নামাযে ভুলকারীর বিবরণ-সংক্রান্ত হাদিস ৪৭৮
মহিলাদের ইমামতি ৪৮০
ভূমিকা ৪৮০
আল কুরআন ৪৮১
সতর্কতা ৪৮২
কল্যাণ কোথায় ৪৮২
রাসুলের মনের ইচ্ছা বোঝা ৪৮৪
ফারুকে আযম ৪৮৪
হযরত আলী রা.-এর নির্দেশ ৪৮৫
হযরত উম্মে ওরাকা ৪৮৬
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও আহলে হাদিসের মাঝে মুনাযারা ৪৮৮
সত্য মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি দেওবন্দি জিন্দাবাদ ৪৯৩
সত্য মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি দেওবন্দি জিন্দাবাদ ৪৯৬

রাওয়ালপিণ্ডি বারানী কলেজের লেকচারার তালিবুর রহমানের প্রতি খোলাচিঠি ৪৯৯
প্রথম আলোর ঝলক ৪৯৯
আলোই আলো ৫০০
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও গায়রে মুকাল্লিদদের মধ্যকার মুনাযারার শর্ত ৫০২
মুনাযারার কিছু মূলনীতি ৫০৫
নিলবীর কিতাব নেদায়ে হক নিয়ে কিছু কথা ৫১০
কিছু মূলনীতি ৫১০
একটি জিজ্ঞাসার জবাব ৫১৪
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৫১৭
বিবিধ মাসআলা ৫২০
এহইয়াউস সুনান ৪২৫
মদ-বিষয়ক মাসআলা ৫২৪
বিবিধ বিষয় ৫৩০
বেরেলবি ও গায়রে মুকাল্লিদ ৫৩০
গায়রে মুকাল্লিদ ৫৩০
নতুন গবেষণা ৫৩০
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ৫৩০
বিরোধপূর্ণ ফাতাওয়া ৫৩১
শয়তান ৫৩১
গায়রে মুকাল্লিদগণ ও ইজতিহাদ ৫৩১
মিস্ত্রি নূর হুসাইন সাহেব ৫৩২
জিলানী রহ.-এর উক্তি ৫৩২
মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ৫৩২
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর এক ৫৩৪
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর দুই ৫৩৬
একটি চিঠির জবাব ৫৩৯
নামায-সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ৫৪২

কাদিয়ানি মতবাদ পর্ব

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা নবী আসার ধারা শেষ হয়ে গেছে। নতুন আর কোনো নবী আসবেন না। তবে যুগে যুগে বহু মানুষ মিথ্যা নবী হওয়ার দাবি করেছে। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানিও সেই মিথ্যাবাদীদের একজন। সে যেমন কাফের, তার অনুসারীরাও কাফের। এমনকি তাকে যারা কাফের বলে না কিংবা সন্দেহ পোষণ করে, তারাও কাফের। -সম্পাদক

ভাই মুরাদ আলীর নামে মির্জাইয়াত-সংক্রান্ত খোলা চিঠি

মুহাম্মাদ আমীন সফদরের পক্ষ থেকে।

বরাবর ভাই মুরাদ আলী সাহেব।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু

হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ হানিফ সাহেব জালন্ধরীর মাধ্যমে আপনার কিছু কাগজ এসেছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিচ্ছি।

১. ইসলাম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ ধর্ম। এর আকিদা ও আমল চৌদ্দশত বছর ধরে সংরক্ষিত। কুরআনের যেমন শব্দ পূর্বসূরিরা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, তেমনই অর্থ ও উদ্দেশ্যও আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। কুরআনের কোনো নতুন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা অনেক বড় গুনাহ; বরং সেই নতুন উদ্দেশ্য যদি কোনো সর্বসম্মত আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সম্পূর্ণ কুফরি। যে কাদিয়ানি আপনাকে এই কাগজগুলো দিয়েছে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকারকারী। সে তো তার মির্জারও অস্বীকারকারী। কেননা মির্জাও লিখেছে যে, মনগড়া তাফসির করা মুমিনের কাজ নয়। যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া তাফসির করেছে সে মুমিন নয়; বরং শয়তানের ভাই।[১] মির্জা কাদিয়ানিও লিখেছে যে, 'কোনো ইজমায়ী আকিদা অস্বীকার করা ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বড় অভিশাপের কারণ।'[২] আরো লিখেছে, মুজাদ্দিদ ব্যক্তি দীনের মধ্যে কোনো কম-বেশি করে না। বরং হারানো দীন আবারো অন্তরের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে। মুজাদ্দিদের উপর ঈমান আনা ফরয নয়; এমন কথা অর্থ, খোদার বিধান থেকে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুজাদ্দিদের উপর ঈমান আনা ফরয। তাদের বিরোধিতাকারী ফাসেক।[৩] আরো লিখেছে, বড় বড় ইমামগণ যারা কুরআনের

---

১. ইতমামুল হুজ্জাহ : পৃ. ৪, খযায়েন : ৮/২৪৬

২. আঞ্জামে আযম : ১৪৪

৩. শাহাদাতুল কুরআন, খযায়েন : ৬/৩৩৯

গভীর জ্ঞান লাভ করেছেন। যারা কুরআন শরিফের সংক্ষিপ্ত জায়গাগুলো হাদিসে নববীর সহযোগিতায় তাফসির করে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম এবং পবিত্র শিক্ষাকে সর্ব যুগে অর্থগত বিকৃতি থেকে রক্ষিত রেখেছেন।[১] আরো লিখেছে, পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য উকিলের মতো হয়। তাদের সাক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মের মানতে হয়।[২] এই কথাগুলো দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কুরআনের মনগড়া তাফসির করা হারাম। কোনো সময় কুফরি, আর ইজমায়ী আকিদার বিরোধিতা করলে পূর্ণ অভিশাপ বর্ষিত হয়।

ঈসা আ.-এর হায়াতের আকিদা ইজমায়ী আকিদা

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যাকে কাদিয়ানিরা ৮ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মানে তিনি বলেন,

والإجماع على انه حي واتفق أصحاب الاخبار والتفسير أنه رفع بد نه حيا.

'সকল মুহাদ্দিস ও সকল মুফাসসির একমত যে, হযরত ঈসা আ.-কে জীবিত সশরীরে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং জীবিত আছেন।[৩]

এভাবে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে কাসির রহ. তাফসিরে ইবনে কাসীরের ১/৫৭৭ পৃষ্ঠায় লেখেন, মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আ. অবতরণ করবেন। নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ও মাসিহ বিন মারইয়ামের অবতরণ-সংক্রান্ত হাদিসগুলো মুতাওয়াতির সাব্যস্ত করেছেন।[৪] হাদিসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ ঈসা আ.-এর হায়াতকে অস্বীকারকারীকে কাফের বলেছেন।[৫]

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

ভাই মুরাদ আলী সাহেব! নিজের দীন হেফাজত অনেক বড় জরুরি বিষয়। মানুষ কুরআনের নাম দিয়ে আপনাকে ভুল কথা বলে বলে পেরেশান করবে।

---

১. আইয়ামুস সুলহে ৫৫, খযায়েন : ১৪/২৮৮

২. খযায়েন : ৩/২৯৩

৩. আত-তালখীসুল হাবীর : ২/২১৪

৪. নাযমুল মুতানাসের : ১৪৭

৫. রুহুল মাআনী : ২৩/৩২, ইকফারু মুলহিদীন : পৃ. ১১, আল্লামাতুল আসর সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., মুকাদ্দামাতুত তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযূলিল মাসিহ : ৪৩, আল্লামা শাইখ আবু গুদ্দাহ, প্রফেসর রিয়াদ ইউনিভার্সিটি, মাআরিফুল কুরআন : ২/৬০৫, মুফতি আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতি শফী রহ., উলুমুল কুরআন : ২৬০, শাইখুল আজম মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ.।

এর একটি মাত্র সমাধান যে, আপনি হযরত মুফতি সাহেব রহ.-এর তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন অবশ্যই কিনে নিবেন। এবার যেই আয়াতের কোনো উদ্ধৃতি দিবে বা কোনো ব্যাখ্যা বর্ণনা করবে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে মাআরিফুল কুরআন খুলে আয়াতটি দেখে নিবেন। সঠিক ব্যাখ্যাটি যখন আপনার মাথায় ঢুকে যাবে, তখন ভুল ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে যাবেন। এভাবে আপনার ঈমানও রক্ষিত থাকবে এবং কয়েকজন ভাইকে সঠিক ব্যাখ্যা পড়িয়ে তাদের ঈমানও রক্ষা করলেন।

কাদিয়ানি আকিদা

যে কাদিয়ানি আপনাকে এই কাগজগুলো দিয়েছে, মনে হচ্ছে সে নবীকে অস্বীকার করে। মির্জা কাদিয়ানি ১৮৩৯ সনে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮১ সনে সে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করে এবং চার বছরে তার কিতাব বারাহিনে আহমদিয়ার চার খণ্ড প্রকাশ করেছে। তখন অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে মির্জাজী কুরআন থেকে ঈসা আ. জীবিত হওয়া প্রমাণ করতো। সে লিখেছে,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

এই আয়াত শারীরিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে হযরত মাসিহের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী। দীন ইসলামের যে পরিপূর্ণ বিজয়ের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, সে বিজয় মাসিহের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। আর দ্বিতীয়বার যখন মাসিহ আ. এই দুনিয়াতে আগমন করবেন, তখন তার হাত দিয়ে সারা দুনিয়ায় দীন ইসলাম ছড়িয়ে যাবে।[১] হযরত মাসিহ আ. সশরীরে আসমানে যাওয়া এবং শেষ যুগে আসমান থেকে অবতরণের কথা মির্জা তার কিতাবে স্বীকার করেছে। (পৃ. ৫) স্মরণ রাখতে হবে, এগুলো মির্জার সেই কিতাব যা গ্রহণকারীদেরকে মির্জা কাদিয়ানি যাযাবরদের সন্তান আখ্যা দিয়েছে।[২] এরপর মির্জা এই কুরআনী, ইলহামী, ইজমায়ী ও সর্বসম্মত আকিদা অস্বীকার করেছে। কেননা, এখন সে নিজে মাসিহ হতে চাচ্ছিল। সে এ কথা মেনেছে যে, মাসিহের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাওয়াতির। কিন্তু তা শেষ হয়ে গেছে। এখন তার স্থানে তার অবর্তমানে সে ওয়ারিশ সেজে এসেছে। এখন মির্জা কুরআনকে ছাড়লো এবং ছেড়েই চললো।

১. আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি তার দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এ কথার বলবেন, إذكففت بني إسرائيل عنك

১. বারাহিনে আহমদিয়া : পৃ. ৪৯৮
২. আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম : ৫৪৭

'যখন আমি বনি ইসরাইলকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি।' এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, ইহুদিরা হযরত মাসিহ আ.-কে গ্রেফতার করতে পারেনি। কোনো একজন মুজাদ্দিদ, মুফাসসির বা কোনো মুসলিম এ কথা বলে না যে, হযরত মাসিহ আ.-কে তার শত্রুরা গ্রেফতার করেছে। কিন্তু কাদিয়ানি কুরআন মানে না, কোনো মুজাদ্দিদকে মানে না, মুসলমানদের ইজমাকেও মানে না। সে লিখেছে, (গ্রেফতার করার পর) মাসিহ আ.-কে চাবুক মারা হয়েছে। গালি দেওয়া হয়েছে। থাপ্পড় মারা হয়েছে, হাসিঠাট্টা করা হয়েছে। অবশেষে মাসিহ আ.-কে দুই চোরের সাথে শূলে চড়ানো হয়েছে।[১] দেখুন, এই নিঃশ্বাসে মির্জা কাদিয়ানি কুরআনের তিনটি আয়াত এবং মুসলমানদের তিনটি ইজমাকে অস্বীকার করেছে। আর ইহুদিদের কথার উপর অক্ষরে অক্ষরে ঈমান এনেছে। একটি আয়াত তো আমি উল্লেখ করেছি যে, গ্রেফতারকারী বনি ইসরাইলকে মাসিহ আ.-এর কাছেও ঘেঁষতে দেননি। কিন্তু মির্জা ও ইহুদিরা বলে যে, গ্রেফতার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মাসিহ আ. সম্পর্কে অন্যত্র বলেন, وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقربين 'হযরত মাসিহ আ. দুনিয়াতেও সম্মানের সাথে থাকবেন, (অর্থাৎ কেউ তাকে অপমান করতে পারবে না।) আখেরাতেও সম্মানের সাথে থাকবেন। (সুপারিশ করবেন) ومن المقربين। এর ব্যাখ্যা আল্লামা আবুস সউদ মুফাসসির বলেন, وهو إشارة إلى رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة 'এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. কে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছেন।'[২] কিন্তু কুরআনের বিরুদ্ধে ইহুদি বলে, আমরা তাকে খুব অপমান করেছি। সে কবে দুনিয়াতে সম্মানের সাথে ছিল। মির্জাও ইহুদিদের মতো এবং কুরআন অস্বীকারকারী। মুসলমানদের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা আ. আগেও সম্মানের সাথে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আগমনে তার দুনিয়াবি সম্মান অত্যন্ত পরিপূর্ণ হবে। বাদশা হবেন। তার নির্দেশ সকলের উপর কার্যকর হবে। মির্জাও প্রথমে মানতো,

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

'অতিসত্বর তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি একই কাজের পুনরাবৃত্তি করো, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করবো। আর জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য কারাগার বানিয়ে রেখেছি।'

---

১. এযালাতুল আওহাম : পৃ. ১৫৮
২. তাফসিরে আবিস সউদ : ২/২৬৮

সেই যুগও আসবে যখন, আল্লাহ তায়ালা পাপীদের জন্য কঠোরতা, রাগ, শাস্তি ব্যবহার করবেন। আর হযরত মাসিহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন।[১] পরবর্তীকালে মির্জা কুরআনের এই আয়াতগুলো অস্বীকার করে ইহুদিদের সমান হয়ে গেছে। এভাবে কুরআনে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, وما قتلوه وما صلبوه 'ঈসা আ.-কে কেউ প্রাণে মারেনি, শূলে চড়ায়নি।' সুতরাং কুরআনের এই অকাট্য বিবরণ অনুযায়ী সকল মুসলিমের অকাট্য ইজমা যে, হযরত ঈসা আ.-কে প্রাণে মারা দূরের কথা শূলে চড়াতেই পারেনি। কিন্তু ইহুদিরা বলে, আমরা শূলে চড়িয়েছি। মির্জা কুরআন ও সকল মুসলমানদেরকে ছেড়ে ইহুদিদের কাতারে দাঁড়িয়েছে। সে বলে, ঈসা আ.-কে দুই চোরের সাথে শূলে চড়ানো হয়েছে। এরপর মির্জার সেসব আকিদা শুরু হয় যা কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, ইহুদি ও খ্রিষ্ট মতবাদের কোথাও নেই। সে বলে, হযরত ঈসা আ.-কে আহত অবস্থায় জীবিত শূল থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরপর মারহামে ঈসা নামক ঔষধের দ্বারা তার ক্ষত ভালো হয়। এরপর তিনি বনি ইসরাইলকে ছেড়ে কাশ্মীর চলে যান এবং সেখানে ১২০ বা ১২৫ বছর বয়সে মারা যায়। তার কবর শ্রীনগর এলাকার খানইয়ারে।

ভাই মুরাদ আলী সাহেব, সেই কাদিয়ানির কাছে বলুন যে, সে তার পূর্ণ আকিদা পবিত্র কুরআন থেকে দেখাক। ৩০ আয়াতের ২৯টি মাফ। শুধু একটি এবং শুধু একটি আয়াত দেখাবে যার অনুবাদ ১. ঈসা আ.-কে ইহুদিরা গ্রেফতার করেছে। ২. এরপর তাকে খুব অপমান ও লাঞ্ছিত করেছে। ৩. তার মাথায় ক্রুশ রেখে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। ৪. আর দুইজন চোরের মাঝে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। ৫. শূলে ছয় ঘণ্টা ঝুলে ছিলেন। ৬. এরপর জীবিত ফাঁসি থেকে নামানো হয়েছে। ৭. মারহামে ঈসা দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়েছে। ৮. এরপর ৩৩ বছর বয়সে মাকে রেখে কাশ্মীর চলে গেছে। ৯. সেখানে ১২০ বা ১২৫ বছর বয়স পর্যন্ত বেকার বসে থাকেন। তাবলিগের চিহ্ন পাওয়া যায় না, অন্য কিছুও পাওয়া যায় না। এরপর মৃত্যুবরণ করে শ্রীনগর এলাকায় খানইয়ারে সমাহিত হন। আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, আপনাদের আকিদার দশটির সবগুলো কুরআন থেকে দেখিয়ে দিন।

দাবি

ভাই মুরাদ আলী সাহেব, মির্জা কাদিয়ানি যখন ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো, মাসিহ আ.-এর মৃত্যুর প্রবক্তা হলো এবং কুরআনের উপর মিথ্যা

১. বারাহীনে আহমাদিয়া টীকার টীকা : ৪/৫৪৭

বলতে লাগলো যে, কুরআনের ত্রিশটি আয়াতে এই ইহুদি আকিদা উল্লেখ আছে। এখন ওলামায়ে কেরাম তার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি শুধু একটি আয়াত পেশ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোনো সাহাবি অথবা কোনো মুজাদ্দিদ বা কোনো মুফাস্‌সির যারা এমন তাফসির করেছে যেটা আপনার আকিদা। তাহলে আমরা প্রতি আয়াতে ১৬ হাজার টাকা পুরস্কার দিবো। কিন্তু মির্জা এই ঋণ নিয়ে মরে গেলো। আর প্রমাণ করে গেলো যে, সে শুধু কুরআনের নাম নিয়ে মিথ্যা বলতে থাকে। এবার সেই কাদিয়ানিকেই বলো যে, আলেমদের দাবি পূর্ণ করে দেখাও।

এই ভূমিকার পর এবার আমি আপনার কাগজের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি।

১. এক লক্ষ ২৪ হাজার নবী এসেছে এবং ৩১৫টি কিতাব। তাকে জিজ্ঞাসা করুন, এই সংখ্যা কোনো আয়াত বা সহিহ হাদিসে আছে?

২. তাদের মধ্য থেকে দুইজনকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি কার উপর? সকল নবী মা এবং বাপ থেকে জন্ম হয়েছেন। তবে হযরত আদম আ. মাতা-পিতা ছাড়া এবং হযরত ঈসা আ. পিতা ছাড়া।

৩. হযরত ঈসা আ.-এর ১৮৯১ বছর পরে মির্জার ইলহাম হয়েছে যে, মাসিহ মারা গেছে। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে লক্ষ লক্ষ বুজুর্গ অতিবাহিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কারো এই ইলহাম হলো না কেন?

৪. মির্জা বলছে, ঈসায়ীদের খোদাকে মেরে ফেলো, তাহলে খ্রিষ্টবাদ মিটে যাবে। এটা কোনো কুরআনের কথা নয়, কোনো হাদিসের কথা নয়, কোনো মুজাদ্দিদের কথা নয়। মির্জার নিজস্ব বানানো। এই ঘোষণা মির্জা ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে দিয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টবাদ এখনো মরেনি, বরং আরো উন্নতি লাভ করেছে। প্রমাণ হলো, মিথ্যুকের কথা বাস্তবে মিথ্যাই হয়। মির্জাও মরে গেলো কিন্তু খ্রিষ্টবাদ মিটলো না। মির্জার খলিফা নুরদীন খলিফা খ্রিষ্টবাদের উন্নতি দেখে দিশেহারা হয়ে গেলো যে, ১৯৪১ সনে খ্রিষ্টানদের ২৮৮৬ জন কর্মী কাজ করছে। যার ফলে দৈনিক ২২৪ জন মানুষ খ্রিষ্টান হচ্ছে। আর আমাদের শুধু দুই জন মুবাল্লিগ।[১] আর খ্রিষ্টান পাদরি খ্রিষ্টবাদ ধ্বংসকারী কোথায়? সে নিজে সারা জীবন খ্রিষ্টান শাসকের পদলেহী ছিল। এখন তার খলিফাও পালিয়ে খ্রিষ্টান দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আত্মমর্যাদা থাকলে তার সেখানে এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।

---

১. আল ফযল কাদিয়ান : ১৯ জুন ১৯৪১ ঈ. পৃ. ৫

৫. খোদাকে মারলেই যদি খ্রিষ্টবাদ মারা যায়, তাহলে খ্রিষ্টানরা তিন খোদা মানে। মির্জা খ্রিষ্টানদের এক খোদাকে মারার জন্য কুরআনের উপর ত্রিশটি মিথ্যা বলেছে। এবার তুমি রুহুল কুদুসকে মারার জন্য কুরআনের উপর চল্লিশটি মিথ্যা বলবে অথবা বেশি বলবে।

এরপর নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তায়ালাকে মারার জন্য কমপক্ষে কুরআনের উপর হাজার মিথ্যা বলতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের তিন খোদা মরবে না, খ্রিষ্টবাদ কীভাবে মরবে। কাদিয়ানিরা, তাড়াতাড়ি তোমাদের নবীর অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করো।

৬. ভাই মুরাদ আলী সাহেব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে নিয়মতান্ত্রিক মুনাযারা করেছেন। যেখানে অন্যান্য দলিল বলেছেন, সেখানে এ কথার বলেছেন,

إن الله حي لا يموت وإن عيسى ياتي عليه الفناء

আল্লাহ সর্বদা জীবিত। তার মৃত্যু আসবে না। আর ঈসা আ.-এর উপর অবশ্যই মৃত্যু আসবে।[১]

যার থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো, এই মুনাযারার সময় পর্যন্ত ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেননি। অথচ ওই মুনাযারার সময় সেই পূর্ণ ত্রিশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। যার মিথ্যা উদ্দেশ্য নিয়ে মির্জা বলে, ঈসা মারা গেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওই ত্রিশ আয়াতের অর্থ জানতেন না? ভাই মুরাদ আলী সাহেব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ঈসা আ.-কে জীবিত মেনেও খ্রিষ্টানদেরকে পরাজিত করেছেন। এটা মির্জার কত বড় মিথ্যা যে, মাসিহকে মারা ছাড়া খ্রিষ্টানদের সাথে আমরা জিততে পারবো না।

৭. ভাই, এই মির্জাই শুধু মাসিহ আ.-এর মৃত্যুর ক্ষেত্রে ইহুদিদের সমমতের হয়ে গেছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদেরকে পরিষ্কার বলেছিলেন,

إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة

'হযরত ঈসা আ. মারা যায়নি, তিনি কেয়ামতের পূর্বে তোমাদের কাছে ফিরে আসবে।'[২]

---

১. দুররে মানসুর : ৪/৩
২. দুররে মানসুর : ২/৩